ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 19 July 2021 ■ আগরতলা ১৯ জুলাই, ২০২১ ইং ■ ২ শ্রাবণ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মন্ত্রিসভা রদবদল নিয়ে নাড্ডার সাথেও বৈঠক সারলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই।। রাজ্যে মন্ত্রিসভা রদবদলে চূড়ান্ত কাজটিও সেরে ফেললেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। আজ তিনি বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার সাথে দেখা করেছেন। রাজ্যের উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ নিয়ে সবিস্তারে আলোচনার সাথে মন্ত্রিসভাকে ঢেলে সাজানোর বিষয়েও চূড়ান্ত অনুমোদন নিয়েছেন বলে সূত্রের দাবি।

প্রসঙ্গত, রাজ্য রাজনীতিতে পরিবর্তনের অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন রাজ্যবাসী। রাজনীতির কারবারী থেকে আদার ব্যাপারী সকলেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন আগামী দিন তিনেকের মধ্যে কেমন চমক দেখা যাবে। বহু উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে বর্তমান মন্ত্রিসভার তিন বছর মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গেছে। অধিকাংশ সময় করোনার তান্ডবে থরহরি কম্পন অনুভব করেছে। অবশ্যে করোনার প্রকোপ এখনো থামেনি। তেমনি রাজনীতির সমীকরণ বদলানোও থেমে থাকেনি।

নয়াদিল্লীতে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার সাথে সাক্ষাৎ করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

শাসক দলে বিদ্রোহ, শরিক দলকে নিয়ে জটিলতা সমস্ত কিছুই এই তিন বছরের মেয়াদে দেখে ফেলেছেন রাজ্যবাসী। তবে, বিজেপির ভিত নড়ানো সম্ভব হয়নি, তা বিপ্লবের প্রতি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের আস্থাতেই প্রমাণিত হয়েছে। বিদ্রোহী, সংস্কারপন্থী, চমকধারী নাম সর্বস্বই রইল হয়তো। কারণ যতই দৌড়ঝাপ হোক, মন্ত্রিসভার রাস সেই বিপ্লবের হাতেই দিয়েছেন বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্ব।

ফলে, তিন দিনের দিল্লি সফর শেষে সম্ভবত প্রফুল্ল চিত্তে আগামীকাল সোমবার রাজ্যে ফিরছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই তিন দিনে রাজ্যে রাজনীতির বারান্দায় ভিন্ন ধারার বাতাস বয়ে গেছে। নতুন সমীকরণ, নয়া ভাবনা-চিন্তায় জল্পনা ছিল তুঙ্গে। কিন্তু, আখেরে সমস্ত জল্পনারই অবসান হতে চলেছে। আর মাত্র দিন তিনেকের অপেক্ষা। এরপরই ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনের লক্ষ্যে মোক্ষম চাল দেবেন বিপ্লব কুমার দেব। তার ছক হয়ত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা এঁকে দিয়েছেন। বিপ্লব কুমার দেব শুধু দাবার গুটির চাল দেবেন।

অনেকটা কেন্দ্রীয় মডেলে ত্রিপুরা মন্ত্রিসভায় রদবদলে কিছুটা পরিবর্তিত চিত্রপট রয়েছে। বিজেপি সুত্রে খবর, নতুন মুখ সম্ভবত তিন জন আসতে চলেছে মন্ত্রিসভায়। তবে, অধ্যক্ষের পরিবর্তন সহ একাধিক বিষয় এখনই উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু, চোখ জলসানো চমক অপেক্ষা করছে, এমনটাই মনে করছে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনায় রাজ্যে আরও তিনজনের মৃত্যু, আক্রান্ত ৩২৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই।। রাজ্যে গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে সংক্রমিত আরো ৩২৫ জন। মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। নমুনা পরিক্ষা হয় ৭,৮৬৮ জনের।

পশ্চিম জেলায় সংক্রমিত ৬৪ জন, গোমতী জেলায় সংক্রমিত ৭৬ জন, খোয়াই জেলায় সংক্রমিত ২০ জন, সিপাহীজলা জেলায় সংক্রমিত ১৮ জন, ধলাই জেলায় সংক্রমিত ৩৩ জন, উত্তর জেলায় সংক্রমিত ২১ জন, ঊনকোটি জেলায় সংক্রমিত ৫৪ জন এবং দক্ষিণ জেলায় সংক্রমিত ৩৯ জন। চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা ৪,০২৮ জন। সুস্থ হয় ৫১৫ জন। এবং সুস্থতার হার ৯৩.৫৩ শতাংশ। পজিটিভিটির হার ৪.১৩ শতাংশ। মৃত্যুর হার ০.৯৯ শতাংশ। এখন পর্যন্ত রাজ্যে করোনার থাবায় মৃত্যু হয়েছে ৭২৫ জন। নমুনা পরীক্ষা হয় ১৪,৩৫,৮৮২ জন। এর মধ্যে করোনা শনাক্ত হয় ৭৩,৬১৫ জনের শরীরে। এর মধ্যে সুস্থ হয়েছে ৬৮,৭৯৬ জন।

নারী কেলেংকারীর দায়ে দল থেকে বহিস্কার বিজেপি নেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৮ জুলাই।। নারীঘটিত কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ায় কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ২২৪ নং বুথের বুথ সভাপতিকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তার নাম শ্যামল সরকার। কৃষ্ণপুর মন্ডল সভাপতি তাকে দল থেকে বহিষ্কারের কথা ঘোষণা করেছেন। তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও বলেছেন তিনি। মন্ডল সভাপতি আরো বলেন,

অন্যায় অন্যায়ই। অন্যায়ের পক্ষে বিজেপি দল কথা বলে না। আমরা চাই ধর্ষক শ্যামল সরকারকে অবিলম্বে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শীঘ্রই জম্পুই পাহাড়ে প্যারাগ্লাইডিং সাইট স্থাপন করা হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই।। শীঘ্রই উত্তর ত্রিপুরা জেলার জম্পুই পাহাড়ে প্রথম প্যারাগ্লাইডিং সাইট স্থাপন করা হবে। ত্রিপুরা পর্যটন নিগমের তরফে রাজ্যে প্যারাগ্লাইডিং সাইট স্থাপনের যাবতীয় উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই বিশেষজ্ঞদের একটি দলও জম্পুই পাহাড় পরিদর্শন করেছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম একটি পোস্টে, পর্যটন বিভাগের অধিকর্তা তরীত কান্তি চাকমা জানিয়েছিলেন যে আল্পাইন দলের সাথে পর্যটন কর্মকর্তাদের একটি দল জাম্পুই পাহাড়ের থলাক্সি অঞ্চল পরিদর্শন করেছে।

যৌথ দল প্যারাগ্লাইডিংয়ের জন্য টেক অফ এবং ল্যান্ডিং সাইট দেখেছিল এবং প্রকল্পটি শীঘ্রই শুরু করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

তিনি আরও বলেছিলেন যে তিনি এই বছরের মধ্যে হিমাচলে প্রশিক্ষণার্থী প্রেরণে আশাবাদী যাতে এই বছরের শেষের দিকে প্যারাগ্লাইডিং শুরু হতে পারে। রাজ্যের আলপাইন ওয়ান্ডারার্স দল শীঘ্রই একটি ট্রায়াল প্যারাগ্লাইডিং পরিচালনা করবে।

পর্যটনমন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায় ইতিমধ্যে চারটি গ্লাইডার এবং দুটি প্যারামোটর ভাড়া নেওয়ার অনুমোদন দিয়েছেন। শীঘ্রই, চারজন প্রার্থীকে সরকারী অনুমোদন পাওয়ার পরে হিমাচল প্রদেশে পাঠানো হবে।

প্রসঙ্গত, জম্পুই পাহাড়টি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৮০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। এটি ত্রিপুরার একটি ছোট এবং একমাত্র স্বীকৃত হিল স্টেশন। এই অঞ্চলে বসবাসকারী জনসংখ্যার বেশিরভাগ অংশই মিজো জনগণের মিজোরাম রাজ্যের কাছাকাছি অবস্থিত।

পাহাড়ে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দেখতে খুব আনন্দ দেয়। এখানে আসা আবহাওয়া এবং তাজা বাতাস ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানোর দায়ে কর্ণাটকের বাসিন্দা সহ গ্রেপ্তার দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই।। ত্রিপুরা পুলিশ কর্ণাটকের বাসিন্দা সহ দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে সম্প্রতি তেলিয়ামুড়া মহকুমায় সংঘটিত গণপিটুনিতে চারজনের মৃত্যু মামলায় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানোর অভিযোগে।

অভিযুক্তরা হলেন, কর্ণাটকের বাসিন্দা শাকিল হাসান এইচ এবং আগরতলার বাসিন্দা দোস্ত আহমদ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অল ইন্ডিয়া মুসলিম ডেভলপমেন্ট ফোরামের সভাপতি শাকিল হাসান এইচ সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে গুজব ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন যা সাম্প্রদায়িক হিংসা সৃষ্টি করতে পারে।

আসামিদের বিরুদ্ধে সোনামুড়া থানার এসআই মণি ঋষিদাস অভিযোগ দায়ের করেছেন। তদন্তকারী অফিসার নন্দন দাস থানা থেকে ৪ কিলোমিটার দূরে জাহিদ হোসেনের বাড়ি রাঙ্গামাটিয়া এলাকা পরিদর্শন করেছেন।

তদন্ত চলাকালীন পুলিশ জানতে পারে যে শাকিল হাসান এইচ সোনামুড়া সাব-ডিভিশনের তিনজনসহ খোয়াই জেলার কল্যাণপুর থানার নামানজয়বাড়িতে গণপিটুনির ঘটনায় নিহত জাহিদ হোসেনের বাড়িতে গিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও পোস্ট করেছিলেন। ভিডিওতে শাকিল হাসান এইচ তদন্তাধীন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারত থেকে বাংলাদেশে টিকা পাঠানোর বিষয়ে খোঁজ নিতে আগরতলা দিয়ে দিল্লী গেলেন বিক্রম দোরাইস্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই।। বাংলাদেশের আশুগঞ্জ নৌবন্দর থেকে আখাউড়া স্থলবন্দর পর্যন্ত রাস্তাটি ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণে অগ্রনী ভূমিকা রাখবে বলে দাবি করেন ঢাকাস্থিত ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম দোরাইস্বামী। ভারতীয় অর্থে এই রাস্তাটি চার লেনে রূপান্তর করা হচ্ছে। তিনি আজ সকালে স্বস্ত্রীক দিল্লিতে গিয়েছেন। আগরতলা আখাউড়া চেকপোস্টের জিরো পয়েন্টে হাইকমিশনারকে স্বাগত জানিয়েছেন আখাউড়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার রুমানা আক্তার।

তিনি সকালে ঢাকা থেকে আখাউড়া আসার পথে রাস্তাটি দেখে এসেছেন বলেও জানিয়েছেন। আশুগঞ্জ নৌবন্দরটির মাধ্যমে ভারতের অন্য রাজ্য থেকে ত্রিপুরায় পণ্য আনা হচ্ছে। কিন্তু আশুগঞ্জ থেকে আখাউড়া স্থলবন্দর পর্যন্ত ৫২ কিলোমিটার রাস্তাটি প্রশস্থ ছিল না। তারজন্যে বর্তমান রাস্তাটিকে চার লেনে রূপান্তর করা হচ্ছে। বিক্রম দোরাইস্বামী জানান ভারত এবং বাংলাদেশ-এর মধ্যে বিভিন্ন রকমের যোগাযোগের মাধ্যম গুলি চালু করা হয়েছে। এরই এবং পণ্য পরিবহনের মাত্র বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বর্তমানে ভারত এবং বাংলাদেশ-এর মধ্যে রফতানি বানিজ্যের পরিমান বৃদ্ধি হয়েছে বলে দাবি করেন বিক্রম দোরাইস্বামী। উভয় দেশেই লাভবান হচ্ছে।

ভারত থেকে বাংলাদেশে টিকা পাঠানোর বিষয়ে তিনি বলেন, ভারতে করোনার টিকার যোগানের কি পরিস্থিতি রয়েছে। তা দেখতেই দিল্লি যাচ্ছি। বিক্রম দোরাইস্বামী বলেন ভারতে টিকার যোগান স্বাভাবিক হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে তিনি আশাব্যক্ত করে বলেন খুব দ্রুত বাংলাদেশে টিকা পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে। তিনি আরও জানিয়েছেন যে বাংলাদেশে স্বাস্থ্য পরিষেবার যে সমস্ত সমস্যা রয়েছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাকে পিটিয়ে বাড়ি থেকে তাড়াল মেয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন অভয়নগরে এক মহিলাকে বেধড়ক মারধর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে তার মেয়ে। মহিলার নাম মিনতি সিংহ। মহিলার বাড়ি রঞ্জিত নগর এলাকায়। হোম ডেলিভারি বয়েরা মহিলাকে দূর্গা চৌমুহনী এলাকা থেকে উদ্ধার করে -পশ্চিম মহিলা থানার পুলিশের হাতে পৌঁছে দিয়েছে। বর্তমানে ওই মহিলাকে রাধানগরে একটি হোমে পাঠানো হয়েছে। সংবাদসূত্রে জানা যায়, স্বামী ও অন্যান্য সন্তান থাকলেও ওই মহিলা তার মেয়ের বাড়িতে থাকতেন। গত কয়েকদিন ধরেই মেয়ের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছুটির দিনে অফিসের দরজা বন্ধ করে জমির দালালদের নিয়ে তিন অফিসারের জারিজুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৮ জুলাই।। রবিবার দুপুর প্রায় দুইটা এমন সময় সাংবাদিকদের কাছে খবর আসে জেলার ট্রেজারি অফিসের দরজা বন্ধ করে দালালদের উপস্থিতিতে কিছু একটা দুর্নীতি চলছে। তিন জন সাংবাদিক গিয়ে দেখে অফিসের মূল ফটক খোলা। ভেতরে ঢুকে দেখা যায় লোহার দরজা খোলা। ভেতরে ঢুকে সবগুলোই কক্ষের দরজা বন্ধ দেখতে পায়।

সাংবাদিকরা একটা কক্ষের ভেতর মানুষের কিছু কথাবার্তা শোনা পায়। দরজায় আওয়াজ করতেই একজন এসে দরজা খুলে। সাংবাদিকদের ক্যামেরায় বন্দী হতে শুরু করে তাদের দুর্নীতি। ভেতরে ছিল আর আই বাবুল মালাকার, কম্পিউটারে পর্চা বানাতে থাকা নরেন্দ্র নাথ, বাম সরকার পতনের পর দুর্নীতির জন্য বদলি হওয়া যে দুনম্বরী টাকায় আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ ভিখারী থেকে কোটি টাকার মালিক যীশু দাস। বর্তমানে তাকে কাঞ্চনপুরের দশদায় বদলি করা হয়েছে। তাদের সঙ্গে দুই দালাল জেল রোডের বিভাস নাথ এবং থানা রোডের দেবাশীষ ভট্টাচার্য্য ওরফে লটুই।

সাংবাদিকদের ক্যামেরা অন হতেই লটুই তাড়াতাড়ি করে তার কাগজপত্র ফাইলে ঢুকিয়ে পলায়ন করে। অন্য দালাল বিভাস নাথ কোন রকমে পালায়। তবে দুর্নীতিগ্রস্ত বদলি হওয়া তহশিলদার যীশু আমতা আমতা করে একবার পি আর টি সি করতে এসেছে, একবার দলিল করতে এসেছে বলে আওরাতে থাকে। আর আই বাবুল মালাকার আত্মপক্ষ সমর্থন করে নিজেদেরকে বাঁচাতে চেষ্টা করে। তবে একটা কথারও সদুত্তর দিতে পারেননি। সৎ পথে কোন জায়গার কাগজপত্র উদ্ধার করতে জুতার তলা চলে যায়।আর দুর্নীতিবাজ সরকারি কর্মচারী ও দালালদের সহায়তায় রবিবারেও জমির কাগজপত্র বের হয়ে যায়।

উল্লেখ্য উত্তর জেলা জমি কেলেঙ্কারিতে সারা রাজ্যের মধ্যে প্রথম পর্যায়ে। একজনের জায়গা আরেকজন বাইরের লোক তহশিলদার আর সাব-রেজিস্ট্রারকে হাতে রেখে বিক্রি হয়ে যায়। গুচ্ছ গুচ্ছ জমি কেলেঙ্কারির মামলা চলছে উত্তর জেলা জুড়ে। এখানেই দালালচক্র সবচেয়ে বেশি সক্রিয়। তাই দুর্নীতি ও চূড়ান্ত পর্যায়ে। উপাধ্যক্ষ বিশ্ব বন্ধু সেনের সাথে এই ঘটনা জানিয়ে কথা বলা হলে, তিনি বলেন দুর্নীতিবাজদের মুখোশ খুলে দিতে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুই পরিবারের বিবাদের জেরে আহত দুই মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই।। দুই প্রতিবেশী পরিবারের শিশুদের মধ্যে খেলাকে কেন্দ্র নিয়ে বাক-বিতণ্ডা জেরে হামলায় দুই মহিলা গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। আহতরা হলেন হাসিনা বেগম ও মাফিয়া খাতুন। তাদেরকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থা সঙ্কটজনক হয় সেখান থেকে তাদেরকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে তারা জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আক্রান্তদের পরিবারের তরফ থেকে অভিযোগ করা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রতিমা বিসর্জন করতে গিয়ে খোয়াই নদীর জলে তলিয়ে গেল এক কিশোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৮ জুলাই।। প্রতিমা বিসর্জন করতে গিয়ে খোয়াই নদীর জলে তলিয়ে গেল এক কিশোর। ঘটনা রবিবার দুপুর ২ টা নাগাদ তেলিয়ামুড়া থানাধীন জয়নগর এলাকায়। সংবাদে জানা যায়, গতকাল তথা শনিবার ছিল জয়নগরের বাসিন্দা টিংকু পালের বাড়িতে বিপদত্তারিনী পূজো। রবিবার বাড়ির সকলে মিলে জয়নগর ফরেস্ট অফিস সংলগ্ন এলাকায় খোয়াই নদীর জলে ভাসান দিতে আসে বাড়ির সকলের সঙ্গে টিংকু পালের ছেলে ১৬ বছরের অনির্বাণ পাল।

নদীতে নেমে পূজোর ঘট বিসর্জন দিয়ে আরো ৩ বন্ধুকে নিয়ে জল খেলতে খেলতে স্রোতের দিকে এগিয়ে যায়। নদীর স্রোতে নিজেদের সামলাতে না পেরে অনেকটা দূর চলে যাওয়ার পর এক জন কোনো প্রকারে পারে উঠতে সক্ষম হয়। অনির্বাণ সহ আরো এক যুবককে পার্শবর্তী বাড়ি থেকে এক যুবক তাদের দেখতে পেরে নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে এক জনকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। ততক্ষণে সাঁতার না জানায় অনির্বাণ মাথায় জলের তলায় দিয়ে ভেসে যেতে দেখতে পায় ওই যুবক। তার ধারণা ছিল একজনকে উদ্ধার করার পর অনির্বাণ কে উদ্ধার করতে নদীর জলে ঝাঁপ দেবে। কিন্তু ততক্ষণে নদীর জলের স্রোতে তলিয়ে যায় অনির্বাণ।

খোয়াই নদীতে তল্লাসী অভিযান। (ইনসেটে নিখোঁজ কিশোর অনির্বান পাল) ছবি নিজস্ব।

তাকে আর দেখা যায় নি তারপরও উদ্ধারকারী যুবক সহ এলাকার বেশ কিছু যুবক দীর্ঘক্ষণ যাবত তল্লাশি চালিয়ে ও খোঁজ পায়নি। খবর পাঠানো হয় তেলিয়ামুড়া দমকল বাহিনীকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক, মহাকুমা পুলিশ আধিকারিক সহ প্রশাসনের কর্তাব্যাক্তিরা। কিছু ক্ষণ সময় তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধারে ব্যার্থ হয়ে ফিরে যায় দমকল বাহিনী।

এরপরই খবর পাঠানো হয় টি.এস.আর ১২ নং ব্যাটিলিয়ানের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার টিমকে। প্রায় দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা সময় তল্লাশি চালিয়ে ও হদিশ পাওয়া যায়নি তলিয়ে যাওয়া যুবকের। এদিকে ঘটনার খবর জানতে পেরে এলাকার বিধায়িকা কল্যাণী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৬৭ ■ সংখ্যা ২৬৯ ■ ১৯ জুলাই ২০২১ ইং ■ ২ শ্রাবণ ■ সোমবার ■ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

দেশদ্রোহিতা আইন অপ্রাসঙ্গিক

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রণালয় প্রতিটি রাজ্য সরকার এবং রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশকদের নির্দেশ দিয়াছে ৬৬ (এ) ধারায় যেসব মামলা রয়েছে সেগুলো অভিলম্বে প্রত্যাহার করিয়াআ নেওয়ার জন্য।৬৬ (এ) আইটি অ্যাক্টে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের ব্যাপক সংখ্যক মামলা রহিয়াছে। এই মামলায় রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করিয়া সংবাদমাধ্যমের লোকজন সহ সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষজন নানাভাবে হয়রানির শিকার হইতেছেন। এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। ২০১৫ সালে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়াছিল ৬৬(এ) আইটি অ্যাক্টে যেসব মামলা রহিয়াছে সেগুলো বাতিল করিবার জন্য। কিন্তু বিভিন্ন রাজ্য এখনো এইসব মামলা বাতিল করেনি। সুপ্রিম কোর্ট পুনরায় এ বিষয়ে নির্দেশ জারি করিয়াছে। সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্দেশ দিয়াছে দ্রুত এসব মামলা প্রত্যাহার করিবার জন্য। সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রণালয় প্রতিটি রাজ্য সরকার এবং রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশকদের কাছে এই সংক্রান্ত নির্দেশনামা পাঠাইয়াছে। নির্দেশনায় বলা হইয়াছে, ৬৬ (এ) আইটি অ্যাক্টে গৃহীত মামলা প্রত্যাহার করিয়া নেওয়ার জন্য। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেও এই ধরনের মামলা রহিয়াছে। সাম্প্রতিককালে এ ধরনের মামলায় বিরোধী দলের বর্ষিয়ান নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রীরা হয়রানির শিকার হইয়াছেন। অথচ সুপ্রিম কোর্ট নির্দিষ্টভাবে বলিয়াছে সোশ্যাল মিডিয়ার অভিযোগ কাউকে গ্রেপ্তার করা যাইবে না। প্রাক্তন মন্ত্রী ভানু সাহা, প্রাক্তন সাংসদ জিতেন্দ্র চৌধুরী সহ অন্যান্য বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে এই ধারায় মামলা রহিয়াছে। তাহারা বিভিন্ন থানায় গিয়া হাজিরা দিতে বাধ্য হইতেছেন। দেশের সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা, নিরাপত্তা, ঐক্য ও সংস্কৃতির মতো গুরুতর বিষয়ে দেশ-বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত লিপ্ত হইলে রাষ্ট্রদ্রোহী আইন প্রয়োগ করা হইত। ব্রিটিশ সরকার এই আইন তৈরি করিয়াছিল। সরকারের বিরুদ্ধে লাগাতার কুৎসা ও ঘৃণা ছড়াইয়া জনমতকে খেপাইয়া তুলিবার বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা হিসাবে এই আইন প্রণয়ন হইয়াছিল। অথচ, আমাদের দেশে স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরও ব্রিটিশ আমলের সেই আইন পরিবর্তন হয় নাই। আইনের এমন ক্রমবর্ধমান 'অপব্যবহার' দেখিয়া রীতিমতো বিস্মিত সুপ্রিম কোর্ট।এইবার আইনটি থাকিবার যৌক্তিকতা নিয়াই প্রশ্ন তুলিয়াছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। আদালতের এই ভূমিকা অভিনন্দনযোগ্য। আতঙ্কিত মানুষকে ভরসাও জোগাইবে। এই সংক্রান্ত এক মামলায় দেশের প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ ছিল, সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলিলেই রাষ্ট্রদ্রোহ আইন প্রয়োগ করিয়া এর অপব্যবহারের সুযোগ রহিয়াছে। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরও ব্রিটিশের তৈরি এই ঔপনিবেশিক আইনের এখনও দরকার আছে কি না, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তাহা জানিতে চাহিয়াছে শীর্ষ আদালত। আদালতের এই প্রাসঙ্গিক পর্যবেক্ষণ যুক্তিযুক্ত। কারণ, এই আইনকে হাতিয়ার করিয়াই বারবার বিরোধীকণ্ঠ রোধ করিবার চেষ্টা হইতেছে। যদিও ইহার আগেও আদালত স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছে, সরকার-বিরোধী কথা বলা মানেই রাষ্ট্রদ্রোহ নয়।

নিজেদের সুবিধামতো এই আইনকে কাজে লাগাইতেছে বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের জব্দ করিতে। ইতিমধ্যেই রাষ্ট্রদ্রোহের মামলায় অভিযুক্ত হইয়া ঝাড়খণ্ডে আদিবাসীদের অধিকার আন্দোলনে যুক্ত - স্ট্যান স্বামী প্রায়াত হইয়াছেন।বিচারের অপব্যবহার করিবার জন্যই এই আইনটি তৈরি করিয়াছিল ব্রিটিশরা। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী , বালগঙ্গাধর তিলকের মতো দেশনেতাকেও দেশদ্রোহের মামলায় ফাঁসাইয়াছিল ইংরেজরা। বর্তমানে যেভাবে তথ্য-প্রযুক্তির ৬৬ (এ) ধারার অপব্যবহার হইতেছে, তাহা উদ্বেগের। একইরকমভাবে কোনও রাজনৈতিক দল বিরোধী দলের কণ্ঠরোধ করিবার জন্য দেশদ্রোহিতা আইনের অপব্যবহার করিতে পারে।' দেশদ্রোহিতা আইনের কী প্রয়োজন, সে ব্যাপারে কেন্দ্রের প্রতিক্রিয়া জানিতে চাহিয়াছে আদালত।

২৫ নয় ২৬ তারিখ দিল্লি সফরে যাচ্ছেন মমতা

কলকাতা, ১৭ জুলাই (হি. স.):২৫ নয় ২৬ জুলাই দিল্লি যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সবকিছু ঠিক থাকলে ওইদিন দিল্লিতে উড়ে যাবেন মমতা। তিনি আগেই সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছেন, ''প্রত্যেকবার ভোটে জিতেই দিল্লি যাই। সংসদ ভবনে অনেক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়। এবারে করোনার কারণে যাওয়া হয়নি। তবে আগামী সপ্তাহে যাব। পারলে প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির সঙ্গেও দেখা করব''। মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরসূচী বানচাল করতেই বিজেপি নেতারা ২৫ তারিখ দিল্লি গিয়ে রাষ্ট্রপতির দরবারে যেতে চাইছেন বলেও জানা যায়। তাই আচমকাই সফরসূচীতে একটু পরিবর্তন করলেন তৃণমূল নেত্রী। যেসময়ে দিল্লিতে ২০২৪-এর বিরোধী শিবিরের জোট পরিকল্পনার শলতে পাকানো হচ্ছে ঠিক তখনই মমতার এই দিল্লি সফর যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। প্রশান্ত কিশোরের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক হয়েছে শরদ পাওয়ারের, সদ্য রাহুল ও প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে একপ্রস্থ আলোচনা হয়েছে পিকের। দিল্লিতেই বসে বিরোধী শিবিরের মহাজোটের পরিকল্পনা রচনা হচ্ছে যখন তখনই হাজির থাকতে চলেছেন মমতা। গতকালই জানা যায়, দিল্লি সফরে মমতার সঙ্গে যেতে পারেন মুকুল রায়। আগে কিংবা পড়ে দিল্লিতে জাতীয় স্তরের নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় মমতার সঙ্গী হিসেবে থাকতে পারেন মুকুল রায়। ২২ তারিখ রাতেই দিল্লি যাচ্ছেন দলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দিল্লির ২১ শে জুলাই পালনের গুরুদায়িত্ব এবার তাঁর কাঁধে। অর্থাত ২০২৪ নিয়ে তৃণমূলের লড়াই স্পষ্ট, মোদিকে হটানো। আর মমতার দিল্লি যাত্রা সেটারই সূচনা করবে ২১ সাল থেকেই।জানা গিয়েছে, মমতার দিল্লি সফরে সাক্ষাত হতে পারে কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল-এর সঙ্গে। দেখা করতে পারেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধির সঙ্গেও। যদিও দিল্লি সফরের বিস্তারিত জানাতে নারাজ তৃণমূল নেত্রী থেকে দলের শীর্ষ নেতারা।

করোনায় মৃত্যুর পর সম্মান পেলেন ২ রেলকর্মী

কলকাতা, ১৭ জুলাই (হি. স.): সারা বছর আমজনতার জন্য কাজ করেছেন তাঁরা। করোনা আবহেও সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছেন। আর সেই লড়াই করতে করতেই মহামারীতে প্রাণ হারিয়েছেন। এবার তাঁদের সেই লড়াইকে কুর্নিশ জানাল রেল। অথচ সম্মান যাঁরা পেলেন তাঁরাই জানতে পারলেন না।কোভিড অকালে কেড়ে নিয়েছে এই রেলকর্মীদের প্রাণ। মৃত্যুর পরে ৬৫ ও ৬৬তম রেল সম্মান পেলেন বিনোদ প্রসাদ ও উচিত মণ্ডল নামের দুই রেলকর্মী। দু''জনেই হাওড়া ইলেট্রিক্যাল ইঞ্জিনয়ারিং বিভাগের কর্মী। শুক্রবার ও শনিবার হাওড়ার দু''দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে প্রায় ১৩০ জনকে কাজের দক্ষতার জন্য পুরষ্কৃত করা হল।যাঁদের মধ্যে এপ্রিল মাসে কোভিড আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন লোকাল ট্রেনের চালক বিনোদ প্রসাদ। দক্ষ ট্রেন পরিচালনার জন্য তাঁকে এই সম্মান দেওয়া হয়েছে। হাওড়ার ডিআরএম সুমিত নারুলা বলেন, ''কাজে ফাঁকি দেননি কখনও, কর্মজীবনে সামান্য দুর্ঘটনা ঘটেনি তাঁর চালিত ট্রেনে।'' অন্য মৃত কর্মী উচিত মণ্ডল শরীর খারাপ নিয়ে মে মাসে ভাগলপুরের বাড়ি ফেরার সময় ব্যান্ডেলে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে চুঁচুড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর মৃত বলে ঘোষণা করেন ডাক্তাররা। আরটিপিসিআর টেস্ট না হলেও কোভিড সন্দেহ করা হয়েছিল। রেলের তরফে জানানো হয়েছে, উচিত মণ্ডল জেনারেল অ্যাসিসট্যান্টের কর্মজীবনে ছুটি নেননি। সকাল ন''টা থেকে সন্ধে সাতটা পর্যন্ত কর্মস্থল থেকে সরতেন না। ডিআরএমের কথায়, ''কর্মজীবনে কখনও ফাঁকিবাজি করেননি। কাজের দক্ষতাই তাঁকে এক অন্য পরিচয় দিয়েছিল।

বরফের দেশে আগুনের সাম্রাজ্য

কৌশিক রায়

এ যেন কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন। দেশটির নামের মধ্যে হাড়কাঁপানো দাঁত-ঠকঠকানো বরফের শ্বেতশুভ্র পরশ, তবুও দেশটির তুষারবৃত শরীরে দিব্যি সাম্রাজ্য বানিয়ে বসে আছে বিশ্বের বেশ কয়েকটি সামনের সারির সক্রিয় আগ্নেয়গিরি। ইউরোপের উত্তর প্রান্তে, উত্তর মেরু বা আর্কটিক বৃত্তের তুহিন তেপান্তরকে ঘেঁষে থাকা, স্ক্যান্ডিনেভিয় ইউরোপের অন্যতম রাষ্ট্র আইসল্যান্ড সম্পর্কে এই কথা বলা যায়। নামে বরফের দেশ হলেও এই দেশের মাটিতে এখনও আগুনে লাভা গন্ধক আর বিষাক্ত ধোঁয়া উগরে চলেছে বেশ কয়েকটি জীবন্ত আগ্নেয়গিরি। ইতিালির ভিসুভিউস, এটানা, স্ত্রম্বোলি, মেক্সিকোর পারকুিতিন এবং পোপাকাতিপেতেল, ইন্দোনেশিয়ার মেরাপিও ব্রোমো, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের মাউন্ট সেন্ট হেলেনস্ অথবা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের মাউন্ট পিনাতোবা-র মতোই যে কোনও সময়েই পৃথিবীর জঠরের প্রাগৈতিহাসিক আগুনকে জ্বালামুখীর মধ্যে দিয়ে উগরে 'প্রলয় বিষাণ' বাজাতে পারে আইসল্যান্ডের এই বর্ণচোরা আগ্নেয়গিরিগুলি।

আইলস্যানেজর রাজধানীর শহর রিকিয়াভিক থেকে বেশ কিছুটা দূরে, আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যে অবস্থিত হেইমায়ি দ্বীপটি। ইন্দোনেশিয়ার জাভা দ্বীপে ক্রাশতোয়া আগ্নেয়গিরির দানবিক আস্ফালনের মতোই, ১৯৭৩ সালে আইসল্যান্ডের এই দ্বীপের ভেস্টামাইনেইয়ার আগ্নেয় পাহাড়টি হঠাৎই যেন তার বহু হাজার বছরের ঘুম থেকে মহাপ্রলয়ের নটরাজের মতো মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। প্রায় পাঁচ মাস ধরে চলেছিল এই আগ্নেয়গিরির দামালপণ্য। গন্ধকের ছাই আর লাভার স্রোতে, প্রায় ভিসুভিউসের পাদদেশে অবস্থিত পম্পেই আর হারকিউলেলিউম নগরী দুটির মতোই প্রায় চাপা পড়েছিল আইসল্যান্ডের এই হেইমায়ি দ্বীপটি। অজস্র ঘরবাড়িষ শস্যখে, অফিস-কাছারির পাশাপাশি এই আগ্নেয়গিরির উগরে দেওয়া গন্ধক-বিভূতির তলাতে চাপা পড়েছিল রেনেসাঁ ইতালির অমর চিত্রকর রাফায়েল সানিজও-র আঁকা, কৃষকমাতা রূপে অসামান্য মা মেরি বা মাদোন্নার শ্বেত পাথরের মূর্তিটি। অনেক চেষ্টা করে মূর্তিটিকে আবার স্বমহিমায় ফিরিয়ে এনেছেন হেইমায়ি দ্বীপের প্রায় হাজার দশেক কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবী বাসিন্দ। পাঁচ মাস ধরে আগ্নেয় তাণ্ডব চালানোর পর ভেস্টামানেইয়ার আগ্নেয়নিরিটির উচ্চতা আরও বেড়ে যায়। বিজ্ঞানীরা অবশ্য এই আগ্নেয়গিরিটির নতুন নাম গিয়ে আইসল্যান্ডিক ভাষাতে 'এল্ড্ফেল' বা 'আগুনে পাহাড়'। তাঁরা বলেছেন, বরফে ঢাকা দেশ হলেও গত একশো বছরে আইসল্যান্ডের ভূমিরূপ তৈরি করতে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা নিয়েছে বিভিন্ন আগ্নেয়গিরিতে ১৪ বারের অগ্ন্যৎগার। এল্ড্ফেল আগ্নেয়গিরিটিকে স্থানীয় মৎস্যজীবী মানুষরা নাম দিয়েছেন 'কার্কইয়ুফেল' বা 'গির্জার পাশের আগুনে পাহাড়'। কেননা ভেস্টামানেইয়ার আগ্নেয়গিরিটি অবস্থিত এই দেশে সামুদ্রিক দস্যু (নর্সমেন বা ভাইকিং) রূপে আগত জনগোষ্ঠীর প্রথম গড়ে তোলা গির্জার কাছে। অগ্ন্যৎপাতের প্রাবল্যের মতোই আজ থেকে শত শত বছর আগে আইসল্যান্ড কেঁপে উঠেছিল থোরভাল্ড এবং এরকি দ্য রেড-এর মতো ভয়াবহ ভাইকিং জলদস্যু অধিপতিদের রণহুঙ্কারে। সেই উদ্দাম প্রাণশক্তিই প্রবাহিত হচ্ছে আইসল্যান্ডের বেপরোয়া তুফান দরিয়াতে প্রাণ হাতে ভেসে পড়া, সিংহের মতো সোনালি চুল ও দাড়িযুক্ত মৎস্যজীবীদের শিরা ধমনীতে, পোড়খাওয়া পেশিবহুল শরীরে।

এল্ড্ফেল আগ্নেয়গিরির পাশে, অনেকটা তানজানিয়ার মাউন্ট কিলিমানজারো (চাঁদের পাহাড়) এবং ছোটনাগপুর মালভূমির মধ্যে অবস্থিত দলমা পাহাড়ের মতোই, প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগের সক্রিয় থাকা এবং বর্তমানে মৃত একটি অগ্নেয়গিরি আছে। তার নাম 'হেলগাফেল'। তবে আপাত শান্ত এই জ্বালামুখী অদূর ভবিষ্যতে আবার মাথা তুলতে পারে বলে সতর্ক করে দিয়েছেন। আগ্নেয়গিরি বিশারদ বা ভলক্যানোলজিস্টরা। আগ্নেয়গিরির জন্য অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে আইসল্যান্ডের সামুদ্রিক মাছ রফতানির করার লাভজনক বাণিজ্য। আইসল্যানেজর সমুদ্র তীরে ভয়াবহ অগ্ন্যুৎপাতের সঙ্গে ১০০ মাইল বেগে ঝোড়ো হাওয়া বয়েছে

অনেকবারই। এর ফলে এল্ড্ফেল পাহাড়ের ঢাল থেকে উড়ে আসা 'টেফ্রা' নামক আগ্নেয় শিলার টুকরোগুলি অনেক ঘরবাড়ি এবং মানুষের জীবনহানির কারণ হয়েছে। পাহাড়ের শরীরে থেকে যাতে এভাবে বিপজ্জনক পাথরের টুকরো উড়ে না আসে তারজন্য স্থানীয় মানুষরা আগ্নেয়গিরির গন্ধকমেশানো ছাই এবং মাটির মিশ্রণের ওপর প্রায় ৫০ টন ওজনের ঘাসের বীজ রোপণ করেছেন। তবে আইসল্যান্ডের জাতীয় সংসদ 'আলথিং' মনে করে, যদি এরকম আরও কয়েকটি অগ্ন্যুৎপাত হয়, তাহলে কম জনবসতি বিসিষ্ট এবং সীমাবদ্ধ অর্থনৈতিক কাঠানোযুক্ত এই দ্বীপরাষ্ট্রে, জনসাধারণের জীবনধারণ অনেকটাই বিপন্ন হয়ে পড়বে। ১৯৬৩ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত 'সার্টিসি' নামক আরেকটি আগ্নেয়গিরি বেশ কয়েকবার সক্রিয় হয়ে ওঠে। আইসল্যান্ডের ভলক্যানোলজিস্ট ডা. সিগুরডার থোরারিনসান জানিয়েছেন, এই আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে, প্রাগৈতিহাসিক মহাদেশীয় ভূখণ্ড গুলোর মতোই আইসল্যান্ডের সমুদ্রতলের ভূখণ্ডে চিড় ধরতে পারে। তৈরি হতে পারে আরও কয়েকটি নতুন দ্বীর, যেভাবে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি আগ্নেয়গিরি প্রবণ, অঞ্চল প্রশান্ত মহাসাগরের 'আগ্নেয় মেখলা'র মধ্যে নতুন দ্বীপগুলির সৃষ্টি হয়েছিল সমুদ্রের গভীরে এবং সমুদ্রতীরে আগ্নেয়গিরিগুলির লাভা হলাহল উদ্গীরণের ফলে।

ইতিমধ্যেই আইসল্যান্ডের বেশ কয়েকটি স্থানের মাটিতে, উত্তর-পূর্ব দিক থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ফাটল বা চ্যুতি লক্ষ্য করা গেছে। এই রাষ্ট্রে ভূপ্রকৃতি অনেকটাই প্রভাবিত করেছিল ১৭৮৩ সালে গর্জে ওঠা 'লায়কি' আগ্নেয় পাহাড়টি। এই পাহাড়টির জ্বালামুখী থেকে বেরনো লাভাস্রোত, প্রায় ৬৫ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই আগ্নেয়গিরির তাণ্ডবে এইরিয়ারবাস্কি নামক একটি শহর প্রায় শ্মশানে পরিণত হয়। আগ্নেয়গিরি বিধ্বস্ত আইসল্যান্ডের বন্ধুর, লাভাঘটিত ভূমিরূপ, দেশবিদেশের অনেক চিত্রকর, পর্যটক এবং আলোকচিত্রীকে আকৃষ্ট করেছে। তবু স্থানীয় বাসিন্দারা সবসময় ভয় ও আশঙ্কার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন, যদি আবার আগ্নেয়গিরিরা তাঁদের জীবনে মূর্তিমান দু-স্বপ্ন হয়ে দেখা দেয়। তবে উত্তপ্ত টেফ্রা পাথরের স্তরের ওপর গমের বীজ ফেলে তাঁরা দেখেছেন, সেই বীজ থেকে গমের চারাগাছ বেরোচ্ছে। টেফ্রার মধ্যে কিছু জৈব সার মেশালে বিভিন্ন ফসলের ফলন কিছুটা বাড়বে বলে জানিয়েছেন আইসল্যান্ডের কৃষিবিজ্ঞানীরা। আইসল্যান্ডের আইসল্যান্ডের নির্জন ওয়েস্টমান দ্বীপে প্রাণের স্পন্দন হিসেবে সাদা-কালো পালকের সামুদ্রিক পাফিন পাখিরা, লাভাঘটিত ভূমিরূপের ওফর বাসাও তৈরি করছে। লাভাস্তরের ওপর জমে ওঠা ওই পাখিদের বি,টা এবং মস জাতীয় উদ্ভিদ, ঘাসের সবুজ আস্তরণ গজাতে সাহায্য করছে ওয়েস্টমান দ্বীপে।

আইসল্যান্ডের মানুষজন, বর্তমানে 'সবচেয়ে অবাধ্য' যে আগ্নেয়গিরিটির দিকে দুরুদুরু বুকে চেয়ে রয়েছেন হিমবাহযুক্ত এবং ১৬৫১ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট সেই আগ্নেয় পাহাড়টির নাম হল 'ইইয়াফিযাল্লাইযোকুল' (আইসল্যান্ডীয় ভাষায় 'দ্বীপের আগুনে বরফ পাহাড়' । মাউন্ট ফুজিয়ামা ইইয়াফিয়াল্লাইয়োকুল' জ্বালামুখীটির মাথা প্রায় ১০০ বর্গ কিলোমিটারের মতো বরফের পুরু ঘোমটা দিয়ে ঢাকা। এই বরফের চাদর থেকেই তৈরি হয়েছে 'জিজওকুল', 'লোয়েনিড' এবং 'স্টাইনহোলটসোলোন'-এর মতো হিমবাহ বা গ্লেসিয়ারগুলি। ২০১০ সালের ১৪ এপ্রিল এই 'স্ট্র্যাটোভিলক্যানো' গোত্রের আগ্নেয়গিরিটির তিনটি শৃঙ্গ লুওয়াস্টেইনিন, হাসানডার এবং গোডাস্টাইন থেকে উপর্যুপরি অগ্ন্যাৎপাত হওয়া শুরু হয়। গন্ধক, ছাই আর বাষ্পের ফলে সূর্যের মুখ দেখা প্রায় বন্ধ হয়ে যায় আইসল্যান্ডবাসীদের। দেশটির ভূত্বকের গঠনের পরিবর্তনও হয় এই অগ্ন্যাৎগারের ফলে। ছোট বড় প্রায় ৩০০০ ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে আইসল্যান্ড। সমুদ্রবিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, মধ্য আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশে মহাদেশীয় ভূখণ্ডের যে খাঁজ বা শিরা আছে, সেখান থেকেই উৎপত্তি ঘটেছে, ইইয়াফিয়াল্লাইয়োকুল এবং তার সতীর্থ 'কাটলা' নামক আগ্নেয় পর্বতটির। তাঁজের হিসেবমতো আনুমানিক ৯২০ ও ১৬১২ সালেও আগুন উগরেছিল ইইয়াফিয়াল্লাইয়োকুল। ১৮২১ সালে আরও একবার অগ্ন্যাৎপাত ঘটে এই পাহাড়ে। সেই আগুনের ধোঁয়ার সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল গবাদি পশু ও মানুষের হাড়েণ ক্যালাসিয়াম উপাদানটির চরম ক্ষতি করতে সক্ষম 'ফ্লুওরাইড' নামক রাসায়নিকটি। বেশ কয়েকদিন ধরে চলা এই অগ্ন্যৎপাতের ফলে হিমবাহগুলির বরফ গলে গিয়ে মিশে যায় নিকবর্তী মারকারফ্রিইয়োট এবং হোলটসা নদীদুটিতে। পলে জলস্ফীতি হয়ে নদী দুটিতে বন্যা দেখা দেয়। ১৮২২ সালেও অগ্ন্যৎপাত হয় এই পাহাড়টিতে। তার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় উত্তর দিকে অবস্থিত আইয়াফিওরার এবং সেলটজারনারনেস নামক জনপদগুলি। ইইয়াফিয়াল্লাইয়োকুল আগ্নেয়গিরিটি বরফ গলে যে প্রবল বন্যা (স্থানীয় ভাষায় 'ইয়োকুলহালেউপ')-র সৃষ্টি হয়েছিল, তার সঙ্গে উত্তরাখণ্ডের রামগঙ্গা এবং ঋষিগঙ্গা নদীতে দেখা দেওয়া হড়পা বানের তুলনা করা যেতে পারে। বর্তমানে অবশ্য বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, ইইয়াফিযাল্লাইযোকুল আগ্নেয়গিরিটি সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে। তবে স্ক্যান্ডিনেবীয় পুরাণে বর্ণিত দুষ্ট দৈত্যরাজ উটগারো লোকি-র মতো আবার যে সে কখন মাথা তুলে তার কোনও ঠিকঠিকানা নেই। তখন আবারও হয়ও আই,ল্যান্ডের শান্ত, শুভ্র বরফপুরীতে শুরু হবে অগ্নিদেবের তাণ্ডব নৃত্য।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

প্রযুক্তি সভ্যতা, নাকি মানব সভ্যতা

দীপিকা ঘোষ

> নাগরিক সভ্যতার বিশেষত্ব হল, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চেতনা। নাগরিক মানুষ চারপাশের পারিপার্শ্বিকতা এবং নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন ও বুদ্ধিদীপ্ত। সাধারণভাবেও মানবচরিত্রের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা, অন্যের সঙ্গে নিজের তুলনা এবং নিজের অস্তিত্ব প্রদর্শন করা। এক্ষেত্রে সোশ্যাল মিডিয়াগুলো বিভিন্ন ক্যাটাগরির, বিভিন্ন মানসিকতার ব্যক্তিসত্তা তুলে ধরার অবধারিত প্ল্যাটফর্ম।

আধুনিক মানুষের জীবন প্রযুক্তিনির্ভর। জীবনের অফুরান প্রয়োজন ক্রামাগত পূর্ণ করার সীমাহীন তার অবদান। একদিন যে বাঞ্ছিত বিষয়গুলো ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিল, স্বপ্ন পনে করা হতো যাদের প্রযুক্তি কল্যাণে তাদের অস্তিত্ব আজ সম্পূর্ণ বাস্তব। বুদ্ধিমান মানুষ জীবনের বিরতিহীন প্রয়োজনে নতুন নতুন টেকনোলজি আবিষ্কাদের মাধ্যমে স্বপ্নকে বাস্তব করে তুলছে বিরামহীনভাবে। এককালের রেডিও, টেলিভিশন, হেয়ারিং ইমপ্ল্যান্টের পরে এখন স্মার্টফোন, ট্যাবলেট, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, গাড়ির জিপিএস সহ হাজারো বিস্ময়কর আবিষ্কার তাই দ্রুত বদলে দিচ্ছে সব্যতার ইতিহাস। বর্তমান পৃথিবীর একচ্ছত্র রূপকার একুশ শতকের ডিজিটাল টেকনোলজি। ব্যাঙ্কিং সিস্টেম থেকে এডুকেশনের অগ্রগতিতে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের আবিষ্কারে, কৃষি উন্নয়ন থেকে সুনির্ভর যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে বর্তমান শতাব্দীর নিতাসহচর সে, তার মানে এই নয়, এর আগে প্রযুক্তির সমাদর ছিল না। সব্যতার উষাকাল থেকেই প্রযুক্তি মানুষের সৃষ্টিকর্মের অবিচ্ছিন্ন অংশ। কিন্তু ২০২১ সালে দাঁড়িয়ে যদি পঞ্চাশ বছর আগের পৃথিবীতে ফিরে যাওয়া যায় তাহলে বলতে হয়, একুশের প্রযুক্তিসভ্যতা বড় দ্রুত বদলে দিচ্ছে মানুষের পৃথিবীকে। সে বদলের ইতিবাচক দিক যতই আকর্ষণীয় কিংবা গ্রহণীয় হোক না কেন, নেতিবাচক দিকটাও ভাবিয়ে তুলথে সমাজদর্শীদের।

তাঁদের মতে—এখন সেই সময় উপস্থিত যখন গভীরভাবে বিবেচনা করার সময় এসেছে কোন ধরনের প্রযুক্তি আবিষ্কার করা উচিত এবং তার ব্যবহার কোথায়, কিভাবে, কতটুকু হওয়া প্রয়োজন। কারণ ডিজিটাল টেকনোলজি কেবল অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিংবা পার্থিব জীবনের সব ধরনের চাহিদা পূরণের কাজে নয়, মানব সমাজের বিভাজন সৃষ্টিতে, নৈতিক স্খলনে, যুদ্ধ ঘনিয়ে তোলার উদ্দীপনায়, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে ধ্বংস করার অস্ত্র হিসেবেও নির্বিচারে ব্যবহৃত হচ্ছে উন্নয়নশীল এবং উন্নত দেশগুলোতে।

একুশ শতকের মানবসমাজ এবং প্রযুক্তি সমান্তরাল চলতে গিয়ে অনেক সম্ভাবনার দ্বার যেমন খুলে দিয়েছে,তেমনি উভয়েই এমন একটি পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে সমস্যা এবং সংকট তীব্রভাবে ঘনীভূত। অবশ্য এ কথা ঠিক, বর্তমান শতাব্দীর মানুষ দৈনন্দিন জীবনে ব্যাষ্টিগত ও সমষ্টিগতভাবে (প্রফেশন্যাল এবং পার্সোন্যাল, দু'ক্ষেত্রেই) এখন প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল। ডিজিটাল টেকনোলজির প্রভাব সর্বত্রই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। কারণ প্রযুক্তির ইতিবাচক দিক মানেই আরও বেশি শিল্পোন্নয়ন। আরও বেশি জবমার্কেট সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা। জনসংখ্যা দ্রুত বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও দারিদ্রবিমোচনের সমভাবনা। পাশাপাশি সব বিষয়ে জ্ঞানচর্চার প্রসারণ। পারস্পরিক জানাশোনা। দেশ থেকে দেশান্তরে যোগাযোগের মাধ্যমে জাতীয়তাবোধের সীমানা ছেড়ে বৃহত্তর আন্তর্জাতিকতায় পৌঁছে যাওয়া। একুশের প্রযুক্তি মানেই ব্যাপক বিশ্বায়ন। ডিজিটাল টেকনোলজির মতো এখানেও তাই ঘটে চলেছে ডিজিটাল বিপ্লব। ফলাফল, অধিক সংখ্যাক মানুষের মনে বিশ্বায়নের উপলব্ধি। অর্থাৎ স্বদেশভূমির গণ্ডী পেরিয়ে সব দেশের মহামিলনে একট অখণ্ড বিশ্বের জন্ম নেয়। কিন্তু বিশ্বায়ন কি সত্যিই আধুনিক প্রযুক্তির সৃষ্টি? বিশ্বায়নের ধারণা কি কেবল একুশ শতকেরই বাস্তবতা? বিশ্বায়নের ধারণা নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ যেমনই থাক বাস্তবতা হলো, মানবসব্যতায় কোনো না কোনোভাবে বিশ্বায়নের স্রোত বয়ে চলেছে শতসহস্র বছর ধরেই। সেটা কখনো হয়েছে সভ্যতাসংস্কৃতির আদান প্রদানে। কখনো ব্যবসা বাণিজ্যের পথ ধরে। আবার কখনো তা স্থান হতে স্থানান্তরে, দেশ হতে দেশান্তরে মানবজাতির মাইগ্রেশনে। যদিও আজকের মতো তার প্রভাব এতটা সর্বগ্রাসী ছিল না জনসংখ্যার আকার ছোট থাকার কারণে। থার পরিসর নিতান্তই সীমাবদ্ধ ছিল সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকায়। কিন্তু বর্তমান প্রযুক্তির মাধ্যমে যে বিশ্বায়ন, মানবসভ্যতার তার ব্যাপকতা বিরাট হওয়ায় ভালো মন্দের দুই প্রভাবই সীমাহীন। যেমন, এর ফলে এক রাষ্ট্রে সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রে ব্যবসায়িক প্রক্রিয়ার কাজ সহজসাধ্য হয়েছে। অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জন এবং এডুকেশন সিস্টেম উন্নত করার সুযোগ বেড়েছে। নানাভাবে। বিভিন্ন ধরনের ক্রিমিন্যাল অর্গানাইজেশনকে ডিটেক্ট করার সম্ভবনা বাড়ায় অনেক অপরাধ সংগঠনকে প্রতিরোধ করা যাচ্ছে। এমনকি আঙ্গুলের ছাপ এবং ডিএনএ স্টেট দ্বারা অপরাধী চিহ্নিতকরণের কারণে বিচার প্রক্রিয়াও অনেক বেশি শহজ আজ। কিন্তু পাশাপাশি সেই সঙ্গেই প্রযুক্তি সব্যতা নাগরিক সব্যতার জটিল চেহারাকেও ছড়িয়ে দিচ্ছে পৃথিবীজুড়ে।

নাগরিক সব্যতার বিশেষত্ব হল, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চেতনা। নাগরিক মানুষ চারপাশের পারিপার্শ্বিকতা এবং নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন ও বুদ্ধিদীপ্ত। সাধারণভাবেও মানবচরিত্রের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা, অন্যের সঙ্গে নিজের তুলনা এবং নিজের অস্তিত্ব প্রদর্শন করা। এক্ষেত্রে সোশ্যাল মিডিয়াগুলো বিভিন্ন ক্যাটাগরির, বিভিন্ন মানসিকতার ব্যক্তিসত্তা তুলে ধরার অবধারিত প্ল্যাটপর্ম। যে কারণে কিশোর থেকে তরুণ, যুবক থেকে প্রবীণ সবারই ব্যক্তিস্বতন্ত্রের চেতনা, নিজেকে জাহির করার অহংবোধ ক্রমেই প্রবল থেকে প্রবলতার। এই ভার্চুয়াল জীবন যে বাস্তব জীবন নয়, সে সম্পর্কে বিবেচনা না করেই অপ্রয়োজনকেও প্রয়োজন বলে ভাবছে মানুষ। গণতন্ত্রের ধারণায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের মূল্যায়ণ অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু পরিস্থিতি জটিল করে তোলায় তুলনাহীন। সোশ্যাল মিডিয়ায় অবারিত ব্যবহার সাইবার ক্রাইমের সংখ্যাও বাড়াচ্ছে। যেমন আইডেনটিটি চুরি এর ব্যাঙ্কের অর্থ হাতিয়ে নেওয়া। নিথ্যে সংবাদ ছড়িয়ে দিয়ে জঙ্গিবাদকে উস্কে দেওয়া। ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করে অন্যের প্রাইভেসি নষ্ট করা। পর্ণোগ্রাফিতে আসক্ত করে কিশোর, তরুণদের নীতিহীন ও উচ্ছৃঙ্খল করে তোলা, ইত্যাদি। ইত্যাদি। প্রযুক্তির অতি ব্যবহারে পরিবেশ দূষণ, জল দূষণ, বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণ সহ বৈশ্বির উষ্ণতা বেড়ে যাওয়ায় পৃথিবর জলবায়ুও অপ্রতিহত গতিতে পরিবর্তিত হচ্ছে। ডিজাটন টেকনোলজি রাজনীতিকেও ক্যাপচার করতে ছাড়ছে না। তাতে সবকিছুই পলিটিসাইজড হয়ে যাচ্ছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এবং উচ্চাশা থেকে গণমাধ্যমকে ইচ্ছেমতো তথাসরবরাহের প্রচারযন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে বদলে ফেলায় রাজনৈতিক পলিসিতেই যে কেবল দূষণের মাত্রা বাড়ছে তাই নয়। গণতান্ত্রিক রীতিনীতি বাধাগ্রস্ত হওয়ায় গণনীতি, জনসমাজ, জনমানসসহ সব ক্ষেত্রেই বিভাজানের মাত্রা চরম সীমায় পৌঁছে যাচ্ছে। প্রযুক্তির ওপর অতি নির্ভরতা সংসার, সমাজ রাষ্ট্র, বিশ্ব, সবকিছুকেতই ক্রমাগত জটিল করে তুলছে। এক্ষেত্রে ব্রাড স্মিথের মন্তব্য। কিন্তু এখনো অবধি বাস্তবে সেটা ঘটছে কি? বর্তমান শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা এবং অবদানকে খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। কিন্তু প্রয়োজন ছাড়া বহুক্ষেত্রেই অপ্রয়োজনে টেকনোলজির ওপর যে আসক্তি ও নির্ভরতা, তার দিকে এখনই সচেতন না হলে এককভাবে প্রযুক্তিই হয়তো অতিক্রম করে যাবে মানুষকে। মানুষ নয়, ভবিষ্যতে সুপার ডিজিটাল টেকনোলজিই নিয়ন্ত্রণ করবে মানুষের অস্তিত্ব।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

অসুস্থ পাথারকান্দির প্রাক্তন বিধায়ক মণিলাল, গুয়াহাটির হাসপাতালে শারীরিক খোঁজ নিলেন কৃষ্ণেন্দু

গুয়াহাটি, ১৮ জুলাই (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দির বিধানসভা আসনের তিনবারের প্রাক্তন বিধায়ক তথা কংগ্রেস নেতা মণিলাল গোয়ালা গুরুতর অসুস্থ। বছর ৭৮-এর মণিলাল গোয়ালার স্বাস্থ্যের খোঁজ নিতে স্থানীয় বেসরকারি অ্যাপলো হাসপাতালে ছুটে যান পাথারকান্দির বর্তমান বিধায়ক বিজেপি নেতা কৃষ্ণেন্দু পাল।

হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসকের কাছ থেকে প্রাক্তনের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিয়ে তাঁর চিকিৎসায় যাতে কোনও ধরনের খামতি না থাকে সে ব্যাপারে আহ্বান জানান বর্তমান বিধায়ক। পরে প্রাক্তন বিধায়ক তথা প্রাক্তন সংসদীয় সচিবের সঙ্গে দেখা করে তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন কৃষ্ণেন্দু। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকের উদ্ধৃতি দিয়ে কৃষ্ণেন্দু পাল জানান, মণিলালবাবু চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন। ধীরে ধীরে তাঁর শারীরিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে।

উল্লেখ্য, গত সোমবার হঠাৎ করে শারীরিক অসুস্থতা বোধ করলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে শিলচরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে তাঁর হার্ট ও লিভারে সমস্যা থাকায় উন্নত চিকিৎসার জন্য গত বৃহস্পতিবার তাঁকে গুয়াহাটিতে এনে অ্যাপলো হাসপাতালে ভরতি করা হয়। এখানে ডাক্তাররা তাঁর শারীরিক অবস্থার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রথমে আইসিইউতে ভরতি করেন। হিন্দুস্থান সমাচার / অমল / অরবিন্দ

হাইতিতে ফিরলেন নিহত প্রেসিডেন্ট ময়িসের স্ত্রী

হাইতির নিহত প্রেসিডেন্ট জোভেনেল ময়িসের স্ত্রী মার্টিন ময়িস স্বামীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে দেশে ফিরেছেন।৭ জুলাই ভোররাতে তাদের ব্যক্তিগত বাসভবনে হামলার সময় মার্টিন গুরুতর আহত হয়েছিলেন, তারপর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামিতে চিকিৎসারত ছিলেন তিনি।ওই রাতে স্বয়ংক্রিয় রাইফেলধারী হামলাকারীরা ময়িসকে তার পোর্ট-অ-প্রিন্সের বাড়িতে নিজের শয়নকক্ষের ভেতরে গুলি করে হত্যা করে। এতে আগে থেকেই দাঙ্গা, বিক্ষোভে অস্থিরতার মধ্যে থাকা হাইতি গভীর সংকটে পড়ে।অনিশ্চয়তার মুখে পড়া দেশটি প্রেসিডেন্টকে হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িতদের শনাক্ত করতে উন্মত্তের মতো তদন্ত শুরু করে বলে মন্তব্য করেছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। শনিবার হাইতির রাজধানী পোর্ট-অ-প্রিন্সের তুঁসা ল্যুভারচু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মার্টিন ময়িসের ফিরে আসার একটি ভিডিও টুইট করেছে দেশটির প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর।এতে দেখা যায় পুরো কালো পোশাক পরা, উপরে একটি বুলেট প্রুফ ভেস্ট চাপানো ও জখম হাত একটি স্ট্রাইপের মধ্যে ঝুলিয়ে বিমান থেকে নেমে আসছেন মার্টিন। বিমানবন্দরে হাইতির ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী ক্লদ যোশেফ তাকে স্বাগত জানান।প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর বলেছে, “প্রধানমন্ত্রী ডাঃ ক্লদ যোশেফ ফার্স লেডি মার্টিন ময়িসকে স্বাগত জানিয়েছেন, তিনি তার তার স্বামীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে হাইতিতে এসেছেন।”গত সপ্তাহের মাঝামাঝি মায়ামি থেকে এক টুইটে মার্টিন জানিয়েছিলেন, তিনি এখনও তার স্বামীর হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি মেনে নিতে পারছেন না। এই ভয়ঙ্কর সময়ে ‘যেসব অভিভাবক তুল্য দেবদূতের দল’ তাকে সাহায্য করেছিল টুইটে তাদের ধন্যবাদ দিয়েছেন তিনি।ময়িস হত্যাকাণ্ডের মিশনে ২৬ কলম্বিয়ান ও দুই হাইতিয়ান মার্কিন নাগরিক ছিলেন বলে হাইতির কর্তৃপক্ষগুলো জানিয়েছে। ঘটনার পর হত্যাকারী দলের ১৮ জন কলম্বিয়ান ও দুই হাইতিয়ান-মার্কিনকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়, পাঁচ জন কলম্বিয়ান এখনো পালিয়ে আছেন আর তিন জন নিহত হয়েছেন।

নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বৃদ্ধি নিয়ে গরফায় মিছিল বামেদের

কলকাতা, ১৮ জুলাই (হি. স.): করোনা আবহের মাঝেই প্রতিনিয়ত বাড়ছে সবজির দাম। শুধু সবজির দামই না প্রতিনিয়ত বাড়ছে পেট্রোল ডিজেল থেকে জ্বালানি গ্যাসের দাম। বর্তমানের কঠিন পরিস্থিতিতে জিনিসপত্রের দাম বাড়ায় কপালে ভাঁজ সাধারণ মানুষের। এবার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বৃদ্ধি নিয়ে প্রতিবাদে পথে বামেরা। রবিবার নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে গরফায় মিছিল বামেদের।করোনা হানা কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না শহরবাসীর। এই পরিস্থিতির মাঝেই প্রতিনিয়ত দাম বাড়ছে সবজি থেকে মাছ মাংস ডিমের। এমনকি অগ্নিমূল্য পেট্রোল-ডিজেলের দাম। এদিন ডিজেলের দাম সারা দেশে ১৩ থেকে ১৮ পয়সা বেড়েছে। কলকাতাতে এদিন পেট্রোলের দাম যাচ্ছে ১০২.০৮ টাকা। অন্যদিকে, ডিজেলের দাম লিটার প্রতি রয়েছে ৯৩.০২ টাকা। পেট্রোল ডিজেল গ্যাসের অতিরিক্ত দাম সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে গরফা থেকে মুকুন্দপুর পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল করে বামেরা। এই মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন বাম পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তী। হিন্দুস্থান সমাচার/ পায়েল

ডিলারশিপ নিতে গিয়ে কয়েক লক্ষ টাকার প্রতারণার শিকার দমদমের বাসিন্দা

কলকাতা, ১৭ জুলাই (হি. স.): করোনা হানায় নাস্তানাবুদ শহরবাসী। কিন্তু এই পরিস্থিতির মাঝেই ক্রমাগত শহর জুড়ে বাড়ছে জালিয়াতদের জালিয়াতি। কিছু দিন আগেই কসবার জাল ভ্যাকসিন কান্ড নাড়িয়ে দিয়েছে শহরবাসীকে। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই রবিবার ডিলারশিপ নিতে গিয়ে কয়েক লক্ষ টাকার প্রতারণার অভিযোগ। প্রতারণার শিকার দমদমের বাসিন্দা। ক্রমাগত শহরজুড়ে ভ্যাকসিন থেকে স্যানিটাইজার এমনকি নীল বাতি সবকিছু নিয়ে চলছে প্রতারণার অভিযোগ। ইতিমধ্যেই শহরবাসীকে প্রতারকের হাত থেকে রক্ষা করতে অত্যন্ত তৎপর কলকাতা পুলিশ। কিন্তু এরই মাঝে অভিযোগ উঠেছে, ডিলারশিপ নিতে গিয়ে প্রতারণা করা হয়েছে। অভিযোগ তার কাছ থেকে প্রতারক বেশকিছু অঙ্কের টাকা দাবি করে বিভিন্ন ক্ষেপে। কয়েক লক্ষ টাকা ওই ব্যক্তির কাছ থেকে জালিয়াতরা হাতিয়ে নেওয়ার পর অভিযোগ ওঠে তার কাছে কোনও রকম জিনিসপত্র পাঠানো হয়নি। এরপরেই ওই ব্যক্তি বুঝতে পারে তার সাথে জালিয়াতি হচ্ছে। ওই ব্যক্তি দমদম থানায় অভিযোগ দায়ের করে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে দমদম থানার পুলিশ। হিন্দুস্থান সমাচার / পায়েল

রবিবারের সকালেও অত্যন্ত আশঙ্কাজনক সাধন পাণ্ডে

কলকাতা, ১৮ জুলাই (হি.স.) : অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থা রাজ্যের ক্রেতাসুরক্ষা মন্ত্রী সাধন পাণ্ডের। তাঁকে সম্পূর্ণ ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছে। ফুসফুসের অবস্থাও জটিল হয়ে উঠেছে তাঁর। হাসপাতাল সূত্রে খবর, রবিবার সকাল পর্যন্তও প্রবীণ এই রাজনীতিকের শারীরিক পরিস্থিতির কোনও উন্নতি হয়নি। বরং তাঁর পরিস্থিতি অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হয়ে উঠেছে। বাইপাসের ধারের হাসপাতাল সূত্রে খবর, সম্পূর্ণ ভেন্টিলেশনে রয়েছেন তিনি। শুক্রবার প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় বাইপাসের ধারে এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল তাঁকে।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, চিকিৎসক নবারুণ রায়ের তত্বাবধানে তাঁর চিকিৎসা চলছে। শ্বাসকষ্ট, কাশির তো ছিলই, একইসঙ্গে অস্বাভাবিক রক্তচাপের সমস্যাও দেখা দিয়েছে তাঁর। হার্টবিটও বেড়ে গিয়েছে অনেকটাই। হৃদস্পন্দনও অনিয়মিত হয়ে পড়েছে তাঁর। একইসঙ্গে ব্রেনেও অত্যন্ত প্রভাব পড়েছে প্রবীণ মন্ত্রীর। এই পরিস্থিতিকে চিকিৎসকরা বলছেন, ব্রেন এন্সেফালোপ্যাথি। যদিও পরিবার কোনও কিছুই এই বিষয়ে বলতে চাইছে না এখনও। মুখে কুলুপ এঁটেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও।

বিমানে বোমাতঙ্কের জেরে আতঙ্কিত যাত্রীরা

কলকাতা, ১৮ জুলাই (হি.স.) : দমদম বিমানবন্দরে বোমাতঙ্ক। রবিবার সকালের সতর্কতা জারি হওয়ায় আতঙ্কিত যাত্রীরা। বিমানে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। তবে এখনও কিছুই উদ্ধার হয়নি।

বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সকাল ৬টা ৫০ মিনিট নাগাদ দমদম বিমানবন্দরে একটি অজানা নম্বর থেকে ফোন আসে। তাতেই জানানো হয় দুবাই থেকে কলকাতায় আসা ফ্লাই এমিররেটসের একটি বিমানে বোমা রয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে সে খবর চাউড় হয়ে যায়। বাড়ানো হয় নিরাপত্তা। ইতিমধ্যেই সকাল ৮টা ১০ মিনিট নাগাদ দুবাই থেকে আসা বিমানটি দমদম বিমানবন্দরে পৌঁছয়। ৮টা ৪০ মিনিট নাগাদ আবার বিমানটির আবার ফিরে যাওয়ার কথা ছিল। তবে বোমাতঙ্কের জেরে অবতরণের পরই তাতে তল্লাশি শুরু হয়। সে কারণে আবার দুবাই উড়ে যেতে পারেনি বিমানটি। এখনও পর্যন্ত তল্লাশি অভিযানে কিছুই উদ্ধার হয়নি। আদৌ বিমানে কিছু রয়েছে নাকি নিছক মজা করতে কেউ এই কাণ্ড ঘটিয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

অ্যাপ ক্যাবে যাত্রীকে মারধর করে লুঠের অভিযোগ নরেন্দ্রপুরে

কলকাতা, ১৭ জুলাই (হি. স.): করণা আবহে বর্তমানে বন্ধ রয়েছে লোকাল ট্রেন পরিষেবা। কিন্তু অপরদিকে যাত্রীদের সুবিধার্থে চলছে বাস, মেট্রো, অ্যাপ ক্যাব। তবে, এখন প্রশ্ন উঠছে অ্যাপ ক্যাবে যাতায়াত করাও কতটা সুরক্ষিত তা নিয়ে। এবার অ্যাপ ক্যাবে যাত্রীকে মারধর করে লুঠের অভিযোগ ক্যাব চালকের বিরুদ্ধে। রবিবার নরেন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের যাত্রীর।

অভিযোগ উঠেছে, শনিবার রাতে বাঁশদ্রোণী এলাকার বাসিন্দা এক ব্যাক্তি রুবি এলাকা থেকে অ্যাপ ক্যাবে উঠেছিল। কিন্তু ওই ছাত্রীর অভিযোগ ক্যাবটি নরেন্দ্রপুরের খেয়াদহ এলাকায় আসলে ক্যাব চালকসহ তার আরও দুই সঙ্গীর ওই ব্যাক্তিকে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। তার কাছে থাকা ফোন, ল্যাপটপ কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এরপরে ক্যাবটি পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ যুবকের। স্থানীয়রাই ব্যাক্তিকে উদ্ধার করে তার বাড়িতে পৌঁছে দেয়। এরপর রবিবার নরেন্দ্রপুর থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন ওই ব্যাক্তি। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ।

অগ্নিমূল্য পেট্রোল ডিজেল, সুকিয়া স্ট্রিটে ঘোড়ার গাড়ি টেনে প্রতিবাদ

কলকাতা, ১৮ জুলাই (হি. স.): করোনা অবহের মাঝেই তড়তড়িয়ে বাড়ছে জ্বালানির দাম। অগ্নিমূল্য পেট্রোল ডিজেল। এরই মাঝে রবিবার পেট্রোল-ডিজেলের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে পথে নাগরিক সমাজ। পেট্রোল-ডিজেলের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদ জানিয়ে ঘোড়ায় টানা গাড়ি টেনে অভিনব প্রতিবাদ প্রতিবাদকারীদের।

একেই করোনা আবহে বর্তমানে লকডাউন চলছে রাজ্য জুড়ে। তারই মাঝে প্রতিদিন আকাশছোঁয়া পেট্রোল-ডিজেলের দাম।

এদিন ডিজেলের দাম সারা দেশে ১৩ থেকে ১৮ পয়সা বেড়েছে। কলকাতাতে এদিন পেট্রোলের দাম যাচ্ছে ১০২.০৮ টাকা। অন্যদিকে, ডিজেলের দাম লিটার প্রতি রয়েছে ৯৩.০২ টাকা। এই প্রবল পরিমাণে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বাড়তে থাকায় কপালের ভাঁজ পড়েছে সকলের। পেট্রোল ডিজেল গ্যাসের অতিরিক্ত দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে প্রতিনিয়ত পথে নামছে রাজনৈতিক দলগুলি। এরই মাঝে এদিন অগ্নিমূল্য জ্বালানি, পেট্রোল-ডিজেলের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে সুকিয়া স্ট্রিটে বিক্ষোভ দেখায় নাগরিক সমাজ। সাধারণ গাড়ির সামনে ঘোড়া চালিয়ে সেই গাড়ি টেনে দেখানো হয় প্রতিবাদ।

গল্ফ গ্রিনে ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যু মহিলার

কলকাতা, ১৮ জুলাই (হি. স.) : একেই করোনা হানা কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না শহরবাসীর। প্রতিনিয়ত আতঙ্ক বাড়াচ্ছে করোনা। এই পরিস্থিতির মাঝেই খাস কলকাতা ফের রহস্য মৃত্যু। রবিবার গল্ফ গ্রিনে ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যু মহিলার।

করোনা হানায় নাজেহাল এই পরিস্থিতির মাঝেই গল্ফ গ্রিনে ফের রহস্য মৃত্যু। অভিযোগ উঠেছে, এদিন গল্ফগ্রিনের রাসা রোডের বাসিন্দা বছর বাষট্টির প্রৌঢ়া বিনীতা মুখোপাধ্যায় বাড়ির ছাদ থেকে ঝাঁপ দেন। ঝাঁপ দিতেই মাটিতে পড়ে মৃত্যু হয় তার। জানা গিয়েছে বাড়িতে একাই থাকতেন তিনি। ঘটনায় চরম আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে গল্ফ গ্রীন থানার পুলিশ। আত্মহত্যা নাকি খুন তদন্তে পুলিশ।

কলকাতার আকাশ মেঘলা, ব্যাপক বৃষ্টি উত্তরবঙ্গে

কলকাতা, ১৮ জুলাই (হি.স.) : রবিবার ছুটির দিনে বৃষ্টির সম্ভাবনা শহরে। এদিন সকাল থেকেই মেঘলা কলকাতার আকাশ। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন শহরে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, এদিন শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকার কথা। ২৮ ডিগ্রির কাছাকাছি। এই সপ্তাহেও খুব বেশি বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। তবে হালকা বৃষ্টিতে ভিজবে দক্ষিণবঙ্গে। যদিও উত্তরবঙ্গের চিত্রটা সম্পূর্ন আলাদা। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে ভাসছে উত্তরবঙ্গ। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, সব জেলাতেই চিত্রটা প্রায় একইরকম। প্রবল বৃষ্টির জেরে প্লাবিত পাহাড়। ইতিমধ্যেই বানভাসি জলপাইগুড়ি জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা। বড় রাস্তার উপর দিয়ে জল বইতে শুরু করেছে। ভাসছে চা বাগানও। এর জেরে সমস্যায় পড়েছে সাধারণ মানুষ। শুক্রবার রাত থেকে ভারী বৃষ্টিতে উত্তরের নদীগুলিতে জলস্তর বেড়েছে। এদিকে বিভিন্ন এলাকায় এক হাঁটু জল জমেছে। যার জেরে যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। দিনদিন বৃষ্টি বাড়ায় অবস্থা আরও খারাপ হতে পারে বলে দাবি ওয়াকিবহাল মহলের। তবে এর জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে বলে দাবি প্রশাসনের। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

দেশের প্রথম মহিলা চিকিৎসক কাদম্বিনী দেবীকে জন্মদিনে বিশেষ সম্মান গুগুলের

কলকাতা, ১৮ জুলাই (হি.স.) : দেশে নারী শিক্ষাপ্রসারের অন্যতম স্তম্ভ ছিলেন। উনিশ শতকে জন্মেও বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, ইচ্ছাশক্তি আর আত্মবিশ্বাস থাকলে সমাজের যে কোনও বাধা পেরিয়ে ওঠা সম্ভব। তিনি কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। ভারতের প্রথম মহিলা চিকিৎসক। আজ রবিবার ১৬০তম জন্মবার্ষিকীতে কাদম্বিনী দেবীকে বিশেষ সম্মান জানাল গুগুল।

জনপ্রিয় এই সার্চ ইঞ্জিনে আজ এই মহীয়সীর জন্মদিনে পালটে গিয়েছে গুগলের ডুডল। যেখানে সাধারণত বড়বড় করে গুগুল লেখা থাকে, আজ বদলে গিয়েছে স্টেথোস্কোপে। ফুটে উঠেছে ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজের ছবি। ১৮৮৪ সালে যেখানে ডাক্তারি পড়ার জন্য ভরতি হয়ে নারীশিক্ষার সংজ্ঞাকেই পালটে দিয়েছিলেন তিনি। মেয়েরাও যে ডাক্তার হয়ে প্রাণ বাঁচাতে পারে, এই দৃঢ় বিশ্বাসই মহিলাদের মননে ঢুকিয়ে দেওয়ার কাজটি করেছিলেন। আর সেই কারণেই বরিশালে জন্ম নেওয়া কাদম্বিনী জায়গা করে নিয়েছিলেন ইতিহাসের পাতায়।

১৮০০ শতাব্দীতে বাড়ির অন্দরমহলই ছিল মেয়েদের গণ্ডি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে খোলা আকাশে ওড়ার স্বপ্ন দেখতেও যেন ভয় পেত মেয়েরা। সেই যুগে অন্যদের থেকে নিজেকে একেবারে আলাদা প্রমাণ করে বিশ্বকে চমকে দিয়েছিলেন কাদম্বিনী দেবী। ইংরাজি মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ থেকে মেডিক্যাল ছাত্রী হয়ে ওঠার পথে প্রতিকূলতা এসেছে ঠিকই, কিন্তু সেসবকেই তিনি জয় করতে সফল হয়েছিলেন। এই লড়াইয়ে পাশে পেয়েছিলেন বাবা এবং স্বামীকে। মেডিক্যাল পাশ করার পর ১৮৯২ সালে উচ্চশিক্ষার জন্য ব্রিটেন পাড়ি দিয়েছিলেন। এডিনবার্গ ও ডাবলিন থেকে শংসাপত্র নিয়ে ফিরেছিলেন দেশে। তারপর দেশবাসীর সেবায় নিযুক্ত করেন নিজেকে।

তবে শুধুই ডাক্তারি নয়, পরাধীন ভারতে নানা ভাবে সমাজসেবায় যুক্ত ছিলেন তিনি। মহিলাদের সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত উন্নতি কথা বলেছেন বারবার। মহিলাদের মেডিক্যালে ভর্তি না নেওয়ার প্রতিবাদে ১৯১৫ সালে ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন। যার পর নিজেদের পলিসি বদলাতে বাধ্য হয়েছিল মেডিক্যাল কলেজ। ১৯২৩ সালে প্রয়াত হন কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর দেখানো পথ আজও প্রাসঙ্গিক। তাই তো তাঁকে বিশেষ সম্মান জানিয়ে বর্তমানের কাছে তাঁর কৃতিত্বের কথা তুলে ধরার প্রয়াস করল গুগল।

সাত সকালে সাদা পোশাকে সাইকেল চালিয়ে ময়দানে পুলিশ কমিশনার

কলকাতা, ১৮ জুলাই (হি.স.) : রবিবার ছুটির দিনে ময়দান এলাকায় প্রাতঃভ্রমণকারীদের ভিড়ে সাদা পোশাকে হাজির কলকাতার পুলিশ কমিশনার সৌমেন মিত্র। সঙ্গে রয়েছেন গোয়েন্দা প্রধান মুরলীধর শর্মা ও ডিসি সাউথ আকাশ মাঘরিয়া। সাদা পোশাক তো বটেই, পুলিশের গাড়িতে নয়, বরং অনেকের মতো সাইকেল চালিয়ে সেখানে গিয়েছেন তাঁরা।

আসলে ময়দান এলাকায় ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠছে বেশ কয়েক দিন ধরে। কিছু দিন আগেই প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে বড়বাজারের এক যুবক ছিনতাইবাজের পাল্লায় পড়েন। আরও কয়েকবার এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। ফলে আতঙ্কের মধ্যে প্রাতঃভ্রমণকারীরা। কলকাতা পুলিশের তরফে যদিও ময়দান এলাকার নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। সকাল থেকেই চলছে পুলিশের টহলদারি। কিন্তু নিরাপত্তা ব্যবস্থার বাস্তব চেহারাটা কী সেটা সরেজমিনে দেখতে গিয়েছিলেন পুলিশ কমিশনার ও অন্যান্য আধিকারিকরা। তাই আগে থেকে কোনও খবর না দিয়েই সেখানে চলে যান তাঁরা। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল-সহ বিভিন্ন এলাকা খতিয়ে দেখে। প্রাতঃভ্রমণকারীদের সঙ্গে কথাও হয় পুলিশকর্তাদের। তাঁদের কোনও অভিযোগ রয়েছে কি না তাও শোনেন পুলিশ কর্তারা। কমিশনার ও অন্যান্য আধিকারিকদের এই উদ্যোগে তাঁরা খুশি বলেই জানিয়েছেন প্রাতঃভ্রমণকারীরা।

জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ, সাইকেলে সংসদে পৌঁছবেন তৃণমূল সাংসদরা

কলকাতা, ১৮ জুলাই (হি.স.) : আগামীকাল শুরু হচ্ছে সংসদের বাদল অধিবেশন। পেট্রোল ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে সাইকেল নিয়ে এবার রাজধানীর পথে নামবে তৃণমূল সাংসদরা। ওই দিনই দিল্লির সাউথ অ্যাভিনিউয়ে দলীয় কার্যালয় থেকে সাইকেল চালিয়ে সংসদ ভবন পৌঁছবেন সাংসদরা। রবিবার সকালে সাউথ অ্যাভিনিউয়েই তার মহড়া। দিল্লিতে সাইকেল আকছার ভাড়া পাওয়া যায়। ইচ্ছামতো চালিয়ে ভাড়া মিটিয়ে দিলেই হল। তেমনই কিছু সাইকেল ভাড়া করা হচ্ছে। তবে বয়স একটা ফ্যাক্টর। অনেকেরই সাইকেল চালানোর অভ্যাস পুরোদস্তুর রয়েছে। বাকি যাঁদের অল্প অভ্যাসেই সাইকেলের প্যাডেলে শান দেওয়ার দক্ষতা রয়েছে, তাঁরা সাইকেলেই সোজা পৌঁছবেন সংসদ ভবনে। এর পরের অংশ আরও গুরুত্বপূর্ণ। লোকসভা আর রাজ্যসভার দুই কক্ষেই জ্বালানির দামবৃদ্ধি নিয়ে হবে তীব্র প্রতিবাদ।

জ্বালানি ইস্যু ছাড়াও আরও চারটি বিষয় তুলে ধরা হবে। যার মধ্যে থাকবে রাজ্যপালকে প্রত্যাহারের দাবি, কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে বাংলাকে বঞ্চনার অভিযোগ, অযথা এজেন্সি দিয়ে তৃণমূলের মন্ত্রী ও বিধায়কদের অপমান, যার মধ্যে সম্প্রতি মানবাধিকার কমিশন যেভাবে রাজ্যের মন্ত্রী-বিধায়কদের দুষ্কৃতী আখ্যা দিয়েছে সেই বিষয়টিও তোলা হবে। লোকসভায় তৃণমূলের এক সাংসদের কথায়, “আমরা তো মানুষের রায়ে জিতেছি। আর বিজেপি হার মেনে নিতে পারছে না। এটা মেনে নিলেই আর ঝগড়া হয় না। রাজ্য-কেন্দ্র সুসম্পর্ক থাকলে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ভাল থাকে। কিন্তু বিজেপি ঝগড়া চায়। তাই আমরাও প্রতিবাদের পথেই থাকছি। এবার তা হবে আরও তীব্র।”

গুজব ছড়ানো হচ্ছে, বিবৃতি দিয়ে জানালেন সাধন-কন্যা শ্রেয়া

কলকাতা, ১৮ জুলাই (হি.স.) : বাবাকে নিয়ে ভিত্তিহীন ও ভুল খবর ছড়ানো হচ্ছে। এমন ভিত্তিহীন প্রচার থেকে সকলে যেন বিরত থাকেন। রবিবার সকালে বিবৃতি প্রকাশ করে এমনটাই জানালেন রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রী সাধন পাণ্ডের কন্যা শ্রেয়া পাণ্ডে। শনিবার রাতেই মন্ত্রীকে নিয়ে নানা গুজব ছড়াতে শুরু করে। নেটমাধ্যমে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে সেই সব গুজব। রাতভর চলা গুজব কানে আসে সাধনের পরিবারেরও। ফলে রবিবার সকাল সকাল পাণ্ডের পরিবারের পক্ষ থেকে বিবৃতি প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিবৃতি প্রকাশ করে মানিকতলার বিধায়কের অভিনেত্রী কন্যা বলেছেন, ”কিছু সোশ্যাল মিডিয়ায় আমার বাবার সম্পর্কে ভিত্তিহীন ও ভুল খবর ছড়িয়েছে। এটি আমার পরিবারকে, আমার বাবার অনুগামীদের বেদনাহত করেছে এবং আমি এই বিষয়ে সারাক্ষণ ফোন পেয়েই যাচ্ছি। দয়া করে এ জাতীয় জিনিস রটনা থেকে বিরত থাকুন।” তার পরেও নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে একটি ভিডিয়ো প্রকাশ করে শ্রেয়া জানিয়েছেন, তিনি ও তাঁর মা যথেষ্ট উদ্বেগের মধ্যে রয়েছেন। এমন অবস্থায় যেন কোনও রকম গুজব ছড়ানো না হয়।

এই সংবেদনশীল সময়ে তাঁর বাবার সুস্থতা কামনা করে সবাই যেন প্রার্থনা করেন। শ্রেয়ার পাশাপাশি তৃণমূলের রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ রবিবার সকালে টুইট করে সাধনের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। নিজের টুইটে কুণাল লিখেছেন, ‘বর্ষীয়ান নেতা সাধন পাণ্ডে গভীর সঙ্কটজনক। অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। অচেতন। যন্ত্রসমর্থন চলছে। সোমবার এমআরআই হওয়ার কথা। মস্তিষ্কের অবস্থা চিকিৎসকদের কাছে স্পষ্ট নয়। ঈশ্বরের কাছে তাঁর আরোগ্য কামনা করি।’

প্রসঙ্গত, শুক্রবার রাতে অসুস্থ হয়ে পড়ায় বাইপাসের এক বেসরকারি হাসপাতালে সাধন পাণ্ডেকে ভর্তি করা হয়েছে। সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে।

নদীয়ার হাঁসখালিতে যুবকের মৃত্যু ঘিরে রহস্য, খুনের অভিযোগ পরিবারের

হাঁসখালি (নদীয়া), ১৮ জুলাই (হি.স.) : নদিয়ার হাঁসখালিতে এক যুবকের মৃত্যু ঘিরে রহস্যের দানা বেঁধেছে। খুনের অভিযোগ করেছে মৃতের পরিবার। পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। পরিবারের দাবি, শনিবার রাতে প্রতিবেশীকে নামিয়ে বাইকে চড়ে বাড়ি ফিরছিলেন প্রদীপ বিশ্বাস। রবিবার সকালে বাড়ির কাছে পুকুর থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের দাবি, মুখে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। খুনের অভিযোগ তুলেছে মৃতের পরিবার। পরে পুলিশ কুকুর এনে তদন্তের দাবিতে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। খুন, নাকি দুর্ঘটনা, খতিয়ে দেখছে হাঁসখালি থানার পুলিশ।

জানা গিয়েছে, মৃত ওই যুবকের বয়স ২৬ বছর। ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার হাঁসখালি থানার সনাতনপুর আঁটি গ্রামে। মৃত যুবকের নাম প্রদীপ বিশ্বাস। পরিবারের অভিযোগ,শনিবার রাত এগারোটা নাগাদ হাঁসখালি থানার গাড়াপোতা কলাতলা বাজার থেকে প্রতিবেশী অসিত বিশ্বাসকে মোটরবাইকে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে প্রতিবেশী অসিত বিশ্বাসকে মোটরবাইক থেকে নামিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয় প্রদীপ। এরপর এদিন কাকভোরে বাড়ির সামনে একটি পুকুর থেকে উদ্ধার হয় প্রদীপের দেহ। একইসঙ্গে পুকুরপাড়ে মোটরবাইক পড়ে থাকতে দেখেন পরিবারের সদস্যরা।

পরিবারের অভিযোগ, পরিকল্পনামাফিক প্রদীপকে খুন করা হয়েছে। মুখে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলেও দাবি। এদিন ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। পুলিশ কুকুর আনার দাবি তুলে দেহ আটকে রেখে গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ দেখান। দেহ বাড়ির উঠোন থেকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিতে গেলে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো গ্রামবাসীরা। তবে খুন নাকি দুর্ঘটনা জনিত কারণ? কীভাবে মৃত্যু হল যুবকের? প্রদীপ বিশ্বাসের মৃত্যুর তদন্ত শুরু করেছে হাঁসখালি থানার পুলিশ।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

মুখ দেখেই বুঝে নিন শরীরের রোগ

"মুখ" শারীরিক অবস্থার ইঙ্গিত দিতে পারে। নিজের সুস্থতা যাচাই করে সচেতন হওয়ার জন্য কয়েকটি লক্ষণ জেনে রাখুন। স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে এখানে কয়েকটি লক্ষণ সম্পর্কে জানানো হল যা শারীরিক সমস্যা নির্দেশ করে।

শুষ্ক ত্বক ও ঠোঁট: আবহাওয়া যেমনই হোক ঠোঁট যদি সবসময় শুষ্ক থাকে তাহলে বুঝতে হবে আপনি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী নন। সাধারণত জলশূন্যতার কারণে ত্বক শুষ্ক হয়। এছাড়া হাইপোথাইরোডিজম এমনকি ডায়াবেটিসের জন্যেও হতে পারে।

মুখে অবাঞ্ছিত লোম: গাল, ঠোঁটের উপর ও থুতনির নিচের অংশে লোম দেখা দিলে তা হরমোনের ভারসাম্যহীনতার সংকেত হতে পারে। পলিসিস্টিক ওভারি সিন্ড্রোম এক ধরনের হরমোনের রোগ যা নারীদের মাঝে দেখা দেয়।

চোখের নিচের অংশ: চোখের নিচের অংশের ফোলাভাব ও দাগ কেবল সৌন্দর্য নষ্ট করে না বরং সমগ্র স্বাস্থ্য-ঝুঁকিও নির্দেশ করে। চোখ যদি ক্লান্ত ও ফোলা দেখায় তাহলে তা দীর্ঘস্থায়ী অ্যালার্জি থাকার সম্ভাবনাকে নির্দেশ করে।

মলিন ত্বক: গায়ের রংয়ের কোনো পরিবর্তন যদি চোখে পড়ে অথবা তা যদি ফ্যাকাশে লাগে অথবা ত্বকে হলুদাভ ভাব দেখা দেয় তাহলে অ্যানেমিয়া বা রক্তাল্পতার লক্ষণ হতে পারে।

র‍্যাশ: মুখে র‍্যাশ বা ফুসকুড়ি দেখা দেয় সাধারণ হজম সমস্যা থেকে। যেমন- অন্ত্রের প্রদাহ (আইবিডি) যা বৃহদান্ত্রে প্রভাব ফেলে। যার প্রভাব ত্বকে দেখা যায়।

নতুন আঁচিল: আঁচিল সাধারণত দুশ্চিন্তার কারণ নয়। তারপরেও নতুন আঁচিল দেখা দিলে চিকিতসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। আগের আঁচিলের রংয়ের পরিবর্তন, আকারের পরিবর্তন, রক্ত পড়া বা চুলকানির সমস্যা দেখা দিলেও চিকিতসকের কাছে যাওয়া উচিত।

চুল পড়া: চুল পড়া মানেই কষ্টদায়ক ব্যাপার। পাশাপাশি যদি ভ্রু ও চোখের পাপড়িও পড়তে থাকে তাহলে তা ঝুঁকির কারণ। অতিরিক্ত মানসিক চাপের পাশাপাশি তা অটোইমিউন রোগের লক্ষণ। এই রোগের কারণে শরীরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভুল করে সুস্থ কোষে আক্রমণ করে বসে। আর "অ্যালোপেসিয়া অ্যারিয়াটা" এমন এক ধরনের রোগ, যা রোগ প্রতিরোধ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চুলের ফলিকল নষ্ট করে দেয়। মুখ অন্য রকম দেখায়: মুখের অসমতা স্ট্রোকের লক্ষণ হতে পারে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যদি নিজের মুখকে অন্যরকম অথবা একপাশ অনুভূতিহীন লাগলে অবহেলা না করে দ্রুত চিকিতসকের পরামর্শ নিন।

কাঁচা শশা খেলে কি কি উপকার মিলবে

শীতের মৌসুমে আমাদের ধারে কাছে এদের তেমন একটা দেখা যায় না। কিন্তু এমনটা হওয়া একেবারেই উচিত নয়। কারণ গবেষণা বলছে, শরীরকে মজবুত এবং সচল রাখতে প্রতিদিন যে যে উপদানগুলোর প্রয়োজন পরে, তার সবকটাই মজুত রয়েছে শশাতে। যেমন ধরুন ভিটামিন কে, সি, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, রাইবোফ্লবিন, বি৬, ফলেট, প্যানটোথেনিক অ্যাসিড, আয়রন, সিলিকা, ক্যালসিয়াম এবং জিঙ্ক। এবার তাহলে বুঝেছেন নিশ্চয়, শুধু গরমকালে নয়, সারা বছর জুড়েই শশা খাওয়ার প্রয়োজন কতটা!

শরীরকে চাঙ্গা রাখতে যে নিয়মিত শশা খাওয়া উচিত, সে সম্পর্কে না হয় কোনও সন্দেহ নেই! কিন্তু প্রশ্ন হল এই প্রাকৃতিক উপাদানটি পুষ্টির ঘাটতি মেটানোর পাশাপাশি শরীরের আর কী কী উপকার লেগে?

হার্টের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে

একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে, হার্টকে চাঙ্গা রাখতে বাস্তবিকই এই প্রাকৃতিক উপাদানটি কোনও বিকল্প হয় না বললেই চলে। আসলে শশায় উপস্থিত লেরিসিরেসিনোল, শরীরে প্রবেশ করার পর এমন খেল দেখায় যে হার্টের কোনও ধনের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা একেবারে থাকে না বললেই চলে।

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে চলে আসে

পরিবারে কি এই মারণ রোগের ইতিহাস রয়েছে? তাহলে রোজের ডায়েটে শশাকে অন্তর্ভুক্ত করতে ভুলবেন না যেন! আসলে এতে উপস্থিত পটাশিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম, শরীরে প্রবেশ করার পর লবণের প্রভাবকে কমাতে শুরু করে, যে কারণে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে চলে আসতে সময় লাগে না।

খনিজের চাহিদা মেটে

খেয়াল করে দেখবেন অনেকেই ত্বকের পরিচর্যায় শশাকে কাজে লাগিয়ে থাকেন। কেন এমনটা করেন, জানেন? আসলে শশার মধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়াম এবং সিলিকন। এই সবকটি খনিজ শরীরের উন্নতির পাশাপাশি ত্বকের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই যদি অল্প দিনেই তরতাজা ত্বক পেতে চান, আজ থেকেই কাজে লাগানো শুরু করতে পারেন শশাকে।

দেহের তাপমাত্রা স্বাভাবিক থাকে

দেহের তাপামাত্রা স্বাভাবিক রাখতে শাসা খাওয়াটা জরুরি। কারণ শশা দেহের তাপমাত্রা স্বাভাবিক রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। ফলে সানস্ট্রোক হওয়ার আশঙ্কা হ্রাস পায়। শুধু তাই নয়, প্রচণ্ড তাপদাহের কারণে ত্বক পুড়ে গেলেও শশা লাগাতে পারেন। কারণ পোড়া ভাব কমাতে শশা বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। কোষ্ঠকাঠিন্যের প্রকোপ কমে

প্রকৃতির ডাক মানেই কি যন্ত্রণার অনুভূতি? তাহলে আজ থেকেই শশা খাওয়া শুরু করা উচিত। কারণ এমন ধরনের কষ্ট কমতে বাস্তবিকই শশার কোনও বিকল্প হয় না বললেই চলে। আসলে এই সবজিটির ভিতরে উপস্থিত ফাইবার, শরীরের ভিতরে বর্জ্যের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। ফলে কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো রোগের প্রকোপ কমতে সময় লাগে না।

ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণে চলে আসে

একেবারে ঠিক শুনেছেন ব্লাড সুগারকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে বাস্তবিকই এই ফলটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। আসলে শশা খাওয়া মাত্র শরীরের ভিতরে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমতে শুরু করে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে আসতে সময় লাগে না। সেই সঙ্গে ডায়াবেটিস সম্পর্কিত অন্যান্য সমস্যা কমাতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

ক্যানসারের মতো রোগ দূরে থাকে

একাধিক গবেষণায় গেছে, শশাতে এমন কিছু উপাদান আছে, যা ক্যানসার রোগকে প্রতিরোধ করতে বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে।

শরীর থেকে ক্ষতিকর টক্সিক উপাদানেরা বেরিয়ে যায়

শশার শরীরে উপস্থিত বিপুল পরিমাণ জল দেহের ভিতরে প্রবেশ করা মাত্র ইতি উতি জমে থাকা টক্সিক উপাদনকে ধুয়ে মুছে বার করে দেয়। ফলে শরীরে বিষের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে কোনও ধরনের রোগ হওয়ার আশঙ্কা কমে।

শরীরের ভিতরে জলের অভাব দূর হয় দেহের ভিতরে জলের মাত্রা স্বাভাবিক থাকাটা একান্ত প্রয়োজন। না হলে শরীর শুকিয়ে গিয়ে একাধিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই তো প্রতিদিন শশা খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিতসকেরা। তাদের মতে শশার শরীরে এত মাত্রায় জল আছে, প্রায় ৯৬ শতাংশ, যে খুব সহজেই জলের ঘাটতি দূর করে ডিহাইড্রেশন হওয়ার আশঙ্কা কমানো সম্ভব।

ভিটামিনের ঘাটতি দূর হয় শরীরকে সচল রাখতে ভিটামিনের প্রয়োজন পরে। সেই ভিটামিনের যোগান ঠিক রাখতে শাসা খাওয়া মাস্ট! কারণ এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি, বি এবং এ থাকে, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উন্নতি ঘটানোর পাশাপাশি এনার্জির ঘাটতি দূর করতে এবং ত্বকের ঔজ্জ্বল বাড়াতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

পুষ্টিকর উপাদানের ঘাটতি দূর হয় ৩০০ গ্রাম শশার প্রায় ১১ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ২ গ্রাম প্রোটিন, ২ গ্রাম ফাইবার, দিনের চাহিদার প্রায় ১৪ শতাংশ ভিটামিন সি এবং ৬২ শতাংশ ভিটামিন কে থাকে। সেই সঙ্গে থাকে দিনের চাহিদার ১০ শতাংশ ম্যাগনেসিয়াম, ১৩ শতাংশ পটাশিয়াম এবং ১২ শতাংশ মেঙ্গানিজ। এই সবকটি উপাদানই আমাদের শরীরের গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমনিকা পালন করে থাকে। তাই তো নিয়মিত পরিমাণ মতো শশা খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিতসকেরা।

ওজন কমে চোখে পরার মতো

অতিরিক্ত ওজনের কারণে কি চিন্তায় রয়েছেন? তাহলে সকাল-বিকাল শশা খাওয়া শুরু করুন। দেখবেন উপকার মিলবে। কারণ শশাতে উপস্থিত বেশ কিছু উপকারি উপাদান শরীরে মজুত অতিরিক্ত চর্বি ঝরাতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

নিয়মিত লেবু জল খেলে এই ১২ উপকার মিলবে

লেবু জলের ভিতরে উপস্থিত ফাইবার এবং আরও সব উপকারি উপাদান একদিকে যেমন রক্তে শর্করার মাত্রা যাতে বৃদ্ধি না পায়, সে দিকে খেয়াল রাখে, তেমনি খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রাও কমায়। সেই সঙ্গে রক্তচাপ যাতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে না যায়, সে দিকেও নজর রাখে। ফলে হার্টের কোনও ধরনের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা যায় কমে। তবে এ কথা ভেবে নিলে ভুল হবে যে নিয়মিত লেবু জল খাওয়া শুরু করলে কেবল এই সব উপকারই পাওয়া যায়। কারণ এই পানীয়টির ভিতরে উপস্থিত ভিটামিন সি, ফলেট এবং পটাশিয়াম শরীরে প্রবেশ করার পর এমন খেল দেখায় যে আরও একাধিক শারীরিক উপকার পাওয়া যায়। যেমন ধরুন-

মানসিক অবসাদের খপ্পর খেতে মুক্তি মেলে

একাধিক গবেষণায় এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে নিয়মিত লেবুর জল খেলে স্ট্রেস একেবারে কমে যায়। সেই সঙ্গে অবসাদের প্রকোপও কমে। আসলে লেবু জলে উপস্থিত বেশ কিছু উপাদান শরীরে প্রবেশ করা মাত্র বিশেষ কিছু হরমোনের ক্ষরণ বাড়িয়ে দেয়। যে কারণে এমন সব সমস্যা নিমেষে কমে যেতে শুরু করে।

মুখ গহ্বর সংক্রান্ত নানা রোগ নিমেষে সেরে যায়

মুখ থেকে খুব দুর্গন্ধ বেরয়? এদিকে নানা কিছু করেও সুরাহা মিলছে না? তাহলে আজ থেকেই লেবু জল খাওয়া শুরু করুন। দেখবেন বদ গন্ধ একেবারে কমে যাবে। শুধু তাই নয়, মাড়ি থেকে রক্ত পাত এবং দাঁতে যন্ত্রণা হওয়ার মতো সমস্যা হলেও এই ঘরোয়া পদ্ধতিটিকে কাজে লাগাতে পারেন। দেখবেন দারুন উপকার পাবেন।

ত্বকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়

হাজারো বিউটি প্রডাক্ট যা করে উঠতে পারেনি, তা লেবুর জল নিমেষে করে ফলতে পারে। আসলে এই পানীয়তে উপস্থিত বেশ কিছু উপাদান ত্বকের হারিয়ে যাওয়া ঔজ্জ্বল্য ফিরিয়ে আনে। সেই সঙ্গে ত্বকের বয়স কমানোর পাশাপাশি ব্ল্যাক হেডস এবং বলিরেখা কমাতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রসঙ্গত, গরমকালে ত্বককে ঠাণ্ডা এবং ঘামমুক্ত রাখতে লেবুর জল বারে বারে মুখটা ধুতে পারেন, দেখবেন উপকার পাবেন।

ফুসফুস সংক্রান্ত নানা রোগের প্রকোপ কমে যায়

যারা অ্যাস্থেমা বা কোনও ধরনের রেসপিরেটরি প্রবলেমে ভুগছেন তারা যত শীঘ্র সম্ভব রোজের ডায়েটে লেবুর জলের অন্তর্ভুক্ত করুন। দেখবেন কেমন ফল পান! আসলে এই পানীয়টি শ্বাস-প্রশ্বাস জনিত একাধির জটিলতাকে কমিয়ে ফেলতে দারুন কাজে আসে।

লিভার চাঙ্গা হয়ে ওঠে

একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত লেবু জল খেলে লিভারে উপস্থিত ক্ষতিকর টক্সিক উপাদানেরা বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়। ফলে লিভারের কোনও ধরনের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা যায় কমে।

ওজন নিয়ন্ত্রণে চলে আসে

নিয়মিত লেবু জল খেলে শরীরে জমে থাকা অতিরিক্তি মেদ ঝরে যেতে একেবারেই সময় লাগে না। কারণ লেবুর ভিতরে উপস্থিত পেকটিন নামক একটি উপাদান, শরীরে প্রবেশ করার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত পেট ভরিয়ে রাখে। ফলে বারে বারে খাবার খাওয়ার ইচ্ছা চলে যায়। আর যেমনটা আপনাদের সবারই জানা আছে যে কম মাত্রায় খাবার খেলে স্বাভাবিকভাবেই শরীরে কম মাত্রায় কালরির প্রবেশ ঘটে। ফলে ওজন নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার কোনও সুযোগই পায় না।

দেহের ভিতরে পুষ্টির ঘাটতি দূর হয়

লেবু জলের ভিতরে যে কেবল ভিটামিন সি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট মজুত থাকে, তা নয়, সেই সঙ্গে উপস্থিত থাকে পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম এবং আরও কত কী, যা দেহের ভিতরে পুষ্টির ঘাটতি দূর করে শরীরকে শক্তপোক্ত রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

হজম ক্ষমতার উন্নতি ঘটে

যারা বদ হজম, কনস্টিপেশন, বারংবার পেট খারাপসহ নানাবিধ পেটের রোগে ভুগে থাকেন তারা প্রতিদিন সকালে গরম জলে লেবুর রস মিশিয়ে খাওয়া শুরু করুন। এমনটা করলে স্টমাক অ্যাসিডের ক্ষরণ ঠিক মতো হতে শুরু করবে। ফলে রোগের প্রকোপ তো কমবেই, সেই সঙ্গে শরীরে জমে থাকা ক্ষতিকর উপাদান বা টক্সিনও বেরিয়ে যাবে।

পি এইচ লেভেলের ভারসাম্য ঠিক থাকে

ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে লেবু জল খেলে দেহের ভিতরে পি এইচ লেভেলের ভারসাম্য ঠিক থাকে। ফলে ভেতর এবং বাইরে থেকে শরীর এতটাই চাঙ্গা হয়ে ওঠে যে দেহের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে সময় লাগে না।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উন্নতি ঘটে

বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিদিন লেবু জল খাওয়া শুরু করলে দেহের ভিতরে ভিটামিন সি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে, যার প্রভাবে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এত মাত্রায় শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে ছোট-বড় কোনও রোগই ধারে কাছে ঘেঁষতে পারে না।

এনার্জির ঘাটতি দূর হয়

ঘুম থেকে উঠে চা বা কফি না খেয়ে প্রতিদিন এক গ্লাস করে লেবুর জল খাওয়ার চেষ্টা করুন। এমনটা করলে দেখবেন শরীর চনমনে হয়ে উঠতে সময়ই লাগবে না। আসলে লেবুর ভিতরে থাকা একাধিক উপকারি উপাদান শরীরে প্রবেশ করার পর এমন খেল দেখায় যে সকাল সকাল শরীর এবং মস্তিষ্ক চাঙ্গা হয়ে উঠতে একেবারেই সময় লাগে না।

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে

লেবু জলে থাকে প্রচুর মাত্রায় পটাশিয়াম, যা রক্তচাপকে স্বাভাবিক রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই তো এমন রোগে যারা বহু দিন ধরে ভুগছেন তারা প্রতিদিন সকাল-বিকাল লেবু জল খাওয়া শুরু করুন, দেখবেন দারুন ফল পাবেন। তবে এমনটা করার আগে একবার চিকিতসকের সঙ্গে পরামর্শ করে নিতে ভুলবেন না যেন।

ভিনিগার কী নষ্ট হয়?

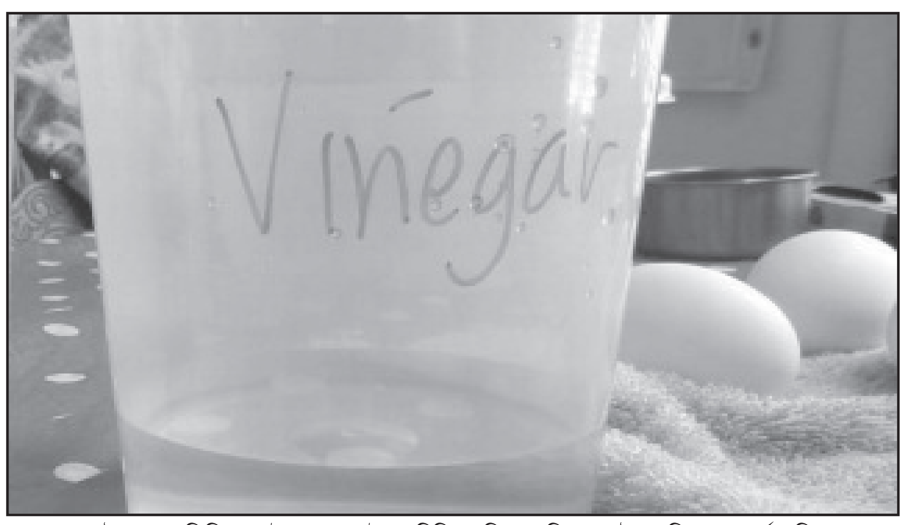

ভিনিগারের যেমন আছে নানান ধরন তেমনি এর প্রয়োজনীয়তা বা উপকারিতাও অসংখ্য।

রান্নার কাজে, হজমের সহায়তায়, পরিষ্কার করার কাজে, ওজন কমাতে নানান রকম ভিনিগার ব্যবহার হয়। তবে কখনও কী ভেবেছেন, ভিনিগার নষ্ট হয় কি না।

'ওয়েলঅ্যান্ডগুড' ওয়েবসাইটের প্রতিবেদনের আলোকে জানানো হলো বিস্তারিত।

ভিনিগারের উপকরণগুলো কয়েক বছর পর্যন্ত ভালো থাকলেও এর বোতলের গায়ে মেয়াদের তারিখ তো লেখা থাকেই। সেই মেয়াদ পার হয়ে গেলে ভিনিগার আর তাজা থাকে না, এর গুণগত মান কমে যায়, কমে এর কার্যকারিতাও। তার মানে এই নয় যে ভিনিগার নষ্ট হয়ে গেছে বা তা ব্যবহার করলে আপনার কোনো ক্ষতি হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের পুষ্টিবিদ এলিস স্কাপিরো বলেন, "প্রায় সকল ভিনিগারেই থাকে চার থেকে আট শতাংশ 'অ্যাসিটিক অ্যাসিড'। যেমন সাদা ভিনিগারে থাকে পাঁচ শতাংশ 'অ্যাসিটিক অ্যাসিড' আর ৯৫ শতাংশ পানি। অর্থাৎ পানির তুলনায় অ্যাসিড অনেক কম।" "আর ভিনিগারের মেয়াদ মূলত এর অম্লতা কমতে শুরু করার সময় ইঙ্গিত করে। অর্থাৎ ভিনিগারের সক্রিয়তা ও কার্যকারিতা কমে যেতে পারে, তবে মেয়াদ পার হয়ে গেলেও ভালো থাকে, খাওয়ার যোগ্য থাকে।"

মেয়াদ পার হওয়া ভিনিগার খেলে কী হয়? স্কাপিরো বলছেন, "তেমন কিছুই হয় না। খাওয়ার সময় মেয়াদ পার হওয়া ভিনিগারের স্বাদ খুব বেশি কড়া মনে হবে না। রং হালকা হয়ে যেতে পারে, ঘোলাটে মনে হতে পারে। তবে তার কোনো পার্শ-প্রতিক্রিয়া থাকবে না।"

"মেয়াদ পার হওয়ার আরও দুতিন বছর পরে ভিনিগারের রং বদলাতে শুরু করবে। আর বোতল খোলার পর ভিনিগার তিন বছর পর্যন্ত সবচাইতে ভালো অবস্থায় থাকে।"

উপকারিতা সম্পর্কে স্কাপিরো বলেন, "ভিনিগারের আছে ব্যাক্টেরিয়া রোধী গুণাগুণ। পাশাপাশি এতে থাকে 'অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট', যা রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে এবং কোলেস্টেরল কমাতে সহায়ক।"

"এছাড়াও ভিনিগারে 'প্রোবায়োটিক' মেলে যা অন্ত্রের জন্য অত্যন্ত উপকারী ও প্রয়োজনীয়। 'প্রোবায়োটিক' উপকারী ব্যাক্টেরিয়া বাড়ায় আর ক্ষতিকর ব্যাক্টেরিয়া কমায়। আর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়তেও 'প্রোবায়োটিক'য়ের ভূমিকা আছে।"

ভিনিগার সংরক্ষণ নষ্ট না হলেও ভিনিগারের স্বাদ ও কার্যকারিতা যেহেতু নষ্ট হওয়া সম্ভব, তাই সেটা লম্বা সময় ধরে রাখতে চাই সঠিকভাবে সংরক্ষণ। - ভিনিগারের বোতল এমন স্থানে রাখতে হবে যেখানে সরাসরি রোদ লাগবে না। শীতল এবং অন্ধকার স্থানে রাখতে হবে। - ভিনিগারের বোতল খুলে তা ওই বোতলেই রাখতে হবে, অন্য কোথাও নেওয়া যাবে না। - প্রয়োজন মাফিক ঢেলে নেওয়ার পর বোতলের মুখ বন্ধ করে দিতে হবে তৎক্ষণাত।

কয়েকশো বছরের বিতর্কের পর ফের বদলালো পৃথিবীর মানচিত্র

বাংলা হাট ডেস্কঃ অজানাকে জানার ইচ্ছা মানুষের বহুদিনের। সেই সূত্র ধরেই কখনও ফার্দিনান্দ ম্যাগেলান কখনও বার্থোলোমিউ দিয়াজের মত নাবিকরা বেরিয়ে পড়েছেন দুঃসাহসিক সব সমুদ্র অভিযানে। সারা পৃথিবীতে আরও কতো নতুন দেশ আছে তা খুঁজে বের করাই তখন ছিল বড় লক্ষ্য। ১৭৭০ সালে এমনই এক দুঃসাহসিক সমুদ্র অভিযানে বেরিয়ে পড়েছিলেন ব্রিটিশ অভিযাত্রী জেমস কুক। লক্ষ্য ছিল, পৃথিবীর দক্ষিণ মেরুতে নতুন কোন স্থলভাগ আবিষ্কার করা। তবে কোনো স্থলভাগ নয় তার হাত ধরে পৃথিবীর সামনে আসে আরেক নতুন জলভাগ। ৬০ঙ্গ অক্ষাংশে অবস্থিত এই বরফ ঢাকা জলভাগের নাম রাখা হয় সাউদার্ন ওসেন।

তবে বিশ্বজুড়ে ভূতত্ত্ববিদদের কাছে পরিচিতি পেলেও মহাসাগর হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি এই জলভাগ। অথচ প্রশান্ত, ভারত এবং আটলান্টিকের থেকে ছোট হলেও উত্তর মহাসাগরের তুলনায় অনেকটাই বড় এই অস্ট্রাল সাগর বা সাউদার্ন ওসেন। কিন্তু তাও ১৯১৫ সাল থেকে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটি যে মানচিত্র তৈরি করে আসছে তাতে মহাসাগর হিসেবে নাম নেই এই জলভাগের। অবশেষে চলতি বছরের ৮ জুন বিশ্ব মহাসাগর দিবসে মহাসাগর রূপে স্বীকৃতি পেল সাউদার্ন ওসেন বা দক্ষিণ মহাসাগর। পাশাপাশি দক্ষিণ মহাসাগরকে, পঞ্চম মহাসাগর হিসাবে চিহ্নিত করেছে ইউএস বোর্ড অন জিওগ্রাফিক নেমসও।

দত্তপুকুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা বাসের, জখম কমপক্ষে ১৮ জন

বারাসত, ১৮ জুলাই (হি. স.): রবিবাসরীয় সকালে বড়সড় দুর্ঘটনা উত্তর ২৪ পরগণার দত্তপুকুরে। দত্তপুকুর ও বামনগাছির মধ্যবর্তী দিঘার মোড়ে একটি বাইককে বাঁচাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা মারল বেসরকারি সংস্থার কর্মীদের একটি বাস। ঘটনায় জখম হয়েছেন কমপক্ষে ১৮ জন। বারাসত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাঁদের। চালকের অবস্থা আশঙ্কা জনক। বাসটির গতিবেগ কত ছিল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অন্যান্যদিনের মতোই রবিবার সকালে কর্মীদের নিয়ে যাচ্ছিল বেসরকারি সংস্থার বাসটি। দত্তপুকুর ও বামনগাছির মধ্যবর্তী দিঘার মোড়ে বারাসতগামী একটি বাইক আচমকা সামনে চলে আসে। সেটিকে বাঁচাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি গাছে ধাক্কা মারে বাসটি। সেই ধাক্কায় জখম হন বাসে থাকা প্রায় সকলেই। বাসে আটকে যায় খালাসির পা। ঘটনাটি নজরে পড়তেই উদ্ধার কাজে হাত লাগান স্থানীয়রা। খবর দেওয়া হয় দত্তপুকুর ও বারাসত থানায়। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় বাসের খানিকটা অংশ কেটে উদ্ধার করা হয় খালাসিকে। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় আহতদের। বর্তমানে হাসপাতালেই রয়েছেন তাঁরা। হাসপাতাল সূত্রে খবর, চালকের অবস্থা আশঙ্কা জনক। আহত এক যাত্রী জানিয়েছেন, বাসটি ফ্লিপকার্ট সংস্থার। অন্যান্যদিনের মতই রবিবার সকালে সমস্ত কর্মচারীদের নিয়ে ধুলাগরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল বাসটি। দিঘা মোড়ের কাছে আচমকা একটি বাইক সামনে চলে আসে। তখনই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে গাছে ধাক্কা মারে বাসটি। বাসে ১৮-২০ জন কর্মী ছিলে। সকলেরই কমবেশি চোট পেয়েছেন।

এবার শিলিগুড়িতে পুলিশ সেজে প্রতারণা, গ্রেফতার ৪ জন

শিলিগুড়ি, ১৮ জুলাই (হি. স.): ফের প্রতারণা। এবার পুলিশ সেজে গাড়ি দাঁড় করিয়ে টাকা তোলার অভিযোগে চারজনকে গ্রেফতারর করল শিলিগুড়ি কমিশনারেটের ভক্তিনগর থানার পুলিশ। রবিবার ভক্তিনগর থানার পুলিশ ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করেছে। পাশাপাশি পুলিশ লেখা একটি চারচাকার গাড়ি, টর্চলাইট সহ বেশকিছু কাগজপত্র পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতরা হল শালুগাড়ার বাসিন্দা দিলীপ লোহার (২৯), বিবেকানন্দ নগরের বাসিন্দা রাজ লোহার (২১) এবং শিবশঙ্কর মাহাতো (২৩) ও পূর্ব সিকিমের লোয়ার সোরেং-এর বাসিন্দা নীতেশ তামাং (২০)। অভিযোগ, ধৃতরা সেবক রোডের ৮ মাইল এলাকায় যানবাহন থামিয়ে নিজেদের পুলিশ পরিচয় দিয়ে গাড়ির নথিপত্র যাচাইয়ের নামে টাকা আদায় করত। বিষয়টি নিয়ে এক গাড়ি চালকের অভিযোগের ভিত্তিতে এদিন ভোরের দিকে পুলিশ হাতেনাতে ওই চারজনকে গ্রেফতার করে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে।

বাঁকুড়ায় ছেঁড়া তার গলায় লেগে যুবকের মৃত্যু, বিদ্যুৎ দফতরের কর্মীদের ঘিরে বিক্ষোভ স্থানীয়দের

বাঁকুড়া, ১৮ জুলাই (হি. স.) বিদ্যুৎবাহী তার ছিঁড়ে তৈরি মরণফাঁদে মৃত্যু হোল এক যুবকের। বিদুৎ এর তার ছিঁড়ে রাস্তার উপর ঝুলছিল। রাতের অন্ধকারে বাইক নিয়ে যাবার সময় সেই তার গলায় জড়িয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয় যুবকটি। ঘটনাস্থলেই প্রান হারায় সে। ঘটনাটি ঘটেছে গত কাল শনিবার রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ বড়জোড়া থানার দামোদর নদের মানাচর রামকৃষ্ণ পল্লীতে। এই ঘটনায় রবিবার সকালে বিদ্যুৎ দফতরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে এলে তাদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। মৃতের স্ত্রীকে চাকরি দেওয়া দাবি তোলেন সিপিএম নেতা সুজয় চৌধুরী।

পুলিশ জানিয়েছে মৃতের নাম পিযূষকান্তি সাহা (৩৬)। তিনি বাড়ির লাগোয়া একটি জায়গায় গ্রীল, শাটার, আলমারি, খাট ইত্যাদি তৈরির ওয়ার্কশপ খুলেছিলেন। সঙ্গে চাউমিন তৈরির কারখানাও চালু করেছিলেন। ছোটোখাটো এই উদ্যোগপতির কাছে ১০-১২ জন কর্মী কাজ করতেন। শনিবার রাতে হিসাব নিকাশ করে কর্মীদের মাইনে মিটিয়ে ওদের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিতে একটি গাড়ি ডাকতে বেরিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হন। ফিরতে দেরি দেখে সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়েন। ফোনও বন্ধ হয়ে যায় তার। রাত আড়াইটা নাগাদ গ্রামেরই এক ব্যক্তি গাড়ি নিয়ে ফিরছিলেন। তিনি দেখেন এক যুবক বাইক নিয়ে পড়ে আছেন। ঝুলন্ত বিদ্যুতের তার দেখে তিনি বুঝতে পেরে গাড়ি দাঁড় করিয়ে বাসিন্দাদের ফোন করে করে ডাকেন। খবর দেওয়া হয় বড়জোড়া থানায়। পুলিশ এসে পিযূষকান্তি সাহাকে বড়জোড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসে। চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এই মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় বিদ্যুৎ দফতরের কর্তাদের উপর রাগে ফুঁসছে গোটা গ্রাম। রবিবার সকালে সংশ্লিষ্ট দফতরের কর্তারা কর্মীদের নিয়ে আসেন লাইন মেরামতির জন্য। সেই সময় তাদের ঘিরে রেখে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তারা। তাদের দাবি বিদ্যুৎ দফতরের গাফিলতির কারনেই পিযূষের মত একজন উদ্যোগপতির মৃত্যু হল। বহু পুরনো এই লাইনের দেখভাল হয়না ঠিক মত। ঠিকাদার সংস্থার অপ্রশিক্ষিত লোক দিয়ে কাজ করানো হয়।

এবিষয়ে সিপিএম নেতা সুজয় চৌধুরীর অভিযোগ তার কিভাবে ছিঁড়ে পড়লো তার কৈফিযত দিতে হবে বিদ্যুৎ দফতরকে। ওই পরিবারে তিনিই একমাত্র রোজ গেরে ব্যক্তি ছিলেন। উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পাশাপাশি মৃতের স্ত্রীকে বিদ্যুৎ দফতরে একটি চাকরি দিতে হবে। কারণ মৃতের স্ত্রী ছাড়াও বৃদ্ধ বাবা মা ও একটি নাবালক সন্তান রয়েছে। সরকার নানা ঘটনায় চাকরি ও ক্ষতিপূরণ যেভাবে দেয় এক্ষেত্রেও সেভাবেই ব্যবস্থা করতে হবে।

রবিবার সকালে হাসপাতালে আসেন বড়জোড়ার বিধায়ক অলক মুখার্জি।তিনি বলেন, পিযূষের মত একজন সম্ভাবনাময় যুবকের মৃত্যু অত্যন্ত বেদনাদায়ক। ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে স্টেশন সুপারের সঙ্গে কথা বলেছি এছাড়াও সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতরেও তিনি কথা বলবেন বলে অলকবাবু আশ্বাস দেন। হিন্দুস্থান সমাচার / সোমনাথ

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

অসম : থমথমে হাইলাকান্দির মিজোরাম সীমান্ত, মিজো দুষ্কৃতীদের মোকাবিলায় ঘুটঘুটিতে অসম পুলিশের ক্যাম্প

হাইলাকান্দি (অসম), ১৮ জুলাই (হি.স.) : দক্ষিণ অসমের হাইলাকান্দি জেলার মিজোরাম সীমান্তের পরিস্থিতি থমথমে। রণংদেহী প্রতিবেশী দুই রাজ্য। এক পক্ষ আগ্রাসনকারী দুষ্কৃতী, অপর পক্ষ অসমের সশস্ত্র পুলিশবাহিনী। সম্মুখ সমরে উভয় পক্ষ। এই চিত্র দক্ষিণ হাইলাকান্দির মিজোরাম সীমান্তবর্তী অসম ভূখণ্ডে অবস্থিত ঘুটঘুটির।

হাইলাকান্দির অসম-মিজোরাম সীমান্তের প্রত্যন্ত ঘুটঘুটি এলাকায় এ রকম অবর্ণনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে গত দু''দিন ধরে। মিজোদের জবাব দিতে তৈরি অসম পুলিশও। তৈরি করা হয়েছে সশস্ত্র পুলিশ ক্যাম্প।

দক্ষিণ হাইলাকান্দির রামনাথপুর থানার অন্তর্গত অসম-মিজোরাম সীমান্তবর্তী প্রত্যন্ত অঞ্চল ঘুটঘুটিতে রীতিমতো যুদ্ধের আবহ তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যে মিজো ইন্ডিয়ান রিজার্ভ ব্যাটালিয়নের (আইআর ব্যাটালিয়ন) সহায়তায় মিজোরামের দুষ্কৃতকারী সহ বিভিন্ন সংগঠন ও স্থানীয় বাসিন্দারা প্রায় দশ কিলোমিটার অসমের জমি জবরদখল করে নিয়েছে। গত শনিবার প্রত্যন্ত ওই অঞ্চলে ছুটে যান অসম পুলিশের আইজিপি অনুরাগ আগরওয়ালা। হাইলাকান্দির পুলিশ সুপার ড় রমণদীপ কৌরকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ছুটে যান সেখানে।

মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মার নির্দেশে আইজিপি অনুরাগ আগরওয়ালা আন্তঃরাজ্য সীমান্তে ছুটে যান। জানা গেছে, ইতিমধ্যে অসম-মিজোরাম সীমান্তের ঘুটঘুটিতে ৩০০-এর বেশি পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। অসমের মাটিতে ঘাঁটি গেড়ে রয়েছে মিজোরামের আইআর ব্যাটালিয়ন। মিজো আইআর ব্যাটালিয়ন অসমের মাটিতে ক্যাম্প স্থাপন করে অত্যাধুনিক মেশিনগান সহ বহু অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রহরা দিচ্ছে। অসম পুলিশের আইজিপি অনুরাগ আগরওয়ালা ড্রোনের সাহায্যে সার্ভে অব ইন্ডিয়ার ম্যাপ দেখে নিশ্চিত হন যে মিজোদের ক্যাম্প স্থাপন করে জবরদখলকৃত জমিটি অসমেরই। এতে দেখা যায়, মিজোরা অসমের আরও তিন কিলোমিটারের বেশি জমি জবরদখল করে নিয়েছে।

আজ রবিবার মিজোরাম সীমান্ত থেকে মাত্র ২০০ মিটার দূরত্বে মূল পুলিশ ক্যাম্প তৈরির কাজ শুরু করা হয়েছে। এদিন অসম পুলিশের বিশাল বাহিনী ক্যাম্প তৈরি করেছে মিজোদের মোকাবিলায়। পরিস্থিতি সর্বক্ষণ পর্যবেক্ষণ করছেন রামনাথপুর থানার ওসি লিটন নাথ, জেলার সীমান্ত শাখার ডিএসপি নির্মল বিশ্বাস সহ জেলার সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা।

এদিকে, অসম-মিজোরাম সীমান্ত সমস্যা তথা সীমান্ত এলাকার সুরক্ষা নিয়ে যথেষ্ট আন্তরিক ভূমিকা পালন করছেন মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। কার্যত তাঁর নির্দেশে রাজ্যের শীর্ষ স্তরের আমলারা বার-কয়েক সীমান্ত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে গিয়েছেন। ইতিমধ্যে রাজ্যের সীমান্ত এলাকা সুরক্ষা ও উন্নয়ন বিভাগের কমিশনার-সচিব জ্ঞানেন্দ্রদেও ত্রিপাঠি (আইএএস) সীমান্ত পরিদর্শন করে গেছেন। অসম পুলিশের অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (এডিজিপি) হরমিত সিংও সীমান্ত পরিদর্শন করেছেন। প্রত্যন্ত এলাকা দামছড়া থেকে ঘুটঘুটি পর্যন্ত নির্মীয়মাণ রাস্তার কাজ পর্যবেক্ষণ করে যান রাজ্যের লোক নির্মাণ (পূর্ত) বিভাগের কমিশনার-সচিব রাজেশ কেম্প্রাই।

অসম : পাথারকান্দির সাধন ধরের রহস্য-মৃত্যুর জট খুলতে করিমগঞ্জের পুলিশ সুপারকে স্মারকপত্র কং-এর

পাথারকান্দি (অসম), ১৮ জুলাই (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার বাজারিছড়া থানাধীন লোয়াইরপোয়া ব্লকের ডেঙ্গারবন্দ গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এর আসাইঘাট গ্রামের জনৈক সাধন সুত্রধরের রহস্য-মৃত্যুর জট খুলতে পুলিশ সুপার পদ্মনাভ বরুয়ার হাতে স্মারকপত্র তুলে দিয়েছে কংগ্রেস। পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার বাজারিছড়া থানাধীন ডেঙ্গারবন্দ জিপি-র আসাইঘাট গ্রামের কাঠমিস্ত্রি সাধন সুত্রধরের মৃতদেহ গত ১৪ জুলাই পাথারকান্দি সংলগ্ন লঙ্গাই নদী থেকে উদ্ধার হয়েছিল। এ ঘটনার রহস্য উন্মোচন করতে পুলিশ সুপার পদ্মনাভ বরুয়ার কাছে এক স্মারকপত্র প্রদান করেছেন করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক পঙ্কজ নাগ।

প্রদত্ত স্মারকপত্রে পঙ্কজ নাগ লিখেছেন, গত সোমবার (১৪ জুলাই) তাঁর বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়েছিলেন সাধন সুত্রধর। পরবর্তীতে প্রায় ৩৬ ঘণ্টা পর পাথারকান্দির রঘুরটুক এলাকার টুকেরবাজার সংলগ্ন লঙ্গাই নদী থেকে সাধনের পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার হয়। নিজের বাড়ি থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করেছিল পাথারকান্দি থানার পুলিশ।

ময়না তদন্তের পর সাধনের মৃতদেহ তাঁর পরিবারের হাতে সমঝে দেওয়া হয়। রহস্যজনকভাবে একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তির মৃত্যুতে তাঁর পরিবারের সদস্যরা অসহায় হয়ে পড়েছেন। এই মৃত্যুকে স্বাভাবিক ভাবে মেনে নিতে পারছেন না পরিবারের লোকজন সহ তাঁর পরিচিতরা। বহুজনের সন্দেহ, সাধন সূত্রধরকে খুন করে লঙ্গাই নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং গোটা ঘটনার তদন্ত করে জড়িত দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করে তাদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানান জেলা কংগ্রেস নেতা পঙ্কজ নাগ। হিন্দুস্থান সমাচার / অমল / সমীপ

১৫ আগস্ট থেকে শুরু হতে পারে কালীঘাটের স্কাইওয়াকের কাজ : সূত্র

কলকাতা, ১৭ জুলাই (হি. স.): দক্ষিণেশ্বরের পরিবার ফের স্কাইওয়াক হতে চলেছে শহরের আরও এক মন্দিরে। জটিলতা কাটিয়ে খুব শীঘ্রই কালীঘাটে শুরু হতে চলেছে স্কাইওয়াকের কাজ এমনটাই খবর সূত্রের। করোনা হানায় নাস্তানাবুদ শহরবাসী। প্রতিনিয়ত বাড়ছে করোনা আতঙ্ক। অপরদিকে বর্তমানে রাজ্য জুড়ে চলছে লকডাউন। আগামী ৩০ জুলাই পর্যন্ত চলবে লকডাউন। এই পরিস্থিতির মাঝেই খুশির খবর। শোনা যাচ্ছে আগামী ১৫ আগস্ট থেকে শুরু হতে পারে কালীঘাট মন্দিরের স্কাইওয়াকের নির্মাণকাজ।জানা যাচ্ছে, দক্ষিণেশ্বরের ধাঁচে কালীঘাটে স্কাইওয়াকের তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রায় ৩৫০ মিটারের সেই প্রস্তাবিত স্কাইওয়াক নির্মাণের জন্য ইতিমধ্যে নকশা জমা পড়েছে বলে খবর।

উত্তর কলকাতার দেওয়ালের তৃণমূলের তরফে অঁকা হল ভারতের মানচিত্র

কলকাতা, ১৭ জুলাই (হি. স.): একুশের বিধানসভা ভোটের ফল বলছে ফের ক্ষমতায় তৃণমূল সরকার। কিন্তু অপর দিকে ক্রমাগত বাড়ছে তৃণমূল বনাম বিজেপি তরজা। এরই মাঝে রবিবার উত্তর কলকাতার শোভাবাজারে তৃণমূলের তরফে অঁকা হল ভারতের মানচিত্র।

করোনা হানায় দেওয়াকে পিঠ ঠেকে যাওয়ার জোগাড় শহরবাসীর। প্রতিনিয়ত হানা দিচ্ছে করোনা। একটা গোটা বছর পেরিয়ে গেলেও পরিবর্তন হয়নি পরিস্থিতির। এরই মাঝে উত্তর কলকাতায় দেওয়ালের ফুটে উঠল ভারতের মানচিত্র। এদিন শোভাবাজার অঞ্চলে যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ১২ বাই ১৬ ফুটের দেওয়ালে আঁকা হয় ভারতের মানচিত্র। সেই মানচিত্রে ভারতের যে কয়টি রাজ্য রয়েছে সে কটি রাজ্যের তার নিজস্ব ভাষায় লেখা আছে মা মমতা।

এই চিত্র অঙ্কনের পর এদিন তৃণমূলের তরফে দাবি করা হয় আগামী ২০২৪ সালে দিল্লির মসনদে বসে দেশ শাসন করতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এটা তারই ইঙ্গিত।

ঝাড়গ্রাম জেলা জুড়ে ২১ শে জুলাই পালনে জোর কদমে প্রস্তুতি নিচ্ছে তৃণমুল কংগ্রেস

ঝাড়গ্রাম, ১৮ জুলাই (হি. স.) : এবছরও করোনা পরিস্থিতিতে জন্য ২১ শে জুলাইয়ের শহীদ সভামঞ্চে হাজির থাকতে পারবেন ঝাড়্গাম জেলা তৃণমুলের নেতাকর্মীরা সমর্থকেরা। তবে জেলার প্রতিটি ব্লক, অঞ্চল এমনকি বুথে বুথে যাতে ২১ শে জুলাই পালনে কোনও ত্রুটি না হয় তার জন্য জেলা জুড়ে জোর কদমে প্রস্তুতি নিচ্ছে জেলা তৃণমুল কংগ্রেসের নেতাকর্মীরা। রবিবার ঝাড়্গাম জেলার সাঁকরাইল ব্ললের কেশিয়াপাতাতে তৃণমুলের দলীয় কার্যালয়ে সাঁকরাইল ব্লকের তৃণমুলের নেতাকর্মীদের নিয়ে মিটিং করেন গোপীবল্লভপুরের বিধায়ক চিকিৎসক খগেন্দ্রনাথ মাহাত।

এদিনের এই কর্মসুচিতে বিধায়ক দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন ২১ শে জুলাই যাতে প্রতিটি অঞ্চল , বুথে, ব্লকে দলীয় কর্মীরা ভার্চুয়াল মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য শুনতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হবে ।ফোন বা টিভির মাধ্যমে যাতে দলীয় কর্মীরা শুনতে পারেন তার ব্যবস্থা করার কথা বলেছেন। এদিনের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সাঁকরাইল ব্লকের তৃণমুলের ব্লক সভাপতি কমলাকান্ত রাউত,সহ সভাপতি অনুপ মাহাত, ব্লক যুব তৃণমুল কংগ্রেসের সভাপতি পিন্টু মাহাত ।এছাড়া সাঁকরাইল ব্লকের প্রত্যেক অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতি ও জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এদিন গোপীবল্লভপুরের বিধায়ক চিকিৎসক খগেন্দ্রনাথ মাহাত বলেন " এদিন কেশিয়াপাতাতে একুশে জুলাইয়ের ভার্চুয়াল সভার প্রস্তুতি আগে একটি বৈঠক করলাম। ওই দিন প্রতিটি ব্লকে,অঞ্চলে, বুথে,শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হবে ।দলীয় কর্মীরা যাতে দিদির বক্তব্য শুনতে পান তার ব্যবস্থা করা হবে।'

শিলিগুড়িতে রক্তদান শিবিরের আয়োজন

শিলিগুড়ি ১৮ জুলাই (হি. স.): রথযাত্রা উপলক্ষ্যে শিলিগুড়িতে রক্তদান শিবিরের আয়োজন। রবিবার শিলিগুড়ি রোটারি ক্লাবের উদ্যোগে ও ইসকন মন্দির কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় মন্দির চত্বরে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

রক্তদানের পাশাপাশি এদিনের শিবিরে ৪০০ জনকে করোনার টিকাও দেওয়া হয়লে জানিয়েছেন উদ্যোক্তরা। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে ইসকন মন্দির চত্বরে আয়োজিত রবিবারের এই রক্তদান শিবিরের উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিংয়ের ডিআইজি অমিত পি জাভালগি সহ অন্যরা।

-হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

বাইপাস থেকে উদ্ধার প্রায় ২৬ কোটি টাকার মাদক, গ্রেফতার মাদক কারবারি

কলকাতা, ১৮ জুলাই (হি.স.) : দুর্গাপুরের মাদক কারবারির পর্দাফাঁস। ইএম বাইপাস থেকে তাকে পাকড়াও কলকাতা পুলিশের এসটিএফ। শনিবার তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতের কাছ থেকে ২৫ কোটি ৮৮ লক্ষের মাদক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার কলকাতা পুলিশের এসটিএফ ইএম বাইপাস এলাকায় হানা দেয়। এরপর তদন্তকারীরা হাতে বছর ছত্রিশের মাদক কারবারিকে পাকড়াও করে। তার কাছ থেকে একটি দামি মোটর বাইক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এছাড়াও প্রায় ৬ কেজি হেরোইন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। যার বাজারমূল্য ২৫ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা। এসটিএফ সূত্রে জানা গিয়েছে ধৃতের নাম তাপস রায়। ৩৬ বছর বয়সি ওই মাদক কারবারি দুর্গাপুরের কাঁকসার বাসিন্দা। বীরভূমের দুবরাজপুর থানা এলাকাতেও একটি বাড়ি রয়েছে তার।

কী কারণে ওই যুবক কলকাতায় এসেছিল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই যুবক কাদের কাছে মাদক পৌঁছে দিত তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ধৃত তাপসকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও বড়সড় কোনও মাদক চক্রের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে বলেই মনে করছেন তদন্তকারীরা। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

কলকাতা পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের সাধন পান্ডের সুস্থতায় পুজো

কলকাতা,১৮ জুলাই (হি. স.): অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসারত মন্ত্রী সাধন পাণ্ডে। আপাতত ভেন্টিলেশনে রয়েছেন তৃণমূল নেতা। কিন্তু রবিবার সকাল থেকেই সাধন পান্ডের মৃত্যুর ভুয়ো খবর ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল সাইটে। যদিও সাধন পান্ডের মেয়ে সাফ জানিয়েছে তার বাবার অবস্থা আশঙ্কাজনক হলেও সে এখনও বেঁচে আছে। অপরদিকে এদিন সাধন পান্ডের সুস্থতা কামনায় কলকাতা পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে পুজো করল স্থানীয়রা।

করোনা আবহের মাঝেই হঠাৎ শুক্রবার রাতে অসুস্থ হয়ে পরেন মানিকতলার তৃণমূল বিধায়ক সাধন পাণ্ডে। এরপরেই তাকে ভর্তি করা হয় বাইপাসের ধারে এক বেসরকারি হাসপাতালে। বর্তমানে সাধন পান্ডের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক। এখনও ভেন্টিলেশনেই রয়েছেন বর্ষিয়ান তৃণমূল নেতা। বেড়েছে তার ফুসফুসের সংক্রমণ। হৃদস্পন্দনও অনিয়মিত। ইতিমধ্যেই সাধন পাণ্ডের চিকিৎসায় একটি মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়েছে। সেই মেডিক্যাল বোর্ডের সদস্যরা সাধন পান্ডেকে নিয়মিত পর্যবেক্ষণে রাখছেন। অপরদিকে তৃণমূল নেতার দ্রুত সুস্থতা কামনায় কলকাতা পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের দাসপাড়ায় হনুমান চালিশা পাঠের আয়োজন করলেন অনুরাগীরা। এদিন রাত ৮ টা পর্যন্ত চলবে এই পাঠ।

রাজ্যের থানাগুলির বেহাল অবস্থা, কঠিন পরিস্থিতিতে দায়িত্ব পালন করছেন পুলিশকর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১৮ জুলাই।। 'মারো ঠ্যালা হেইয়া, আরো জোরে হেইয়া'। হাঁ.. এই পরিস্থিতি রাজ্যের অধিকাংশ থানা গুলিতে। দীর্ঘ বাম জামানা থেকে রাজ্যের থানা গুলির হাল-হকিকত যে চরম তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে তা রাম আমলেও একই অবস্থান।রাজ্যের অধিকাংশ থানা গুলিতে যেমন রয়েছে পুলিশকর্মী স্বল্পতা।সাথে ব্যারাকের করুণ দশা। আবার কোথাও গাড়ির সমস্যায় নাজেহাল পুলিশকর্মীরা। তেমনি উত্তর জেলার গুরুত্বপূর্ণ একটি থানা কদমতলা থানা। যে থানার এক প্রান্তে রয়েছে ত্রিপুরা অসম সীমান্ত এবং অপর প্রান্তে রয়েছে ইন্দো বাংলা সীমান্ত। কদমতলা থানার আওতাধীন জনসংখ্যা ৮৩ হাজার ২৬২ জন। সেই অনুপাতে থানায় রয়েছে পুলিশ অফিসারের স্বল্পতা।সাথে রয়েছে কনস্টেবলের স্বল্পতাও। গবাদিপশুর ঘরের ন্যায় কনস্টেবলদের ব্যারাকের হালহকিকত।থানাতে গাড়ি সাকুল্যে তিনটি। দুটি জিপসি গাড়ির জান যায় যায় অবস্থা। তবে থার কোম্পানির নতুন একটি গাড়ি বেশ ভালোই রয়েছে। কিন্তু একটি গাড়ি দিয়ে তো আর এত বড় থানা এলাকা চলে না। সুতরাং জরুরী কালীন কোন ফোন বা নেশা বিরোধী অভিযানে যেতে গেলে চালকের আসন ছাড়া সকলে গাড়ি থেকে নেমে গাড়িতে ঠেলা দিয়ে বলতে হয়, মারো ঠ্যালা হেইয়া, আরো জোরে হেইয়া। সত্যি বড্ড করুন অবস্থা কদমতলা থানার। সময় মতো অস্কুলে না পৌঁছলে যেমন পুলিশ আমজনতার গালাগাল খেতে হয়। তেমনি উর্দতন কর্তৃপক্ষের রক্তচক্ষু দেখতে হয়। তাই কদমতলা থানার পুলিশ বাবুরা অস্ত্রহীন সিপাহীর মত দপ্তরে উদাসীনতার যাঁতাকলে বড্ড অসহায় অবস্থায় কঠোর পরিস্থিতির মধ্যে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।সংশ্লিষ্ট দপ্তর চোখ তুলে তাকাচ্ছে না এরকম গুরুত্বপূর্ণ একটি থানার দিকে।আর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দায়সারা মনোভাবে স্থানীয় কদমতলা থানা এলাকার জনগণ ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন।সাথে থানা এলাকায় হাসির খোরাক হয়ে দাঁড়িয়েছে থানার জিপসি গাড়ি। তাই কদমতলা বাসি জোরালো দাবি তুলছেন,অতিসত্বর কদমতলা থানায় পর্যাপ্ত পরিমাণে পুলিশকর্মী ও গাড়ি প্রদান করুক,সাথে কনস্টেবলদের ব্যারাক মেরামত করা হোক।

কৈলাসহর পুর এলাকার বার লাইব্রেরি চত্বরে গাছ কাটা নিয়ে বিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর,১৮ জুলাই।। কৈলাশহর পুরো পরিষদ এলাকার বার লাইব্রেরি চত্বরে সামনে।পৌরসভার লাগানো গাছ কাটা নিয়ে বিবাদ। আজ সকাল ১১ ঘটিকায় সাই কম্পিউটারের কর্মীরা এসে গাছ কেটে ফেলে। গতকাল রাত্রে বিএসএফের গাড়ি যাওয়ার সময় একটি বিদ্যুতের তার থেকে আগুন লেগে যায় অল্প জন্য রক্ষা পায়। আজ সকাল ১১ টায় সাই কম্পিউটার বিদ্যুৎ দপ্তরে কর্মীরা এসে জিজ্ঞেস না করেন গাছ কাটে। অনুমতি কে দিয়েছে এইভাবে গাছের গুড়ি কেটে ফেলা বিরোধিতা করেন জন গন। ডিসি মানষ মুড়াসিং এসে বলেন কে অনুতি দিয়েছে গাছ কাটতে। কিছু যুবক বিধায়ক মবশর আলি কে ফোন করে আনেন। এসে বলেন এভাবে গাছ কাটা অপরাধ খারাপ।যারা কেটেছে তাদের শাস্তি হওয়া দরকার। সাই কম্পিউটারের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত মানুষ এর অভিযোগ। ৯ মাস ধরে কৈলাসহরে বিদ্যুৎ দপ্তরের দায়িত্ব নিয়েছে সাই কম্পিউটার তার পর থেকে মানুষ তাদের বিরুদ্ধেঅভিযোগ। কর্মীদেরকে যারা পাঠিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বনদপ্তর এর মহাকুমা প্রশাসনের কাছে এলাকাবাসীর আবেদন।হুকুমাত প্রশাসন পৌর পরিষদের ও বনদপ্তর এর আদেশ ছাড়া কিভাবে কাজ কাটা হল। পরিবেশ নষ্ট করা হল দপ্তর এর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন কৈলাসের মানুষ।সাক্ষাত পাবলিক ও বিধায়ক।

দুবছর পূর্বে বৃদ্ধাকে পরিকল্পিত খুনের সুষ্ঠু বিচারের আশায় প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছে মাতৃহারা দুই সন্তান

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১৮ জুলাই।। প্রায় দু বছর পূর্বে এক বৃদ্ধাকে পরিকল্পিত খুনের ঘটনার সুষ্ঠু বিচারের আশায় প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছে মাতৃ হারা দুই সন্তান।প্রশাসনের ঢিলেমি মনোভাবে বিচারব্যবস্থা যেন মন্থর গতিতে এগোচ্ছে,এভাবেই অভিযোগ মাতৃহারা সন্তানদের।ঘটনা কল্পে প্রকাশ, বিগত ২০১৯ সালের ১৬ ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার চুরাইবাড়ি থানাধীন লক্ষীনগর গ্রামের ৪নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা শেফালী সিনহা(৬২) বাড়ির পাশেই একটি রাবার বাগানে জ্বালানি লাকড়ি কুড়াতে যান। তখন উনার প্রতিবেশী বিষ্ণু নাথ(৩৭) নামের এক যুবক সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে বৃদ্ধাকে গভীর জঙ্গলে নিয়ে গাছের সঙ্গে বেঁধে ঠান্ডা মাথায় খুন করে।ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই সেখান থেকে গা ঢাকা দেয় খুনিরা। অপরদিকে বৃদ্ধা শেফালী সিনহার ছেলেরা মাকে বাড়িতে দেখতে না পেয়ে যত্রতত্র খুঁজাখুঁজির পর হঠাৎ গভীর জঙ্গলে বৃদ্ধার মৃতদেহ দেখতে পায়।খবর দেওয়া হয় চুরাইবাড়ি থানায়।ছুটে যান তৎকালীন সেকেন্ড ওসি সাধন মজুমদার।তিনি সাধারন একটি হত্যার মামলার লিপিবদ্ধ করে নিজের কর্তব্য থেকে পরিত্রান পান বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর।চুরাইবাড়ি থানায় ০৯/১৯ নম্বরে মামলা হয়েছে যা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায়। কিন্তু বিষ্ণু নাথ সহ দু,তিন জন যুবক মিলে বৃদ্ধাকে পরিকল্পিত খুন করে গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল,তা পুলিশ আড়াল করে দেয় খুনিদের।যার ফলে বিষ্ণু নাথকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে গারদে পুড়লেও কয়েকমাসের মধ্যেই সে জামিনে মুক্তি পেয়ে বর্তমানে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।বর্তমানে পুলিশ ও এলাকাবাসী তার সন্ধান তো দূরের কথা কোনো কাকপক্ষিও হয়তো জানতে পারবে না সে কোথায় রয়েছে। এদিকে প্রায় দু''বছর চার মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও প্রশাসন থেকে কোন বিচার পায়নি স্বজনহারা পরিবারটি।এলাকাবাসীরা জানান, যখন খুনি বিষ্ণু নাথ জেলে ছিল তখন তারা একটি গণডেপুটেশন জেলা পুলিশ সুপারের নিকট প্রদান করেছিল।যাতে সে জেল থেকে ছাড়া না পায়। কারণ জেল থেকে বেরিয়েই সে পালিয়ে যাবে এমন খবর খেরেংজুড়ীর বাতাস ভারী করেছিল।তার সাথে খুনি বিষ্ণু গ্রামে অনুরূপ ঘটনা আরো যে ঘটাবে না তারও কোন ভরসা নেই। অপরদিকে এই ঘটনার খবর পেয়ে তৎকালীন সময়ে রাজ্যের মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামীও ছুটে আসেন নিহত পরিবারের বাড়িতে। সমস্ত খোঁজখবর নিয়েও তিনি অজ্ঞাত কারণে মামলাটির সুরাহা করতে পারেননি। তাই বর্তমানে নিহতের নিকটাত্মীয়রা কাতর মিনতি জানায় প্রশাসন তথা জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী এবং মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামীরা নিকট। তাঁরা যেন যৌথভাবে মামলাটি নিষ্পত্তি ঘটান এবং অভিযুক্তের কঠোর আইনের সাজা প্রদান করেন।

তাছাড়া এলাকাবাসীরা মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপও দাবি করেন। আজ এলাকাবাসীরা জড়ো হয়ে এই আবদার জানালেও ভবিষ্যতে তারা খুনির উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবে বলেও জানান।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মা ও ভাইকে হত্যার চেষ্টা, গ্রেপ্তার আসামি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৮ জুলাই।। মা এবং বড় ভাইকে গুলি করে হত্যার চেষ্টায় পলাতক যুবক শেষ পর্যন্ত পুলিশের জালে। গুলি কাণ্ডে পরেই পালিয়ে গা দেখা দিয়েছিল গভীর জঙ্গলে। আজ বিকেল বিকেল নাগাদ সে বাড়িতে ফিরে আসলে পুলিশ গোপন সূত্রের ভিত্তিতে নিজ বাড়ি থেকে রবি চরণ দেববর্মার ছোট ছেলে সাজেশ দেববর্মা কেআটক করে মুঙ্গিয়াকামি থানায় নিয়ে আসে। বর্তমানে সে মুঙ্গিয়াকামি থানার পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। আগামীকাল তাকে আদালতে সোপার্দ করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। কিভাবে কোথা থেকে তার কাছে এই বন্দুক আসলো তারও জিজ্ঞাসাবাদ চালায় পুলিশ। সংবাদে আরো জানা যায় গতকাল রাতের ঘটনার পর মুঙ্গিয়াকামি থানার পুলিশ সহ ত্রিপুরা মহকুমা পুলিশ আধিকারিকর সোনা চরণ ত্রিপুরা দেখেছিল বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখায়, মুংগিয়াকামি থানা ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার ধ্রুবজয় রিয়াং এর নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে নুনাছড়া এলাকায় ঘটনাস্থলে যায়। এবং এলাকাবাসীদের সহ সহযোগিতায় গুলি কাণ্ডে অভিযুক্ত ছোট ছেলে সাজেশ দেববর্মা কে আটক করতে সক্ষম হয়।

ধর্ষিতার বাড়িতে গেলেন শিশু সুরক্ষা কমিশনের টিম

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৮ জুলাই।। ১৬ বছরের দশম শ্রেণীর পড়ুয়া ছাত্রী ধর্ষণ কাণ্ডে শ্যামল সরকারের গ্রেপ্তার এবং কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি দাবিতে ত্রিপুরা শিশু সুরক্ষা কমিশন এর চেয়ারম্যান নিলিমা ঘোষ এর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল নাবালিকা মেয়েদের বাড়ি এবং তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সাথে সাক্ষাৎ করেন রবিবার দুপুরে। উল্লেখ বিজেপির এক বুথ সভাপতির দ্বারা এক নাবালিকা মেয়েকে ছলনার ফাঁদে ফেলে অন্তঃসত্ত্বা করা এবং পরবর্তী সময়ে অভিযুক্তের নামে থানায় মামলা হলে পুলিশ কর্তৃক এখন পর্যন্ত পাকড়াও করতে না পারায় আজ ত্রিপুরা চাইল্ড রাইট কমিশনের চেয়ারম্যান নিলিমা ঘোষ এবং মনীষা সাহার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল তেলিয়ামুড়া থানাধীন মহারানিপুর এলাকার ওই নাবালিকা মেয়েটির বাড়িতে যান। এবং পরিবারের লোকজনের সাথে কথা বলে। বর্তমান পরিস্থিতিতে মেয়েটির চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলেও আশ্বাস দেন নিলিমা ঘোষ। উল্লেখ্য ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা ২৪ নং বুথের বুথ সভাপতি শ্যামল সরকার তার বাড়ির পাশেরই ১৬ বছরের নাবালিকা মেয়েকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে পরপর সম্ভোগ করে।বর্তমানে মেয়েটির সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা। এদিকে মেয়েটিকে শ্যামল সরকার হুমকি দেয় এই বিষয়ে যদি কারো কে বলে তবে প্রাণে মেরে ফেলা হবে।

প্রবীণ সাংবাদিক মানিক দাস প্রয়াত

আগরতলা, ১৮ জুলাই।। চলে গেলেন ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট মহকুমার প্রবীণ সাংবাদিক মানিক দাস। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। তিনি স্ত্রী এবং এক পুত্র ও কন্যা সহ রেখে গেছেন অগণিত গুনমুগ্ধ। গত কয়েকদিন আগে কোভিডে আক্রান্ত হয়ে প্রথমে কুমারঘাট হাসপাতাল ও সেখান থেকে কৈলাসহর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু অবস্থার অবনতি ঘটলে চিকিৎসকরা তাকে আগরতলা জিবি হাসপাতালে রেফার করে দেন। যথারীতি সেখানে নিয়ে এলে অবস্থা খারাপ হওয়ায় চিকিৎসকরা তাকে কোভিড আইসিইউতে ভর্তি রাখেন। কয়েক দিন ভর্তি থাকলেও শেষ রক্ষা হয়নি। রবিবার সকাল আনুমানিক ৬টা নাগাদ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন সাংবাদিক মানিক দাস। পরে মৃতদেহ আগরতলা বটতলা মহাশ্মশানেই সৎকার করা হয়।

প্রবীণ সাংবাদিক মানিক দাসের প্রয়াণের খবরে গভীর শোক নেমে এসেছে রাজ্যের কর্মরত সাংবাদিক মহলে। কুমারঘাটে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন তিনি। স্বাভাবিক কারণেই সেখানেও তার প্রয়ানে গভীর শোক নেমে আসে। কুমারঘাট প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন তিনি এবং মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এই দায়িত্বে ছিলেন। ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস এসোসিয়েশনেরও প্রবীণ সদস্য ছিলেন তিনি। বরিষ্ট সাংবাদিক মানিক দাসের প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছে ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস এসোসিয়েশন এবং শোকসন্তপ্ত পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

এদিকে আগরতলা প্রেসক্লাব এবং ত্রিপুরা জার্নালিস্টস ইউনিয়নের তরফ থেকেও গভীর শোক প্রকাশ করা হয়েছে। সেই সাথে শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়েছে।

ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র করে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বৃদ্ধা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৮ জুলাই।। দুই শিশুর ক্রিকেট খেলা নিয়ে সামান্য ঝগড়াকে কেন্দ্র করে দুই প্রতিবেশী পরিবারের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে আহত দুই মহিলা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক বৃদ্ধা মহিলা। ঘটনা বিশালগড় থানাধীন চড়িলাম উত্তরমুড়া এলাকায়।জানা যায় শনিবার চড়িলাম উত্তরমুড়া এলাকার বাসিন্দা দিদার হোসেন এর ছেলে ও প্রতিবেশী ইদন মিয়ার ছেলে বাড়ির পাশেই ক্রিকেট খেলছিল। খেলার মাঝে দুজনের মধ্যে একটি ঝগড়ার সৃষ্টি হয়। সেই ঝগড়াকে কেন্দ্র করে রবিবার ইদন মিয়া ও তার পরিবারের লোকজন মিলে দিদার হোসেন এর স্ত্রী হাসিনা বেগম ও শাশুড়ি মাফিয়া খাতুন এর উপর দৈহিক আক্রমণ চালায় বলে অভিযোগ করে আক্রান্ত হাসিনা বেগম। হাসিনা বেগম বলেন শনিবার তার ছেলে প্রতিবেশী ইদন মিয়ার ছেলের সঙ্গে ক্রিকেট খেলতে গেলে তাদের মধ্যে সামান্য ঝগড়া বেধে যায়। রবিবার হাসিনা বেগমের স্বামী বাড়ি থেকে কাজের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার সময় গত কালকের ঘটনা শুনে তিনি তার স্ত্রীকে বলেন ছেলেকে যেন ঘরে আটকে রাখা হয়। যদি ছেলে কথা না শুনে তাকে যেন বকুনি দেয় তার মা। এর কিছুক্ষণ পর প্রতিবেশী ইদণ মিয়া সহ তার পরিবারের লোকজন এসে আচমকা হামলা চালায় দিদার হোসেনের বাড়িতে। অভিযোগ করে বলেন দিদার হোসেনের স্ত্রী।ঘটনায় রক্তাক্ত হয় দিদার হোসেনের শাশুড়ি মাফিয়া খাতুন এবং আহত হয় স্ত্রী হাসিনা বেগম। আহতদের প্রথমে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে মাফিয়া খাতুনের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে জিবি হাসপাতালে রেফার করে দেয় হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক। এদিকে দিদার হোসেন এর পরিবারের পক্ষ থেকে ইদন মিয়া, আনোয়ারা বেগম, মালেকা বেগম, জোলেখা বেগম এবং ইমাম হোসেনের নামে বিশালগড় মহিলা থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করছে চড়িলাম উত্তরমুড়া এলাকায়।

কিশোর কুদ্দুসের পাশে বহু মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৮ জুলাই।। সংবাদমাধ্যমকে যে চতুর্থ স্তম্ভ বলা হয় তারই প্রতিফলন দেখা গেল সাংবাদিকদের সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে সামাজিক দায়িত্ব পালন করে সমাজকে তথা যুব সমাজের উদ্বুদ্ধ করে ছোট কুদ্দুসের সাহায্যের জন্য সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের এগিয়ে আসায় চুরি যাওয়া সাইকেল ফেরৎ না পেলেও নতুন বাই সাইকেল পাওয়ার মাধ্যমে।আর কে পুর থানার সামনে থেকে নবম শ্রেণীতে পাঠরত ছোট্ট দরিদ্র ছেলে কুদ্দুসের সাইকেল চুরি হয় গত পরশু দিন যখন সে ঢেঁকির শাক বিক্রি করছিলো। এ নিয়ে একটি স্থানীয় নিউস চ্যানেল এবং জাগরণ পত্রিকা সহ অঅন্যান্য বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে সংবাদ পরিবেশন ও স্যোসাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া সংবাদ দেখে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাহায্যের হাত বাড়ানোর সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়তে থাকে।

জাগরণ পত্রিকা সহ অন্যান্য কয়েকটি পত্রিকায় সংবাদ পরিবেশন করার পরিপ্রেক্ষিতে সকলের হৃদয় বিগলিত হয়েছিলো, তারই ফলশ্রুতিতে গোমতী জেলা যুব মোর্চার পক্ষ থেকে যুব মোর্চা সভাপতি সুকান্ত সাহা সহ এক প্রতিনিধি দল আজ নবম শ্রেণীতে পাঠরত কুদ্দুস নামের ছেলেটির বাড়িতে ছুটে যায় ,পাশাপাশি এই ছেলেটির পড়াশোনার জন্য মাসিক ২ হাজার টাকা করে এক বছর দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। প্রথম অবস্থায় আজ ২০০০টাকা দেওয়া হয়। কুদ্দুসের বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় উনারা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে এই বাড়িতে নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন বলে কুদ্দুসকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসেন। পাশাপাশি ত্রিপুরা প্রদেশ যুব মোর্চার ওয়ান বুথ টোয়েন্টি ইয়ুথ ইনচার্জ অজিত পোদ্দার মহাশয় একটি নতুন বাইসাইকেল কিনে কুদ্দুসের হাতে তোলে দেন। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের বহু ব্যক্তিত্ব ফোন করে এই পরিবারটিকে সাহায্যের আশ্বাস দেন। অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেন বলেছেন প্রকৃত সাংবাদিকতার মানসিকতা নিয়ে কাজ করলে মানব সেবার পাশাপাশি সমাজের জন্য কিছু একটা যে করা যায় তাই দেখিয়ে দিল বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা। এদিকে উদয়পুর শহরে নেশায় আসক্ত হয়ে অনেক ভালো ভালো পরিবারের শান্তি বিঘ্নিত যেমন হচ্ছে তেমনি অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। যার ফলশ্রুতিতে উদয়পুরে প্রতিনিয়ত চুরির ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। ইদানিং কালে কুদ্দুসের মত উদয়পুরের বিভিন্ন স্থানে দোকান, বাই সাইকেল, বাড়ি ঘরে এবং বাইক চুরির হিড়িক বেড়ে যায়। চুরি যাওয়া বাইসাইকেলটি না পেলেও নতুন বাই সাইকেল পেয়ে কুদ্দুস খুস মেজাজেই আছে।

ছুটির

● প্রথম পাতার পর

তিনিও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন। বেশ কয়েকবার অভিযান চালিয়ে এসব বামপন্থী কর্মচারী নেতাদের তিনি হাতেনাতে ধরতে পারছেন না। দুর্নীতি দমনে উপাধ্যক্ষ সাংবাদিকদের সাহায্য কামনা করেছেন।

শীঘ্রই

● প্রথম পাতার পর

মনোরম দৃশ্য পর্যটকদের আকর্ষণ করে। ত্রিপুরার সবচেয়ে পরিষ্কার গ্রাম হিসাবে মাওলাননং পরিচিত। ভাঙমুন থেকে ৮০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত এবং প্রায় ২৫৩ টি পরিবারের জনসংখ্যা ১,৫১২ সেখানে।

নারী

● প্রথম পাতার পর

গ্রেফতার করে যাতে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হয়।২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি মন্ডল এবং মহিলা মোর্চার মন্ডলের তরফ থেকে তেলিয়ামুড়া থানার ও.সি নাড়ুগোপাল দেবের কাছে ডেপুটেশন প্রদানকালে এমনটাই বললেন ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মন্ডল সভাপতি নির্মল সরকার।খবরে জানা যায়, ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ২৪ নং বুথের সভাপতির বিরুদ্ধে ১৬ বছর বয়সি এক নাবালিকাকে ধর্ষণ এবং সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা করার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাকে ঘিরে নাবালিকা ধর্ষিতা মেয়ের পরিবারের তরফ থেকে তেলিয়ামুড়া থানায় মামলা করা হয়। মামলা করার প্রায় ৪৮ ঘন্টা অতিক্রান্ত হলেও এখন পর্যন্ত ধর্ষক কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ২৪ নং বুথের সভাপতি শ্যামল সরকার পলাতক। তাকে এখনো তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ গ্রেফতার করতে পারেনি।

ধর্ষক শ্যামল সরকারকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করার দাবিতে তেলিয়ামুড়া থানায় এক ডেপুটেশন প্রদান করল ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভার মন্ডল সভাপতি নির্মল সরকারের নেতৃত্বে এবং মহিলা মোর্চার পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল।ডেপুটেশন প্রদান কালে মন্ডল সভাপতি নির্মল সরকার জানিয়েছেন বিজেপি দল কোন অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় না। ধর্ষক শ্যামল সরকারকে অবিলম্বে গ্রেফতার করে যাতে তাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হয় সেই দাবি জানিয়েছেন তারা। এ ধরনের ন্যাক্কারজনক ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মন্ডল সভাপতি নির্মল সরকার।

গুরুগ্রামে

● আটের পাতার পর

নাগাদ গুরুগ্রামের খাওয়াসপুর গ্রামে তিনতলা ভবন ধসে পড়ে। বহু লোকের আটকা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। ঘটনাস্থলে উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রমের দল উপস্থিত রয়েছে বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। ঘটনাস্থলে রয়েছেন ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (ডিসিপি) রাজীব দেশওয়াল।

ডিসিপি বলেছেন, 'একটি ভবন ধসে যাওয়ার বিষয়ে আমরা একটি ফোন পেয়েছি। ফায়ার ব্রিগেড ও পুলিশ বিভাগ ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছে এবং উদ্ধার কাজ শুরু করছে,'।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ।

আজ সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব লেখেন, দিল্লি সফরে বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার সাথে দেখা হয়েছে। আমি তাঁকে জনকল্যানে ত্রিপুরা সরকার উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ সবিস্তারে জানিয়েছি। সাথে বিভিন্ন সাংগঠনিক বিষয়ে তাঁকে অবগত করেছি। ফলে বিপ্লব কুমার দেবের সাথে বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতির সাক্ষাতে অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে গেছে, মন্ত্রিসভা রদবদল নিয়ে তিনি সামাজিক মাধ্যমে কিছু লেখেননি ঠিকই। কিন্ত, এ-বিষয়ে সম্মতি আদায়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে, তা নিশ্চিত বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল।এদিকে, রাজ্যপাল সত্যদেব নারায়ণ আর্যও আগামীকাল রাজ্যে ফিরে আসছেন।

সাম্প্রদায়িক

● প্রথম পাতার পর

মামলার বিষয়ে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়িয়ে মিথ্যা প্রচার চালানোর চেষ্টা করছে।

পুলিশ আরও বলেছে যে, শাকিল তার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে আপলোড করা ভিডিওতে সাম্প্রদায়িক হত্যার ঘটনায় হেরফের করার চেষ্টা করছিল কারণ নিহতরা মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্তর্গত যা ঘটনার প্রকৃত তথ্য না জেনে করা হয়েছে।।

হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে শত্রুতা প্রচারের চেষ্টা করার সময় অভিযুক্ত ব্যক্তি বিশেষত এই ঘটনার জন্য আরএসএস এবং বিজেপিকে দোষারোপ করছেন বলেও ধারণা। শাকিল হাসান এইচ ইচ্ছাকৃতভাবে কল্যাণপুরের পিএস পুলিশ তদন্তাধীন একটি সত্যতার গুজব ছড়িয়ে ধর্মীয় অনুভূতির অপমান করার চেষ্টা করেছে। ভিডিওতে তার বক্তব্যটি ওই অঞ্চলে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে শত্রুতা তৈরি এবং এর ফলে পুরো এলাকায় আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হতে পারে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

শাকিল ও তার অপর দুই সহযোগী ১৫ জুলাই কর্ণাটক থেকে রাজ্যে এসেছিলেন রাঙ্গামাটিয়ার জাহিদ হোসেন, শ্রীমন্ত পুরের বিল্লাল হোসেন, বরদওয়ালের সাইফুল ইসলাম ও সেলিম মিয়া এর বাড়িতে যান।

শাকিল হাসান এইচ সহ তার দুই সহকর্মী ও সোনামুড়া থেকে আসা তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে আইপিসি ধারা ১২০ (৮) / ১৫৩ এ / ১৫৩৮/২৯৫ এ / ৫০৫ (২) আইপিসি এবং (৬৬ (এফ) আইটি আইনে মামলা করা হয়েছে।

মেয়ে

● প্রথম পাতার পর

বাড়িতে তার ওপর অমানুষিক নির্যাতন শুরু হয়। তাকে বেধড়ক মারধর করা হয়। শেষ পর্যন্ত প্রাণ বাঁচাতে মহিলা মেয়ের বাড়ি থেকে বের হয়ে আসেন। তিনি দূর্গা চৌমুহনী এলাকায় অসহায় অবস্থায় ঘোরাফেরা করছিলেন। বিষয়টি হোম ডেলিভারি প্রদানের কাজে যুক্ত যুবকদের নজরে আসে। অসহায় মহিলা ওই যুবকদের কাছে সাহায্য চায়। তখনই হোম ডেলিভারির যুবকরা মহিলাকে পশ্চিম মহিলা থানায় পৌঁছে দেয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত অভিযুক্ত কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। নির্যাতনকারী মেয়ে ও জামাই এর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

দোরাইস্বামী

● প্রথম পাতার পর

সেক্ষেত্রেও যদি কোন সমাধান করতে কোন পদক্ষেপ নেওয়া যায় কিনা তার চেষ্টা তিনি করবেন বলে জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউটে উৎপাদিত টিকা সরবরাহ করতে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি হয়। চুক্তি মতে তিন কোটি ডোজ টিকা সরবরাহ করার কথা। এর মধ্যে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সত্তর লাখ ডোজ টিকা দিয়েছে বাংলাদেশকে। প্রতি মাসে পঞ্চাশ লাখ করে টিকা পাঠানোর কথা ছিল। কিন্তু ভারতেই টিকার যোগানের ঘাটতি থাকার ফলে বাংলাদেশে টিকা পাঠানো সম্ভব হয়নি। এই অবস্থায় বাংলাদেশের সঙ্গে চুক্তির আওতায় সেরাম থেকে বাকি দুই কোটি ত্রিশ লাখ টিকার চালান আটকে যায়। চুক্তিমতো ভারত থেকে টিকা না পেয়ে বাংলাদেশ এরই মধ্যে চীনের সিনোফার্মের কাছ থেকে তিন মাসে দেড় কোটি টিকা কিনছে।

মহিলা

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে প্রতিবেশী পরিবারের শিশুদের সঙ্গে তাদের পরিবারের শিশুদের খেলাকে কেন্দ্র করে বাকবিতণ্ডা হয়। সেই বাকবিতণ্ডার জেরি তাদের ওপর সঙ্গবদ্ধ হামলা চালানো হয়। সঙ্গবদ্ধ হামলায় তারা গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন। এ ব্যাপারে অভিযুক্তদের নাম থাম উল্লেখ করে বিশালগড় থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের সংবাদ নেই। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। ফের যেকোনো সময় প্রতিশোধ স্পৃহায় অভ্যস্ত হয়ে হামলা হুজ্জোতি সংগঠিত হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

কিশোর

● প্রথম পাতার পর

রায় চাকমা ঘাট ব্যারিজের বাঁধের গেইট বন্ধ করা এবং আগরতলার এন.ডি.আর.এফ টিম পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। শেষ খবর লেখা পর্যন্ত, জলের তলায় তলিয়ে যাওয়া অনির্বাণকে এখন পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

াঙ্গন

বর্ণবিদ্বেষ নিয়ে ফের ঝড় মাঠ ছাড়ল ক্ষুব্ধ জার্মানি

টোকিও, ১৮ জুলাই (হি.স.) : ইউরো ফাইনালে ইংল্যান্ডের তিন কৃষ্ণাঙ্গ ফুটবলারকে বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্যের রেশ কাটতে না কাটতেই ফের একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। এবার জাপানে অলিম্পিক্সের প্রস্তুতি ম্যাচে। ইউরো ফাইনালে ইংল্যান্ডে বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্যের রেশ এখনও কাটেনি। এনিয়ে ব্রিটিশ সরকার তদন্ত পর্যন্ত শুরু করেছে।

এবার এই ঘটনার শিকার জার্মানির পুরুষ ফটবল দল। শনিবার ওয়াকাইয়ামাতে তারা হন্ডুরাসের সঙ্গে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলছিল। ম্যাচে এক জার্মান ফুটবলারকে বর্ণবিদ্বেষমূলক পরিস্থিতির সামনে পড়তে হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। তাতে ক্ষুব্ধ জার্মানি দল প্রতিবাদ জানিয়ে ম্যাচ শেষ হওয়ার পাঁচ মিনিট আগে বেরিয়ে যায়।

জার্মানি দলে রয়েছেন জর্ডান টুহুনারিগা নামে এক কৃষ্ণাঙ্গ ডিফেন্ডার। তাঁর বয়স ২৩। খেলেন হার্থা বিএসসিতে। অনূর্ধ ২১ জাতীয় দলেও ছিলেন। তিনিই বর্ণবিদ্বেষী আক্রমণের শিকার হন বলে জানিয়েছে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম।

দর্শকহীন স্টেডিয়ামে খেলা স্থগিত হওয়ার সময় ফল ছিল ১-১। হন্ডুরাস জাতীয় দলের পক্ষ থেকে অবশ্য জানানো হয়েছে, এটি ভুল বোঝাবুঝি ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু জার্মান জাতীয় দলের টুইটারে পরিষ্কার লেখা হয় """"১-১ অবস্থায় শেষ বাঁশি বাজার পাঁচ মিনিট আগেই খেলা পরিত্যক্ত হয়। আমাদের জর্ডান টুহুনারিগাকে মাঠে বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্যের শিকার হতে হয়েছে। তার প্রতিবাদ জানিয়েই জার্মানি দল মাঠ ছেড়েছে।"""" অভিযোগের তির প্রতিপক্ষ এক ফুটবলারের দিকে। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

বাড়ছে উদ্বেগ, এবার অলিম্পিক গেম ভিলেজে করোনা আক্রান্ত আরও দুই অ্যাথলিট

টোকিও, ১৮ জুলাই (হি.স.) : এবার অলিম্পিক গেম ভিলেজে করোনা আক্রান্ত প্রতিযোগীদের নিয়ে বাড়ছে উদ্বেগ। শনিবারে আয়োজকরা জানিয়েছিলেন, আঁটসাট নিরাপত্তা টপকে অলিম্পিক গেম ভিলেজে করোনা ভাইরাস একজনের শরীরে মিলেছে। তাঁকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই নিয়ে আলোচনার রেশ কাটতে না কাটতে ফের গেম ভিলেজে থাকা আরও দুই অ্যাথলিট এবার করোনা পজিটিভ ধরা পড়ল।

আর মাত্র দিন পাঁচেক বাকি। তারপরই ২৩ জুলাই থেকে শুরু টোকিও অলিম্পিক। কিন্তু তার আগেই গেম ভিলেজে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে সংক্রমণ। এই প্রথম সেখানে দুই অ্যাথলিটের শরীরে মিলল করোনা ভাইরাসের খোঁজ। রবিবার এখবর নিশ্চিত করা হয়েছে আয়োজকদের তরফে। গেম ভিলেজের বাইরে আরও একজন আক্রান্ত বলেও শোনা যাচ্ছে। শনিবারই গেম ভিলেজে প্রথম করোনা পজিটিভের খবর সামনে আসার পর বাড়ে উদ্বেগ। যদিও জানা যায়, তিনি কোনও প্রতিযোগী নন। কিন্তু এবার অ্যাথলিটরাও আক্রান্ত হলেন। তাঁদের পরিচয় এখনও জানানো হয়নি।

প্রতিবারের মতো এবারও গেম ভিলেজেই থাকছেন সাড়ে ছ'হাজারেরও বেশি প্রতিযোগী। অতিমারীর কারণে অন্যান্যবারের থেকে এবার কড়াকড়িও বেশি। প্রতিযোগীদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে মাস্ক পরা, দূরত্ববিধি মেনে চলা, সঙ্গম না করার মতো নানা বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। তবে আয়োজকরা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই জানিয়েছেন, চিন্তার কোনও কারণ নেই। সংক্রমণ রুখতে সমস্ত ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়েছে। এদিকে, জাপান সরকার আগেই জানিয়েছে, কোনও প্রতিযোগী করোনা রোগীর সংস্পর্শে এলেও ইভেন্টে অংশ নিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে তাঁর করোনা রিপোর্ট নেগেটিভ আসতে হবে।

'ডি-বক্সে আগুয়েরো ভয়ঙ্কর'

দলে নতুন যোগ হওয়া সের্হিও আগুয়েরোর সামর্থ্যে আস্থার কোনো কমতি নেই বার্সেলোনা কোচ রোনাল্ড কুমানের। তার দৃষ্টিতে, ডি-বক্সে আর্জেন্টাইন অভিজ্ঞ এই ফরোয়ার্ড প্রতিপক্ষের জন্য বিপজ্জনক।ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের দল ম্যানচেস্টার সিটিতে সফল এক দশক কাটিয়ে দুই বছরের চুক্তিতে কাম্প নউয়ের দলে যোগ দিয়েছেন ৩২ বছর বয়সী আগুয়েরো। নতুন মৌসুম সামনে রেখে রোববার বার্সেলোনা টিভিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অনেক বিষয় নিয়ে কথা বলেন কুমান; সেখানেই উঠে আসে আগুয়েরো প্রসঙ্গ। ''গোলের সামনে আমাদের উন্নতি করতে হবে। সেই লক্ষ্যে সে (আগুয়েরো) আমাদের দলে গুরুত্বপূর্ন সংযোজন। 'কুন' (আগুয়েরোর ডাকনাম) অভিজ্ঞ একজন খেলোয়াড় এবং ডি-বক্সে খুবই ভয়ঙ্কর। শারীরিকভাবে তাকে ঠিক থাকতে হবে এবং আমরা তার সেরাটা চাই।''সিটির হয়ে ১০ মৌসুমে আগুয়েরোর অর্জন অনেক। ক্লাবটির সবসময়ের সর্বোচ্চ গোলদাতা তিনি। বিদেশি খেলোয়াড় হিসেবে প্রিমিয়ার লিগে সবচেয়ে বেশি গোলের রেকর্ডও তার।ইতিহাদ স্টেডিয়ামের দলটির হয়ে সব মিলিয়ে ৩৯০ ম্যাচে আগুয়েরো করেছেন ২৬০ গোল। সতীর্থদের দিয়ে গোল করিয়েছেন ৭৪টি। পাঁচটি প্রিমিয়ার লিগ, একটি এফএ কাপ, ছয়টি লিগ কাপসহ জিতেছেন মোট ১৫টি শিরোপা।গত দুই বছরে চোট অবশ্য বেশ ভুগিয়েছে আগুয়েরোকে। ২০২০-২১ মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ক্লাবের হয়ে তিনি খেলতে পারেন কেবল ২০ ম্যাচে। গোল করেন ৬টি।স্পেনে খেলার অভিজ্ঞতা আগুয়েরোর জন্য নতুন হবে না। এর আগে ২০০৬ থেকে ২০১১ পর্যন্ত আতলেতিকো মাদ্রিদের হয়ে খেলেছিলেন তিনি। মাদ্রিদের দলটির হয়ে ২০১০ সালে জেতেন ইউরোপা লিগ, পরের বছর উয়েফা সুপার কাপ। এরপর যোগ দেন সিটিতে, সমৃদ্ধ করেন নিজের ক্যারিয়ার। আর্জেন্টিনার হয়ে কিছুদিন আগেই জিতেছেন কোপা আমেরিকা। এবার তার সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ। গত মৌসুমে কেবল কোপা দেল রের শিরোপা জেতে বার্সেলোনা।আগুয়েরোর সামনে রয়েছে আরও এক হাতছানি। এখন ক্লাবেও জাতীয় দলের সতীর্থ লিওনেল মেসির পাশে খেলতে পারেন তিনি। গণমাধ্যমের খবর, বেতন কমিয়ে আগামী পাঁচ বছরের জন্য নতুন চুক্তিতে সই করতে যাচ্ছেন বর্তমানে ফ্রি এজেন্ট মেসি।

ব্যালন ডি অরের লড়াইয়ে মেসি এগিয়ে: কুমান

মাসখানেক আগেও এবারের ব্যালন ডি'অর লড়াইয়ে লিওনেল মেসির সম্ভাবনা খুব বেশি ছিল না। কোপা আমেরিকায় তার অসাধারণ সাফল্যে পাল্টে গেছে চিত্র; মাঠে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে আর্জেন্টিনাকে শিরোপা জেতানো এই তারকার হাতেই বর্ষসেরার পুরস্কারটি দেখতে শুরু করেছেন অনেকে। বার্সেলোনা কোচ রোনাল্ড কুমানের মতেও যেমন, এ বছরের সেরা ফুটবলারের পুরস্কারটির সবচেয়ে বড় দাবিদার মেসিই। অধিনায়ক মেসির হাত ধরে ২৮ বছরের শিরোপা খরা কেটেছে আর্জেন্টিনার। জাতীয় দলের হয়ে একটি শিরোপার স্বাদ পেতে এবারের কোপা আমেরিকায় নিজেকে নিংড়ে দেন মেসি। সবচেয়ে বেশি গোল, সবচেয়ে বেশি অ্যাসিস্ট, যৌথভাবে টুর্নামেন্টের সেরা ফুটবলার-সব মিলিয়ে মহাদেশ সেরা প্রতিযোগিতাটি যেন ছিল মেসিময়। ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা ফুটবলারের এমন নৈপুণ্যে কুমান মোহাবিষ্ট। রোববার বার্সেলোনা টেলিভিশনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মেসিকে সবার জন্য উদাহরন হিসেবে উল্লেখ করেছেন তিনি। তার বিশ্বাস, সপ্তমবারের মত বর্ষসেরা খেতাব জিতবেন মেসিই। "দলে সে খুব গুরুত্বপূর্ণ, সে আমাদের অধিনায়ক এবং (সবার জন্য) উদাহরন। (কোপা আমেরিকায়) কঠিন শুরুর পর সে ছিল ভীষণ কার্যকরী।

সে খুব করে চাইছিল চ্যাম্পিয়ন হতে এবং বিশ্বের সেরা খেলোয়াড় হিসেবে সে শিরোপা জিতে অভ্যস্ত। আমার চোখে ব্যালন ডি অর জয়ের লড়াইয়ে সে ফেভারিট।'' বার্সেলোনার সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় মেসি অবশ্য এখন আর কুমানের খেলোয়াড় নন। তবে স্প্যানিশ গণমাধ্যমের খবর, কাতালান ক্লাবটির সঙ্গে পাঁচ বছরের চুক্তি করতে রাজি হয়েছেন মেসি।

একদিনের সিরিজের প্রথম ম্যাচে আজ শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি শিখরের ভারত

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই (হি.স.) : আর মাত্র কয়েকঘণ্টার অপেক্ষা। তারপরেই শুরু হতে চলেছে ভারত বনাম শ্রীলঙ্কা প্রথম একদিনের ম্যাচ। প্রায় ২ বছর পর ৫০ ওভারের ক্রিকেটে আরও একবার মুখোমুখি হতে চলেছে ভারত এবং শ্রীলঙ্কা। লঙ্কা ব্রিগেডের বিরুদ্ধে শিখরবাহিনী রবিবার থেকে তিন ম্যাচের সিরিজ খেলবে। ২০১৭ সালের পর থেকে এই দুই দেশের মধ্যে কোনও দ্বিপাক্ষিক সিরিজ আয়োজন করা হয়নি। একদিনের ফরম্যাটে ২০১৯ সালে শেষবার এই দুই দল একে অপরের মুখোমুখি হয়েছিল।

২০১৭ সালে শেষবার যখন শ্রীলঙ্কা সফরে এসেছিল ভারতীয় ক্রিকেট দল, সেইসময় বিরাট কোহলির নেতৃত্বে ৯ ম্যাচেই জয়লাভ করেছিল ভারত। এরমধ্যে রয়েছে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ, পাঁচ ম্যাচের একদিনের সিরিজ এবং একটি টি-২০ ম্যাচ। ওই বছরের শেষের দিকে যখন ভারতের মাটিতে শ্রীলঙ্কা পা রেখেছিল, তারা ০-১ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজ হারে, একদিনের সিরিজ হারে ১-২ ব্যবধানে, আর টি-২০ সিরিজেও ০-৩ ব্যবধানে পরাস্ত হয়। এছাড়া ২০২০ সালে তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজেও শ্রীলঙ্কা ০-২ ব্যবধানে হেরে যায়। তিনটে ম্যাচই হবে কলম্বোর আর প্রেমদাসা স্টেডিয়ামে। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, জসপ্রীত বুমরাদের মত প্রথম সারির তারকারা না থাকলেও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ফেভারিট হিসাবেই শুরু করবে ভারত। শ্রীলঙ্কার দলেও একাধিক তারকা অনুপস্থিত থাকতে চলেছেন। এই প্রথমবার জাতীয় দলকে নেতৃত্ব দেবেন শিখর ধাওয়ান। তাঁর ডেপুটি ভুবনেশ্বর কুমার। একদিনের ক্রিকেটে ভারত এবং শ্রীলঙ্কা এখনও পর্যন্ত ১৫৯ বার একে অপরের মুখোমুখি হয়েছে। তবে জয়ের পাল্লা অবশ্য ভারতের দিকেই ভারী। তারা এরমধ্যে ৯১ ম্যাচে জয়লাভ করেছে। অন্যদিকে শ্রীলঙ্কা এখনও পর্যন্ত জিততে পেরেছে মাত্র ৫৬ ম্যাচ। ১১ ম্যাচে কোনও ফলাফল নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। আর একটা ম্যাচ টাই হয়েছে।

ইতিহাস লিখতে জাপানের মাটিতে পা রাখল ভারতীয় দলের প্রথম ব্যাচ

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই (হি.স.) : ইতিহাস তৈরি করতে আগামী ২৩ জুলাই থেকে শুরু হতে চলেছে অলিম্পিকসে অংশ নিতে রবিবার সকালে জাপানের মাটিতে পা রাখল ভারতীয় অ্যাথলিটদের প্রথম ব্যাচ। গতকাল রাতে তীরন্দাজ, ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস, হকি, জুডো, জিমন্যাস্টিকস, সাঁতার এবং ওয়েটলিফিংয়ের আটটি বিভাগের ক্রীড়াবিদ এবং কর্মকর্তারা নয়াদিল্লি থেকে এয়ার ইন্ডিয়ার একটি চার্টার্ড ফ্লাইটে জাপানের রাজধানীতে অবতরণ করেন।

ভারতের প্রথম ব্যাচে ৮৮ সদস্যের দলে সমর্থক কর্মী ও আইও"এ প্রতিনিধিদের পাশাপাশি ৫৪ জন অ্যাথলিট রয়েছেন। পুরুষ এবং মহিলা উভয় দলের সমন্বয়ে গঠিত হকি সকল বিভাগের মধ্যে বৃহত্তম। কিছু ভারতীয় ক্রীড়াবিদ ইতিমধ্যেই বিদেশে নিজ নিজ প্রশিক্ষণ ঘাঁটি থেকে টোকিও পৌঁছেছেন। ভারতের একাকী ভারোত্তোলক মীরাবাই চানু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট লুইসে তার প্রশিক্ষণ বেস থেকে শুক্রবার টোকিও পৌঁছেছেন। বক্সিং এবং শুটাররা ইতালি এবং ক্রোয়েশিয়ার নিজ নিজ প্রশিক্ষণ ঘাঁটি থেকেও পৌঁছেছে।

টোকিও অলিম্পিকে ভারতের ১১৯ জন অ্যাথলিট ২২৮ টি শক্তিশালী ক্রীড়ায় প্রতিনিধিত্ব করবে। নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতার জন্য চার ভারতীয় নাবিক নেত্রা কুমানান এবং বিষ্ণু সরবানান (লেজার শ্রেণি), কেসি গণপতি এবং বরুণ ঠাক্কর (৪৯ বছর বয়সী) প্রথম ভারত থেকে ইউরোপের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে টোকিও পৌঁছেছিলেন। তারা প্রশিক্ষণও শুরু করে দিয়েছেন। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

সিরিজের প্রথম ম্যাচে টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত শ্রীলঙ্কার

Sri Lanka Cricket

কলম্বো, ১৮ জুলাই (হি.স.) : প্রায় ২ বছর পর ৫০ ওভারের ক্রিকেটে আরও একবার মুখোমুখি হয়েছে ভারত এবং শ্রীলঙ্কা। রবিবার লঙ্কা ব্রিগেডের বিরুদ্ধে শিখরবাহিনী তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজের প্রথম ম্যাচে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শ্রীলঙ্কা। লঙ্কা ব্রিগেডের অধিনায়ক দাসুন শনকা। এদিন প্রথম একদিনের ক্রিকেটে সূর্যকুমার যাদব এবং ইশান কিষানের অভিষেক হচ্ছে। এছাড়া কুলদীপ এবং যুজবেন্দ্রও আজ প্রথম একাদশে রয়েছে। ২০১৭ সালের পর থেকে এই দুই দেশের মধ্যে কোনও দ্বিপাক্ষিক সিরিজ আয়োজন করা হয়নি। একদিনের ফরম্যাটে ২০১৯ সালে শেষবার এই দুই দল একে অপরের মুখোমুখি হয়েছিল।

এদিকে ভারতের বিরুদ্ধে দল বাছতে রীতিমতো হিমসিম খেতে হয়েছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটকে। প্রথমে করোনা হানা দিয়েছিল শ্রীলঙ্কা শিবিরে। এর পর চোটের কবলে পড়ে তারা। যার জেরে প্রথম একাদশের দুই ক্রিকেটার ছিটকে যান। অনুশীলনের সময়ে কুশল পেরেরার ডান কাঁধে চোট লেগেছে। আর বিনুরা ফার্নান্দোর বাঁ পায়ের গোড়ালিতে বৃহস্পতিবারই চোট পেয়েছেন। তাই এই দুজনও ছিটকে গিয়েছেন। কুশল পেরেরার পরিবর্তে এই সিরিজে অধিনায়ক হিসেবে আগেই বেছে নেওয়া হয়েছিল দাসুন শনাকাকে। শেষ খবর পাওয়া গিয়েছে, শ্রীলঙ্কা দশ ওভারে এক উইকেট হারিয়ে ৫৯ রান তুলেছে।

চেলসিকে ধন্যবাদ জানিয়ে এসি মিলানে জিরুদ

চেলসির জার্সি পরে সাড়ে তিন বছরের পথচলায় পেয়েছেন দারুণ কিছু সাফল্য। বিদায়বেলায় সেই সব বিশেষ মুহূর্তের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে নতুন ঠিকানায় পাড়ি জমালেন অলিভিয়ে জিরুদ। এসি মিলানে যোগ দিয়েছেন ফরাসি এই স্ট্রাইকার।শনিবার পৃথক বিবৃতিতে উভয় ক্লাব জিরুদের দল বদলের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। কোনো পক্ষ থেকেই ট্রান্সফার ফি ও চুক্তির মেয়াদ নিয়ে কিছু জানানো হয়নি। ব্রিটিশ গণমাধ্যমের খবর, জিরুদকে কিনতে ১০ লাখ ইউরো গুণতে হচ্ছে মিলানকে। আর সেরি আর ক্লাবটির সঙ্গে তিনি দুই বছরের চুক্তি করবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।২০১৮ সালের জানুয়ারিতে আর্সেনাল থেকে চেলসিতে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে চেলসির হয়ে ১১৯ ম্যাচে ৩৯ গোল করেন ৩৪ বছর বয়সী এই ফুটবলার। এই সময়ে দলটির হয়ে জিতেছেন চ্যাম্পিয়নস লিগ, ইউরোপা লিগ ও এফএ কাপ।বিদায় বেলায় টুইটারে সাবেক ক্লাবে নিজের সুন্দর সময়ের স্মৃতিচারণ করেছেন জিরুদ। নতুন উদ্যমে নতুন চ্যালেঞ্জ নেওয়ার প্রত্যয় ফরাসি ফরোয়ার্ডের কণ্ঠে।''সব ব্লুজদেরকে (চেলসির ডাকনাম), আমার সতীর্থ ও সব কোচ, পুরো ক্লাবকে অসংখ্য ধন্যবাদ বিশেষ মুহূর্তগুলোর জন্য।"''আমি নির্ভার ও খুশি মনে নতুন একটি পথচলা শুরু করতে যাচ্ছি। আমাদের এফএ কাপ, ইউরোপা লিগ ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের মুহূর্তগুলো ছিল চমৎকার।''গত জুনের শুরুতে জিরুদের সঙ্গে এক বছর মেয়াদে নতুন চুক্তি করেছিল চ্যাম্পিয়নস লিগের বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। পরের মাসেই নতুন ঠিকানা বেছে নিলেন তিনি।ক্লাবটিতে টিমো ভেরনার ও কাই হার্ভাটজ যোগ দেওয়ার পর খুব বেশি সুযোগ পাচ্ছিলেন না জিরুদ। গত মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগে মাত্র আটটি ম্যাচ খেলার সুযোগ পান।

করোনা উইকেন্ড কারফিউর দ্বিতীয় দিন তথা রবিবার আগরতলা শহর শুনশান। নিজস্ব ছবি।

অসমে মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার মূল্যাঙ্কনে ‘টাকার বিনিময়ে নম্বর’, আটক ছয়

গুয়াহাটি, ১৮ জুলাই (হি.স.) : মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার মূল্যাঙ্কনে ‘টাকার বিনিময়ে নম্বর’ প্রদানের মতো কেলেংকারি সংগঠিত করার দায়ে ছয় অভিযুক্তকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়েছে পুলিশ। এ ধরনের কেলেংকারি সংগঠিত হচ্ছে অভিযোগের ভিত্তিতে কামরূপ (গ্রামীণ)-এর বিদ্যালয়সমূহের কার্যালয়ে অভিযান চালিয়েছিল জেলা পুলিশের বিশাল এক দল।

কোভিড পরিস্থিতিতে চলতি শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার আয়োজন না করে নবম এবং দশম শ্রেণির পরীক্ষার ফলাফলের ওপর মূল্যায়ন করে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত নম্বরের ভিত্তিতে প্রথম বিভাগ, স্টার, ডিস্টিংশন ইত্যাদি স্তরে ছাত্রছাত্রীদের পাশ করানোর জন্য রাজ্যের শিক্ষা দফতর এক বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল।

এবার মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার আগে মূল্যায়ন সম্পর্কিত এই নম্বর প্রদানকে কেন্দ্র করে বিশাল এক কেলেংকারির অভিযোগ পাওয়া গিয়েছিল। জানা গেছে, মাধ্যমিকে ভালো নম্বর দিতে একাংশ স্কুল কর্তৃপক্ষ বিপুল পরিমাণে টাকার লেনদেনের লিপ্ত হয়েছেন। টাকার পরিমাণের ওপর নির্ভর করে মাধ্যমিকে প্রথম বিভাগ, স্টার, ডিস্টিংশন ইত্যাদির নম্বর দেওয়ার ঘটনা সংগঠিত হচ্ছে। নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে শনিবার কামরূপ জেলা বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শকের কার্যালয়ে টানা চার ঘণ্টা অভিযান চালিয়েছে পুলিশ।

অভিযানে প্রথমে জেরার জন্য পুলিশ বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক মাধব ডেকা সহ চারজনকে আটক করে কামরূপের পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের নিয়ে যায়। মাধব ডেকা ছাড়া আর যাদের আটক করা হয়েছে তাঁরা যথাক্রমে শিক্ষা দফতরের জেলা প্রকল্প আধিকারিক তথা অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ (সেবা)-র সমন্বয়ক ফুলপাহি নাথ, কার্যালয়ের কর্মচারী প্রশান্ত দাস এবং চতুর্থশ্রেণির কর্মচারী শিবেশ্বর কলিতা। অভিযানকারী পুলিশের দল কামরূপ জেলা বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শকের কার্যালয় থেকে কয়েকটি ল্যাপটপ, মোবাইল ফোনের পাশাপাশি বহু নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করেছে।

অন্যদিকে, দক্ষিণ কামরূপের গরৈমারিতে ছয়গাঁও পুলিশ অভিযান চালিয়ে মাজরটোপ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ আব্বাস আলি আহমেদ এবং গরৈমারি আঞ্চলিক বালিকা হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষক দোস্ত হবিবর রহমানকে আটক করেছে। তাঁদের বিরুদ্ধেও পরীক্ষার ফলাফলের জন্য মোটা অঙ্কের টাকা নিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। অভিযানে ছয়গাঁও পুলিশ বহু প্রামাণিক নথিপত্রও বাজেয়াপ্ত করেছে বলে জানা গেছে।

একটানা প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত মুম্বই, বাড়ি ধসে মৃত্যু ১৭ জনের

মুম্বই, ১৮ জুলাই (হি.স.) : প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত মুম্বই। তথৈবচ অবস্থা মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকার। আর একনাগাড়ে বৃষ্টির জেরে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল কমপক্ষে ১৭ জনের। এখনও নিখোঁজ বেশ কয়েকজন। ভগ্নস্তূপের নিচে বেশ কয়েকজনের আটকে পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

শনিবার থেকে একনাগাড়ে বৃষ্টি শুরু হয় মুম্বইয়ে। রাত গড়িয়ে রবিবার ভোর হয়ে গেলেও বৃষ্টি থামেনি। আর রাতভর বৃষ্টির জেরে প্লাবিত মুইয়ের বিস্তীর্ণ এলাকা। জলের নিচে বহু এলাকা। থমকে লোকাল ট্রেন পরিষেবাও। এর মাঝেই শনিবার রাত ও রবিবার সকালে ঘটে গেল জোড়া দুর্ঘটনা। যার জেরে মৃত্যু হল অন্তত ১৭ জনের।

প্রথম ঘটনাটি ঘটে চেম্বুরে। ওই এলাকার ভরতনগর বসতির ঝুপড়ির উপর হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে একটি পাঁচিল। চাপা পড়ে যায় ঝুপড়ির বহু বাসিন্দা। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, ওই এলাকায় ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। ভগ্নস্তূপের নিচে কমপে ৬-৮ জনের আটকে পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। প্রবল বৃষ্টি মাথায় নিয়ে উদ্ধারকার্যে নেমেছে এনডিআরএফ। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পাঁচিলের ভগ্নাবশেষ সরানো ও নিখোঁজদের খোঁজার কাজ চলছে।

এই দুর্ঘটনার রেশ কাটার আগেই রবিবার ভোররাতে বিক্রোলি এলাকায় একতলা একটি বাড়ি ধসে যায়। সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে পাঁচজনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। ভেঙে পড়া অংশের নিচে আর কেউ আটকে রয়েছে কিনা তা দেখা হচ্ছে। উদ্ধারকার্য এখনও চলছে বলে জানিয়েছে বিএমসি। সবমিলিয়ে প্রবল বর্ষণে কার্যত জলবন্দি মুম্বই।

উইকয়েন্ড কারফিউর দ্বিতীয় দিনে আগরতলা শহরে রাজপথে পুলিশের কঠোর নজরদারী। ছবি নিজস্ব।

গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্ত ৮০১ জন

কলকাতা, ১৮ জুলাই (হি. স.): ধীরে ধীরে কমছে আক্রান্তের সংখ্যা। গত কয়েকদিন ধরেই রাজ্যজুড়ে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা রয়েছে ১০০০ নিচে। গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্ত ৮০১ জন। রবিবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে।

স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৮০১ জন। যার জেরে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে ১৫,১৮,১৮১। করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ১১ জনের। যার জেরে মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৭,৯৯৯। একদিনে সুস্থ হয়ে উঠেছে ০১,০১২। ফলে মোট সুস্থ হয়ে উঠছেন ১৪,৮৭,০৭১। ফলত সুস্থতার হার বেড়ে ৯৭.৯৫ শতাংশ। একদিনে করোনা পরীক্ষা হয়েছে ৫১,৩১৬। যার জেরে মোট করোনা পরীক্ষার সংখ্যা বেড়ে ১,৫১,৩৮,১৭২।

দেশের দৈনিক সংক্রমণ বাড়ল প্রায় সাড়ে সাত শতাংশ, ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু ৫১৮ জনের

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই (হি.স.) : আগামী মাসেই তৃতীয় ঢেউ আছড়ে পড়ার আশঙ্কায় ত্রস্ত গোটা দেশ। সংক্রমণ রুখতে কড়া প্রশাসনও। বাতিল করা হচ্ছে একের পর এক ধর্মীয় সমাগম। পর্যটকদের ঘুরতে যাওয়ার উপরও জারি হচ্ছে নানা বিধিনিষেধ। আর এসবের মধ্যেই ওঠানামা করছে করোনা সংক্রমণ ও মৃত্যু। শনিবার দৈনিক সংক্রমণ কমলেও রবিবারের রিপোর্ট বলছে, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৪১ হাজার ১৫৭, যা শনিবারের তুলনায় ৭.৪ শতাংশ বেশি। দৈনিক সংক্রমণ বৃদ্ধি পেলেও দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যা সামান্য কমেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিডে মৃত্যু হয়েছে ৫১৮ জনের।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, আজ ১৮ জুলাই, রবিবার পর্যন্ত ভারতে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৩ কোটি ১১ লক্ষ ৬ হাজার ৬৫। এখনও পর্যন্ত করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ৪ লক্ষ ১৩ হাজার ৬০৯ জনের। দেশে মোট কোভিড সংক্রমণের হার কমে হয়েছে ৭.০১ শতাংশ। গত ২৪ ঘণ্টায় সংক্রমণের হার অবশ্য সামান্য বেড়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে কোভিড সংক্রমণের হার ২.১৩ শতাংশ। সংক্রমণ রুখতে রবিবার থেকে ১০ দিনের জন্য মণিপুরে কারফিউ জারি করা হয়েছে। এর মধ্যে আবার দেশে মাথাচাড়া দিয়েছে কোভিডের একাধিক ভ্যারিয়েন্ট। যার মধ্যে কাপ্পা ভ্যারিয়েন্টে বিধ্বস্ত রাজস্থান। তার একমাসের মধ্যে উপর তৃতীয় ঢেউ আছড়ে পড়ার আতঙ্ক দানা বাঁধছে। সেই কারণেই আগামী ১০০-১২৫ দিন অত্যন্ত সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে কেন্দ্র।

গত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে মোট ১৯ লক্ষ ৩৬ হাজার ৭০৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত মোট নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ৪৪ কোটি ৩৯ লক্ষ ৫৮ হাজার ৬৬৩ জনের। অন্য দিকে এক দিনে দেশে ৫১ লক্ষ ১ হাজার ৫৬৭ জনকে টিকা দেওয়া হয়েছে। টিকাকরণ শুরু হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত ৪০ কোটি ৪৯ লক্ষ ৩১ হাজার ৭১৫ জন টিকা পেয়েছেন দেশে।

গুরুগ্রামে ধসে পড়ল তিনতলা ভবন, আটকা পড়েছেন প্রায় ২০ জন

গুরুগ্রাম, ১৮ জুলাই (হি. স.) হরিয়ানার গুরুগ্রামের খাওয়াসপুর গ্রামে ধসে পড়ল একটি তিনতলা ভবন। এই ঘটনায় ওই ভবনটিতে প্রায় ২০ জন আটকা পড়েছেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে এনডিআরএফ, ফায়ার ব্রিগেডের দল। জানা গেছে আজ সন্ধ্যা সাতটা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনাবিধি নিয়ে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তে চিন্তিত বিজ্ঞানীরা

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই (হি. স.) : সোমবার থেকে করোনা পর্বের যাবতীয় বিধিনিষেধ উঠে যাচ্ছে ইংল্যান্ড থেকে। প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের এহেন সিদ্ধান্তে ঝুকির মধ্যে আছে ব্রিটেন গোটা বিশ্ব। এমনটাই মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। এবিষয়ে আন্তর্জাতিক চিকিৎসা বিজ্ঞান গবেষণা পত্রিকা ‘ল্যানসেট’-এর সম্পাদকের কাছে পাঠান এচিঠিতে এই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ব্রিটেন-সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ১২০০ জন বিজ্ঞানী। নিউজিল্যান্ড, ইটালি এবং ইজরায়েল সরকারের বিশেষজ্ঞরা এ ব্যাপারে ইতিমধ্যেই গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকদের এক আন্তর্জাতিক অনলাইন শীর্ষক সম্মেলনেও। তাঁদের বক্তব্য, ব্রিটেন গোটা বিশ্বের কার্যত পরিবহণ ‘হাব’ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যাওয়া ও সেই সব দেশ থেকে নিজের নিজের দেশে ফিরে আসার জন্য ব্রিটেন একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগের সেতু। লন্ডন-সহ ব্রিটেনের বিভিন্ন বিমানবন্দরে প্রচুর বিদেশি বিমান ওঠানামা করে। ব্রিটেনের সমুদ্রবন্দরগুলিও খুব ব্যস্ত থাকে। অতিমারি পর্বের যাবতীয় বিধিনিষেধ এখনই প্রত্যাহার করে নেওয়া হলে সেই যাতায়াত ফের তুমুল গতিতে শুরু হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা বিজ্ঞানীদের। তার ফলে সংক্রমণ ছড়ানোর জন্য প্রচুর সংখ্যক মানুষ পেতে করোনাভাইরাসের রূপগুলির সুবিধা হবে। করোনাভাইরাসের রূপগুলির এক দেশ থেকে অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়তে আরও সুবিধা হবে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-র সিনিয়র উপদেষ্টা, ভ্যালেন্সিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হোসে মার্টিন-মোরেনো বলেছেন, “ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তের কথা শুনে আমি চমকে গিয়েছি। গভীর উদ্বেগের মত বিষয়। কেন তড়িঘড়ি এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হল আমার মাথায় ঢুকছে না। ব্রিটেনে টিকাকরণ তাও কিছুটা হয়েছে। কিন্তু বহু দেশেই টিকাকরণের ছবিটা গভীর নৈরাশ্যের। সে ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্তের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ হয়ে উঠতে চলেছে।” পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, ১৭ জুলাই পর্যন্ত ব্রিটেনে দৈনিক কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৫৪ হাজার ৬৭৪। মৃতের সংখ্যা ৪১। আর মোট মৃতের সংখ্যা ১ লক্ষ ২৮ হাজার ৬৮৩। এই সংক্রমণ রোখার জন্য ব্রিটেনে যে সার্বিক টিকাকরণের কাজ প্রায় সেরে ফেলেছে তা-ও নয়। গত ১৭ জুলাই পর্যন্ত ব্রিটেনে ২ লক্ষ ৫৬ হাজার ৯৩২ জনকে টিকা দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এঁদের মধ্যে একটি কোভিড টিকা পেয়েছেন ৬৯.২ শতাংশ মানুষ। সাড়ে ৫৩ শতাংশ মানুষ পেয়েছেন দু’টি টিকা।

“আমরা যে কোনও বিষয়ে সুস্থ আলোচনায় প্রস্তুত’, সর্বদল বৈঠকে বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই (হি. স.): আগামীকাল শুরু হচ্ছে সংসদের বাদল অধিবেশন। মূল্যবৃদ্ধি, করোনার মত ইস্যুতে বিরোধী শিবির যখন সরকারপক্ষকে কোণঠাসা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখনই বাদল অধিবেশনের আগে সর্বদল বৈঠকে কৌশলী বার্তা দিয়ে রাখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবারের বৈঠকে ফলপ্রসূ আলোচনার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, “আমরা যে কোনও বিষয়ে সুস্থ আলোচনায় প্রস্তুত’।

প্রথামতোই বাদল অধিবেশনের আগের দিন সংসদে সর্বদল বৈঠক ডেকেছিল সরকার। সেই বৈঠকে বিরোধীদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা, “আমরা যে কোনও বিষয়ে সুস্থ আলোচনায় প্রস্তুত। ফলপ্রসূ আলোচনা হোক, সুস্থ বিতর্ক হোক। সরকার যে কোনও বিষয়ে আলোচনায় রাজি।’’ অর্থাৎ, প্রধানমন্ত্রী ঘুরপথে বুঝিয়ে দিলেন আগের অধিবেশনগুলির মতো ওয়াক-আউট বা ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ না দেখিয়ে বিরোধীরা যদি ইস্যু উত্থাপন করে, তাহলে সরকার পক্ষ তাঁদের জবাব দেবে।

আসলে সংসদের বাদল অধিবেশনে প্রায় ৩০টি বিল পাশ করানোর লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে সরকার। সব বিল নিয়ে আলোচনা বা পাশ করানোর জন্য বিরোধীদের সহায়তা যে প্রয়োজন, সেকথা বিলক্ষণ জানেন মোদি। সেকারণেই আগেভাগে বিরোধীদের সমর্থন প্রার্থনা করে রাখলেন প্রধানমন্ত্রী।

এদিনের সর্বদল বৈঠকে মোট ৩৩টি দলের দলনেতারা উপস্থিত ছিলেন। কংগ্রেসের তরফে মল্লিকার্জুন খাড়গে, অধীর চৌধুরী , তৃণমূলের সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেরেক ও’ ব্রায়েন, ডিএমকের ত্রিচুরি শিবারা এদিনের বৈঠকে ছিলেন। সরকার পক্ষের তরফে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সর্বদল বৈঠকের পর লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাও সব দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সর্বদল বৈঠকের পাশাপাশি এনডিএ-এর দলনেতাদের এবং বিরোধী শিবিরের পৃথক বৈঠকও হয় সংসদ ভবনে।

সিধুকে পঞ্জাবের পিসিসি সভাপতি ঘোষণা করল কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই (হি. স.): নভজ্যোৎ সিং সিধুকে পঞ্জাবের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ঘোষণা করা হল। শনিবারই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল নাটকের ক্লাইম্যাক্স। শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষা ছিল। রবিবার সেই কাজটাও সেরে ফেলল কংগ্রেস।

রবিবার হাইকমান্ডের তরফে বিবৃতি প্রকাশ করে জানিয়ে দেওয়া হল, পঞ্জাবের কংগ্রেস সভাপতি হচ্ছেন নভজ্যোত সিং সিধু। সিধুর পাশাপাশি আরও চার জনকে দলের কার্যনির্বাহী সভাপতি করা হয়েছে রবিবার। তাঁরা হলেন সঙ্গত সিংহ গিলজিয়ান, সুখবিন্দর সিংহ ড্যানি, পবন গোয়েল এবং কুজিত সিংহ নাগরা।

আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনের আগেই ঘরোয়া বিবাদ তুঙ্গে উঠেছিল। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে হস্তক্ষেপ করতে হয় হাইকমান্ডকে। কৃষক আন্দোলন, এনডিএতে ভাঙনের মধ্যে যে সুবিধাজনক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তাতে ফায়দা তোলার জন্য পঞ্জাব প্রদেশ কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্ব মেটাতে তৎপরতা শুরু হয়। সেইসঙ্গে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়, আগামী বছর পুরনো ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বেই ভোটের ময়দানে নামবে কংগ্রেস। সিধুও যে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পাবেন, তা কংগ্রেসের অভ্যন্তরে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছিল। যদিও প্রথম থেকেই সিধুকে পঞ্জাবে দলের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদে বসানোর বিরোধিতা করে আসছিলেন অমরিন্দর। নিজের অসন্তোষ প্রকাশ করে কংগ্রেসের অন্তর্বর্তীকালীন সভাপতি সোনিয়া গান্ধীকে চিঠি লেখেন। দাবি করেন, ”সিধুকে সভাপতি করলে কংগ্রেসকে ভুগতে হবে।”

পরে অবশ্য সুর নরম করেন অমরিন্দর। শনিবার পঞ্জাবে কংগ্রেসের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা হরিশ রাওয়াতের সঙ্গে বৈঠকের পর পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী জানান, হাইকমান্ড যা সিদ্ধান্ত নেবে, তা মাথা মেনে নিতে প্রস্তুত। তারইমধ্যে ‘পথ নির্দেশনার’ জন্য প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সুনীল ঝাকারের সঙ্গে দেখা করেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার সিধু। তা থেকেই কার্যত স্পষ্ট হয়ে যায়, এতদিন হাওয়ায় যে খবর ভাসছিল, তা সত্যি হতে চলেছে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হতে চলেছেন সিধু।

অসমের সব কারাগারে বন্দিদের যথাশীঘ্র কোভিড ভ্যাকসিন দিতে নির্দেশ গুয়াহাটি উচ্চ আদালতের

গুয়াহাটি, ১৮ জুলাই (হি.স.) : অসমের সবগুলি কারাগারে সকল বন্দিকে যথাশীঘ্র কোভিড ভ্যাকসিন দিতে রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে গুয়াহাটি উচ্চ আদালত।

কোভিড পরিস্থিতিতে অসমে ভ্যাকসিন প্রদান প্রক্রিয়া চলেছে। তবে রাজ্যের অধিকাংশ কারাগারে বন্দি কয়েদিরা এখনও পর্যাপ্ত ভ্যাকসিন পাননি। এমতাবস্থায় গুয়াহাটি উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি সুধাংশু ধুলিয়া এবং ন্যায়াধীশ মানসরঞ্জন পাঠকের ডিভিশন বেঞ্চ যত শীঘ্র সম্ভব একশো শতাংশ কারাবন্দিকে কোভিড ভ্যাকসিন দিতে নির্দেশ দিয়েছে সরকারকে। বিষয়টির ওপর পর্যালোচনা করে আদলত বলেছে, রাজ্যের বিভিন্ন কারাগারে বন্দি ১১,৩৯৮ জনের তালিকা খতিয়ে দেখা হয়েছে। এদের মধ্যে এখন পর্যন্ত মাত্র ৭,৫২৪ জন কারাবন্দিকে ভ্যাকসিন প্রদান করা হয়েছে। তার মধ্যে আবার ১৭৫ জন কারাবন্দি মাত্র কোভিডের সম্পূর্ণ অর্থাৎ দুটি ভ্যাকসিন পেয়েছেন। তাই আদালত রাজ্যের বিভিন্ন কারাগারে বন্দি প্রায় ৪,০০০ জনকে যত শিগগির সম্ভব ভ্যাকসিন প্রদান করতে নির্দেশ জারি করেছে।

এই নির্দেশ পেয়ে রাজ্য সরকার আদালতকে জানিয়েছে, আগামী দু-সপ্তাহের মধ্যে বাকি কারাবন্দিদের কোভিড ভ্যাকসিন প্রদান করা হবে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, রাজ্যের কারাগারগুলিতে কোভিডেক ভয়াবহ সংক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে ২০২০ সালের ২৩ জুলাই গুয়াহাটি উচ্চ আদালত স্বতঃপ্রণোদিতভাবে বিষয়টো গ্রহণ করে পর্যালোচনা শুরু করেছিল। পরবর্তীতে রাজ্যের কারা মহাপরিদর্শককে কোভিডে আক্রান্ত কারাবন্দিদের তথ্য আদালতকে অবগত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। একইভাবে চলতি বছরের ২৯ এপ্রিল কোভিড-আক্রান্ত কারাবন্দিদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিল গুয়াহাটি উচ্চ আদালত।

পুরাতন আগরতলায় চৌদ্দদেবতা মন্দিরে খারচি পূজা উপলক্ষে নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখছে বোমস্কোয়াড। রবিবার তোলা নিজস্ব ছবি।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।